ওঁ

ধর্ম্ম সমন্বয়

বা

পন্থা

তৃতীয় ভাগ পুরাণাদি।

—০০০—

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর আদেশে

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক

কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত।

ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ

৪৫ নং নিউন ষ্ট্রীট (অভয়গৃহ)

কলিকাতা।

সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ।৶০ আনা।

সূচীপত্র।

ওঁ

ধৰ্ম্ম-সমন্বয়

বা

পন্থা

তৃতীয় ভাগ। পুরাণ

পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বেদ মূলক। বেদের বিধি বাক্য গুলি পুরাণে উদাহরণ সহ সাধারণের শিক্ষার উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। যিনি বেদজ্ঞ নহেন তিনি পুরাণজ্ঞ হইতে পারেন না। পুরাণে সমস্ত কল্পের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পুরাণে, এক এক দিক হইতে সেই বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন, সেই জন্য পুরাণে পুরাণে অনেক আসামঞ্জস্য ইতিহাসাদি দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রায় প্রত্যেক পুরাণের সহিত অপর পুরাণের উপাখ্যানাংশ বিভিন্ন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য বর্ত্তমান কালের সমাজ সংস্কারকগণ এমন কি বেদজ্ঞ স্বামীরা পর্য্যন্ত ও পুরাণের, উপর যে রূপ কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা অতি অশ্রদ্ধেয় ও একদেশিক। বরং বিদেশীয় ম্লেচ্ছ মনীষীগণও শ্রদ্ধেয়, যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই পুরাণ হইতে অনেক গুহ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং জীবন ব্যাপী পরিশ্রম করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। সকল পুরাণের প্রায় সারাংশ লইয়া ভাগবত রচিত হইয়াছে, ইহাতে অন্যান্য পুরাণের সারাংশ প্রায়ই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণে, ইতিহাসে যাহা বিস্তীর্ণ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, ভাগ-

বতে তাহা অতি সংক্ষেপে কোন কোন স্থানে কেবল মাত্র তাহা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণেও তাহা অনেক পরিমাণে বর্ণন করিয়াছেন—মার্কণ্ডেয় পুরাণে সৃষ্টিও অপর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

রুষ দেশীয়া মহিলা মাদাম ব্লাভাটসকী, তাঁহার Secret Doctrine নামক বৃহৎ পুস্তকে; এই পুরাণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অনুধ্যান যোগ্য। তিনি প্রায়, পুরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রের যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। সাধারণ লোকে সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া পুরাণের উপর হৃতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই জন্য তথা কথিত বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণও পুরাণাদির উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। আমরা পুরাণের সকল বিষয়ের জটীলতা সমাধান করিতে অক্ষম। এবং আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহা বেদ, বেদান্তের ব্যাখ্যা, নিরুক্ত, শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রের অবতার বাদ পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য স্থানে অবতার বাদ বীজ ভাবে থাকিলে ও পুরাণে তাহা পরিস্ফুট ও বিশদীকৃত হইয়াছে! পুরাণ, পুরাণ ও উপপুরাণ ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইহার মধ্যে আবার মতান্তরের উল্লেখ করিয়া আরো ৫।৭ খানি পুরাণ বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ-কর্ত্তা বেদ ব্যাস ইহা প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ কর্ত্তা এবং কশ্যপ, সাবর্ণি প্রভৃতি ব্যাসের শিষ্যগণ পুরাণ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাই শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগতে প্রচার করেন। সাধা-

ও

ধর্ম্ম-সমন্বয়

বা

পন্থা

তৃতীয় ভাগ। পুরাণ

পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বেদ মূলক। বেদের বিধি বাক্য গুলি পুরাণে উদাহরণ সহ সাধারণের শিক্ষার উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। যিনি বেদজ্ঞ নহেন তিনি পুরাণজ্ঞ হইতে পারেন না। পুরাণে সমস্ত কল্পের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পুরাণে, এক এক দিক হইতে সেই বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন, সেই জন্য পুরাণে পুরাণে অনেক অসামঞ্জস্য ইতি-হাসাদি দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রায় প্রত্যেক পুরাণের সহিত অপর পুরাণের উপাখ্যানাংশ বিভিন্ন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য বর্ত্তমান কালের সমাজ সংস্কারকগণ এমন কি বেদজ্ঞ স্বামীরা পর্য্যন্ত ও পুরাণের, উপর যে রূপ কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা অতি অশ্রদ্ধেয় ও একদেশিক। বরং বিদেশীয় ম্লেচ্ছ মনীষীগণও শ্রদ্ধেয়, যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই পুরাণ হইতে অনেক গুহ্য তত্ত্ব আবি-ষ্কার করিয়াছেন এবং জীবন ব্যাপী পরিশ্রম করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। সকল পুরাণের প্রায় সারাংশ লইয়া ভাগবত রচিত হইয়াছে, ইহাতে অন্যান্য পুরাণের সারাংশ প্রায়ই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণে, ইতিহাসে যাহা বিস্তীর্ণ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, ভাগ-

বতে তাহা অতি সংক্ষেপে কোন কোন স্থানে কেবল মাত্র তাহা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণেও তাহা অনেক পরিমাণে বর্ণন করিয়াছেন—মার্কণ্ডেয় পুরাণে সৃষ্টিও অপর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

রুষ দেশীয়া মহিলা মাদাম ব্লাভাটসকী, তাঁহার Secret Doctrine নামক বৃহৎ পুস্তকে; এই পুরাণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অনুধ্যান যোগ্য। তিনি প্রায়, পুরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রের যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। সাধারণ লোকে সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া পুরাণের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই জন্য তথা কথিত বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণও পুরাণাদির উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। আমরা পুরাণের সকল বিষয়ের জটীলতা সমাধান করিতে অক্ষম। এবং আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহা বেদ, বেদান্তের ব্যাখ্যা, নিরুক্ত, শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রের অবতার বাদ পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য স্থানে অবতার বাদ বীজ ভাবে থাকিলেও পুরাণে তাহা পরিস্ফুট ও বিশদীকৃত হইয়াছে। পুরাণ, পুরাণ ও উপপুরাণ ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইহার মধ্যে আবার মতান্তরের উল্লেখ করিয়া আরো ৫।৭ খানি পুরাণ বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ-কর্ত্তা বেদ ব্যাস ইহা প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ কর্ত্তা এবং কশ্যপ, সাবর্ণি প্রভৃতি ব্যাসের শিষ্যগণ পুরাণ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাই শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগতে প্রচার করেন। সাধা-

রণতঃ লোমহর্ষণ পুত্র সূত পুরাণ বক্তা নামে বিশেষ পরিচিত। প্রসিদ্ধ ভাগবত মহাপুরাণের বক্তা এই সূত।

পুরাণের সাধারণতঃ পঞ্চ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হয়। যথা—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। কিন্তু মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণ। যথা

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তি রক্ষান্তরাণিচ।

বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥

সর্গ (২) বিসর্গ (৩) বৃত্তি (৪) রক্ষণ (৫) মন্বন্তর (৬) বংশ (৭) বংশানুচরিত (৮) সংস্থা (৯) হেতু (১০) এবং অপাশ্রয়।

ভাগবতে এই লক্ষণ অন্য ভাবে উক্ত হইয়াছে। যথা—অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানু কথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা (ঈশ্বর প্রসঙ্গ) নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

(১) গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু পরমেশ্বর হইতে যে ভূত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, মহৎতত্ত্ব, ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম সর্গ।

(২) আর ব্রহ্মার মানস সৃষ্টির নাম বিসর্গ।

(৩) ভগবানের সৃষ্ট বস্তু সকল যে আপন আপন সম্ভ্রম রক্ষা করে তাহার নাম স্থান।

(৪) ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের নাম "পোষণ"

(৫) সাধুগণের ধর্ম্মের নাম "মন্বন্তর"।

(৬) কর্ম্ম বাসনা "ঊতি"।

(৭) ঈশ্বরের অবতার কথন ও তদীয় আজ্ঞাবর্ত্তী সাধুগণের কথা "ঈশানুকথা।"

(৮) হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে পর তাঁহার শক্তির সহিত জীবের লয় হইয়া থাকে তাহারই নাম "নিরোধ"।

(৯) অন্য রূপ ত্যাগ করিয়া যখন, আপন স্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহারই নাম "মুক্তি।"

(১০) যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ও প্রকাশ হইতেছে। যিনি পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারই নাম আশ্রয়। চক্ষুরাদি অভিমানী দ্রষ্টা, জীব স্বরূপ যে আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং এই উভয় ভিন্ন চক্ষুর্গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ তাহাকে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষরূপ জীবের উপাধি জানিবে। উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয় মধ্যে একতরের অভাব হইলে একটীকে আমরা দেখিতে পাই না। যিনি সাক্ষিস্বরূপে তৎত্রিতয়কে আলোচনা রূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন, সেই পরমাত্মাই আশ্রয়।

১। সর্গ। সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে "দ্রষ্টা স্বরূপ ভগবান্, আপনার কার্য্য-কারণ রূপা যে শক্তি দ্বারা এই প্রত্যক্ষ বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কার্য্য-কারণ-রূপা ঐশী শক্তিকে মায়া বলে। জ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা বিষ্ণু সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ বীর্য্য বপন করিলেন, তৎপরে কাল প্রেরিত সেই অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে তমোনাশক বিজ্ঞানাত্মা মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিল। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। সেই অহংকারতত্ত্ব তিন প্রকার। বৈকারিক

(সাত্ত্বিক) তৈজস (রাজসিক) এবং তামসিক। সাত্ত্বিক অহংকার তত্ত্ব হইতে মন, দেবতা, ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ (যাহা হইতে শব্দাদি বিষয় প্রকাশিত হয়) সমুৎপন্ন হইলেন! সকল প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই রাজসিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তামসিক অহংকার তত্ত্ব হইতে শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হইল! এবং তাহা হইতেই আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ পরমাত্মার লিঙ্গ শরীর। সেই আকাশ কাল এবং মায়া সংযোগে যখন ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইল, সেই সময়ে তাহা হইতে স্পর্শ তন্মাত্রের আবির্ভাব হইল। স্পর্শ তন্মাত্র বিকৃত হইয়া "বায়ুর" উৎপত্তি করিল। অনিল বেগবান হইয়া আকাশের সহায়তায় রূপ তন্মাত্র দ্বারা বিশ্ব প্রকাশক "তেজ" প্রসব করিল। তদনন্তর তেজ (অনল) হরির দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল ও মায়া যোগে "রস" তন্মাত্র দ্বারা "জলের" উৎপত্তি করিল। তেজ হইতে সমুৎপন্ন জল পরমাত্মার দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল ও মায়ার সংযোগে তন্মাত্র দ্বারা "পৃথিবী" উৎপত্তি করিল।

পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বাদির অভিমানী দেবতা সকল ভগবানের অংশ-ভূত। কিন্তু সেই সকল দেবতাগণ কাল লিঙ্গ, (বিকার) মায়া লিঙ্গ (বিক্ষেপ) এবং অংশ লিঙ্গ (চেতনা) ধারণ করিলেন। মহদাদি ঐশী শক্তি সকল পর পর পৃথক পৃথক হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইলে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি কালরূপা প্রকৃতি দেবীর সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি করতঃ ক্রিয়া শক্তি দ্বারা বিরাট পুরুষের উৎপাদন করিল। ঐ বিরাট পুরুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপ অধ্যাত্ম অধিদৈব এবং অধিভূত রূপে তিন প্রকার এবং প্রাণ রূপে

দশ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর দেবদত্ত, ধনঞ্জয়) এবং মন বুদ্ধি-রূপে এক হইয়া বিরাজিত হইলেন। সেই অনন্ত পরম পুরুষের মুখ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সামর্থ হইতে বেদ ও ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ; বাহু হইতে ক্ষত্র (পালনী শক্তি) উৎপন্ন হইল। উরু হইতে বৈশ্যগণ এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। অর্থাৎ বেদে পুরুষ সূক্তে যাহা উক্ত হইয়াছে, পুরাণে ও সেই বিষয়ে সেই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ বেদ ব্যাখ্যা মাত্র। মহাভরতে উক্ত হইয়াছে। "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এমন কি ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমার সংবাদে উক্ত হইয়াছে, ইতিহাস এবং পুরাণ পঞ্চমবেদ স্থানীয়!

২। প্রতিসর্গ—প্রাকৃতিক সৃষ্টির পর বৈকারিক সৃষ্টির নাম প্রতিসর্গ। ব্রহ্মা দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে এই জগৎ ও জীব রূপে পরিণত হইয়াছে! ব্রহ্মার আয়ু চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। ইহার মধ্যে সাতটি মন্বন্তরের অধোগতি ও সাতটির উর্দ্ধগতি আছে। স্থূলের চরম সীমায় পৌছানই প্রথম সপ্ত মন্বন্তরের কার্য্য এবং স্থূল অর্থাৎ জড় হইতে সূক্ষ্ম অর্থাৎ চৈতন্যে আরোহণ শেষ সপ্ত মন্বন্তরের বিশেষ কার্য্য। এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে। এই স্থূল মন্বন্তরেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বহির্মুখীন স্থূলে দৃষ্টি ন্যস্ত হইয়াছে। এই সময় হইতে চৈতন্যাভিমুখী গতি আরম্ভ হইয়াছে ও হইবে। বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল মানব বংশ আছে, তাহার মধ্যে সূর্য্য বংশ ও চন্দ্রবংশ প্রধান। এই দুই বংশ লইয়াই পুরাণাদি কথিত হইয়াছে।

৩। বংশ—দেব ও পিতৃগণের বংশাবলী।

৪। মন্বন্তর। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অধীনে মনুগণ কার্য্য করিয়া থাকেন।

"মনবো মনু পুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে। ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষ শাসনাঃ ।৮।১৪।২ পুরুষ দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মনু, মনুপুত্র, মুনি, জগতের ইন্দ্র, হে রাজন্ ও দেবগণ মন্বন্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন।

৫। বংশানুচরিত। অনুচার হইতে অনুচরিত শব্দ হইয়াছে। আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলার নাম অনুচার। পূর্ব্বে সূর্য্য বংশ ও চন্দ্র বংশ নরপতি যে আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহাই বংশানুচরিত। সেই জন্য উক্ত দুই বংশে, যে সকল রাজর্ষি মুনি মহর্ষি ও সৃষ্টি সম্বন্ধীয় দশবিধ অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী দ্বারাই, পুরাণ কাহিনী সকলের উপযোগিনী হইয়াছে।

প্রথম মৎস্যাবতার। পুরাণের কথা প্রথম এই যে সোমকাসুর বেদ অপহরণ করিয়া পাতালে গমন করে, বিষ্ণু মৎস্যদেহ ধারণ করিয়া, জলে প্রবেশ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন এবং ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। অন্যমতে (বৈবস্বত মনু) হয়গ্রীব সোমকের পরিবর্ত্তে বেদ অপহরণ করে। বিষ্ণু, মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া— রাজর্ষি সত্যব্রতকে অনুগ্রহ করিয়া, হয়গ্রীবের প্রাণ সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে পুনরায় বেদ সকল প্রত্যর্পণ করেন। মৎস্য রূপী ভগবান রাজর্ষিকে বলেন "অদ্যতন দিবসের সপ্তম দিবসে প্রলয়ার্ণবে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য নিমগ্ন হইবে। তুমি সর্ব্ব প্রকার ওষধি এবং ক্ষুদ্র ও মহৎ সমুদায় বীজ গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত ও সর্ব্ব প্রাণি সমন্বিত হইয়া, আমার প্রেরিত তরণীতে আরোহণ করিও এবং বায়ুবেগে তরণী কম্পিত হইলে সর্পরূপী আমার রজ্জু দ্বারা তরী বন্ধন করিও। যাবৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধিনী রজনী থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি

তোমাকে সেই তরী ও ঋষিগণ সহিত প্রলয়ার্ণবে আকর্ষণ করিয়া ভ্রমণ করাইব। পরব্রহ্ম পদবাচ্য আমার মহিমা তৎকালে তোমার নিকট আমি বিবৃত করিব। তুমি আমার প্রসাদ লব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে।"

রাজর্ষি সত্যব্রত, ভগবানের কথামত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বকল্পে, যেরূপ সপ্তর্ষি, তরুলতা, প্রাণী, প্রভৃতির সকলের বীজ রক্ষণ করিয়াছিলেন এবং পরকল্পে তাহাই আবার প্রকাশ ও সংবর্দ্ধন করিলেন। পূর্ব্ব কল্পের জ্ঞান স্বরূপ বেদ, এই মৎস্যাবতার; রাজর্ষিকে প্রদান করেন তিনিই বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন। পূর্ব্ব কল্পের বীজ রক্ষা করিয়া পরকল্পে তাহা অবিকল প্রকট করিয়াছেন। মৎস্যাবতারে এই প্রকারে বেদ রক্ষা করেন এই জন্য চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই অবতার আমাদের মন্বন্তরের প্রথম অবতার।

সকল প্রাণীর চক্ষুর নিমেষ আছে। নিমেষই মৃত্যু। মৎস্যের নিমেষ নাই। পৃথিবীর স্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ব বিদ্ পণ্ডিতগণ, সম্বুকাদি সম্বলিত মৎস্যকে সর্ব্ব প্রথমে ধরাতে প্রাণীর আবির্ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অভিব্যক্তি বাদ" নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'আমাদের দশাবতার সত্যসত্যই পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের সূচনা করিয়া দেয়— 'ভূগর্ভের আলোচনার ফলে মূলতঃ পৃথিবীর আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রাণ প্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এবং সেই প্রাণ প্রসার আলোচনার প্রত্যেক স্তরের প্রাণী সহসা খুবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জীবন সংগ্রামের ফলে প্রায়ই পরবর্ত্তী স্তরে বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা অধিকতর আবর্ত্তিত

মস্তিষ্ক ও অভিব্যক্ত হইলে ও আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। শম্বূকের পরে মৎস্য তাহাকে পরাস্ত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে উপযোগী প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করিল, মৎস্যকে পরাস্ত করিয়া অভূতপূর্ব্ব বৃহৎকায় কূর্ম্মগণের আবির্ভাব। কূর্ম্মের পরাজয়ে বরাহের রাজত্ব।”

সমুদ্র অর্থে যাহাতে সকল পদার্থ লয় পায়। ধাত্বর্থ গ্রহণ ও ত্যাগ যাহাতে সকল পদার্থ লয় হইয়া থাকে এবং যাহা হইতে পুনরায় সকল পদার্থ অভিব্যক্ত হয় তাহাই সমুদ্র। স্থূল জগতে সমুদ্র প্রবেশে মৎস্যের অধিকার। বেদ উদ্ধার তাহার দ্বারাই ঘটিয়াছিল বিরাট ভাবে সমস্ত দিকই মৎস্যের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং বিষ্ণুই তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব্ব মন্বন্তরের বীজ গ্রহণ করিয়া পর মন্বন্তরে তাহা পুনঃপ্রকাশ করেন। প্রলয়ের অবস্থা হইতে সৃষ্টির উন্মেষ, রজো গুণের কার্য্য, সৃষ্টির মধ্যে পূর্ব্ব কল্পের জ্ঞান প্রদান। হিরণ্য গর্ভের অন্তরে ইহাই ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান।

২য় কূর্ম্মাবতার—সমুদ্র মন্থনে, দেব এবং অসুরেরা একত্রে চেষ্টাকরেন। এই মন্থন ব্যাপারে ভগবানের সাহায্যই মূল। ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে সমুদ্র মন্থন ব্যাপার আপনার পৃষ্ঠের উপর ধারণ করেন। কূর্ম্ম রূপে তিনি সত্ত্বের বিস্তার করেন। সেই সত্ত্বলে সকলে সত্ত্ববান্ হইল! এখন ও আসন মন্ত্রের দেবতা কূর্ম্ম। ধ্যান নির্ম্মন্থনের জন্য এই কূর্ম্ম দেবতা অধিদৈবত না হইলে মন্থন ব্যাপার সাধিত হয় না। দেবাসুর সংগ্রাম এখন ও চলিতেছে, মন্থনের, স্থলে, বিষ্ণু কূর্ম্ম রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার আদেশে

“সহায়েন ময়া দেবা,—নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ

অর্থাৎ আমার সাহায্যে অতন্দ্রিত হইয়া মন্থন কার্য্য সম্পন্ন কর"। নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে অমৃত লাভ হয় না। তাই ভগবান্ বলিলেন—

লোভঃ কার্য্যো-ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু।

যাঁহারা এখন ও অমৃত লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের সকলের প্রতি উপদেশ। কখন ও লোভ করিও না, ক্রোধ করিও না, কোন বস্তু কামনা করিও না।

এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ বর্জ্জিত হইলে অমৃত লাভ করিতে পারিবে।

ভগবানের তৃতীয় অবতার বরাহমূর্ত্তি। বরাহ যজ্ঞমূর্ত্তি। জল স্থল উভচরবাসী বরাহ। ভূলোক, স্থল, ভুবর্লোক অপ্ স্থানীয়। উভয় লোককেই আশ্রয় করিয়া যজ্ঞের কার্য্য হইয়া থাকে। এবং উভয় লোককে একসূত্রে গ্রথিত করিতে যজ্ঞই সমর্থ। স্থূল জগৎকে ভুবর্লোক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া উভয়ের মধ্যে একত্ব স্থাপন করাই তৃতীয় অবতারের কার্য্য। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া কিরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র কায়, এক বরাহ বহির্গত হইল। ক্রমে তাহা অতি বৃহদাকার ধারণ করিল। সেই অবস্থায় তিনি পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, এবং আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন তাহাতে মুনিগণ ও ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করেন। যজ্ঞের যতগুলি অঙ্গ আছে, তাহার দ্বারা বরাহমূর্ত্তির অঙ্গগুলি বিনির্ম্মিত। সম্পূর্ণ যজ্ঞই যজ্ঞ বরাহের দেহ। ঐ যজ্ঞ বরাহের তিন পুত্র সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর। সুবৃত্তের শরীর হইতে

দক্ষিণাগ্নি। কনকের শরীর হইতে গার্হপত্য। ঘোরের শরীর হইতে আহবনীয় অগ্নি। এই তিন অগ্নি দ্বারাই সকল জগৎ পরিব্যপ্ত হইল। এই অগ্নিত্রয় যে স্থানে বিদ্যমান; সমস্ত দেবগণ অনুচরগণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন। এমন কি যে কোন স্থানে এই তিন অগ্নি আহুত হয় তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যজ্ঞ বরাহের পুত্রের আবার প্রত্যেকের তিন তিন পুত্র অর্থাৎ উক্ত অগ্নি তিনভাবে, অনুষ্ঠিত হইয়া স্বতন্ত্র যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মার নাশারন্ধ্র হইতে বরাহদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শরীরের মধ্যে বায়ু এবং শূন্য (বা আকাশ) স্থান একমাত্র নাসিকা। সেই বায়ু হইতে শব্দরূপী বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা ত্রয়ীময় ও যজ্ঞময়। বরাহদেবের অঙ্গ সকল যজ্ঞের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বরাহ দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ বধ। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকাশপু উভয়ে জয় বিজয় নামে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল ছিলেন কুমারগণের অপমান করাতে তাহাদের অভিসম্পাতে দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। দিতির গর্ভে যাবতীয় দৈত্য জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের ঔরসে ত্রয়োদশ ভার্য্যার গর্ভে, পৃথিবীর যাবতীয় জীব, তরুলতা, রাক্ষস, দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টিবীজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

১। অদিতি হইতে দেবতাগণ   ২। দিতি হইতে দৈত্য

৩। দনু ,, দানব   ৪। ইলা ,, উদ্ভিদ্

৫। সুরমা ,, রাক্ষস ৬। অরিষ্টা ,, গন্ধর্ব্ব
৭। কাষ্ঠা ,, শ্বাপদ (দ্বিশফ ভিন্ন) ৮। মুনি ,, অপ্সরা
৯। ক্রোধবশা ,, দন্দশূকাদি সর্প জাতি
১০। তাম্রা ,, গৃধ্রাদি পক্ষী
১১। তিমি ,, মকর কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তু।
১২। সরমা ,, (দ্বিশফ) শ্বাপদ
১৩। সুরভি ,, গো মহিষাদি

কশ্যপ। এই কশ্যপ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে। ৭। ৫। ১। ৫।

স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ।

কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ "সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ" ইতি। স যঃ স কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।"

কূর্ম্ম নাম কেন? প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছিলেন। তিনি করিয়াছিলেন বলিয়াই কূর্ম্ম! কশ্যপই কূর্ম্ম! এই জন্য সকলে বলেন, "সকল প্রজাই কশ্যপ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" যিনি কূর্ম্ম তিনিই আদিত্য। কশ্যপ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাস্ক বলেন।

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি! পশ্যতীতি পশ্য; পশ্য এব পশ্যকঃ! যিনি যথার্থ স্বরূপ দর্শন করেন তিনিই পশ্য। যথা, "যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং বর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"। মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৩। যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ

।ণতঃ লোমহর্ষণ পুত্র সূত পুরাণ বক্তা নামে বিশেষ পরিচিত। প্রসিদ্ধ ভাগবত মহাপুরাণের বক্তা এই সূত।

পুরাণের সাধারণতঃ পঞ্চ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হয়। যথা—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। কিন্তু মহাপুরা-ণের দশবিধ লক্ষণ। যথা

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তি রক্ষান্তরাণিচ।

বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥

সর্গ (২) বিসর্গ (৩) বৃত্তি (৪) রক্ষণ (৫) মন্বন্তর (৬) বংশ (৭) বংশানুচরিত (৮) সংস্থা (৯) হেতু (১০) এবং অপাশ্রয়।

ভাগবতে এই লক্ষণ অন্য ভাবে উক্ত হইয়াছে। যথা—অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানু কথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা (ঈশ্বর প্রসঙ্গ) নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

(১) গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু পরমেশ্বর হইতে যে ভূত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, মহৎতত্ত্ব, ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম সর্গ।

(২) আর ব্রহ্মার মানস সৃষ্টির নাম বিসর্গ।

(৩) ভগবানের সৃষ্ট বস্তু সকল যে আপন আপন সম্ভ্রম রক্ষা করে তাহার নাম স্থান।

(৪) ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের নাম "পোষণ"

(৫) সাধুগণের ধর্ম্মের নাম "মন্বন্তর"।

(৬) কর্ম্ম বাসনা "উতি"।

(৭) ঈশ্বরের অবতার কথন ও তদীয় আজ্ঞাবর্ত্তী সাধুগণের কথা "ঈশানুকথা।"

(৮) হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে পর তাঁহার শক্তির সহিত জীবের লয় হইয়া থাকে তাহারই নাম "নিরোধ"।

(৯) অন্য রূপ ত্যাগ করিয়া যখন, আপন স্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহারই নাম "মুক্তি।"

(১০) যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ও প্রকাশ হইতেছে। যিনি পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারই নাম আশ্রয়। চক্ষুরাদি অভিমানী দ্রষ্টা, জীব স্বরূপ যে আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং এই উভয় ভিন্ন চক্ষুর্গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ তাহাকে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষরূপ জীবের উপাধি জানিবে। উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয় মধ্যে একতরের অভাব হইলে একটীকে আমরা দেখিতে পাই না। যিনি সাক্ষিস্বরূপে তৎত্রিতয়কে আলোচনা রূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন, সেই পরমাত্মাই আশ্রয়।

১। সর্গ। সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে "দ্রষ্টা স্বরূপ ভগবান্, আপনার কার্য্য-কারণ রূপা যে শক্তি দ্বারা এই প্রত্যক্ষ বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কার্য্য-কারণ-রূপা ঐশী শক্তিকে মায়া বলে। জ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা বিষ্ণু সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ বীর্য্য বপন করিলেন, তৎপরে কাল প্রেরিত সেই অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে তমোনাশক বিজ্ঞানাত্মা মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিল। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। সেই অহংকারতত্ত্ব তিন প্রকার। বৈকারিক

(সাত্ত্বিক) তৈজস (রাজসিক) এবং তামসিক। সাত্ত্বিক অহংকার তত্ত্ব হইতে মন, দেবতা, ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ (যাহা হইতে শব্দাদি বিষয় প্রকাশিত হয়) সমুৎপন্ন হইলেন। সকল প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই রাজসিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তামসিক অহংকার তত্ত্ব হইতে শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হইল! এবং তাহা হইতেই আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ পরমাত্মার লিঙ্গ শরীর। সেই আকাশ কাল এবং মায়া সংযোগে যখন ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইল, সেই সময়ে তাহা হইতে স্পর্শ তন্মাত্রের আবির্ভাব হইল। স্পর্শ তন্মাত্র বিকৃত হইয়া "বায়ুর" উৎপত্তি করিল। অনিল বেগবান হইয়া আকাশের সহায়তায় রূপ তন্মাত্র দ্বারা বিশ্ব প্রকাশক "তেজ" প্রসব করিল। তদনন্তর তেজ (অনল) হরির দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল ও মায়া যোগে "রস" তন্মাত্র দ্বারা "জলের" উৎপত্তি করিল। তেজ হইতে সমুৎপন্ন জল পরমাত্মার দৃষ্টিগোচর হইয়া কাল ও মায়ার সংযোগে তন্মাত্র দ্বারা "পৃথিবী" উৎপত্তি করিল।

পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বাদির অভিমানী দেবতা সকল ভগবানের অংশ-ভূত। কিন্তু সেই সকল দেবতাগণ কাল লিঙ্গ, (বিকার) মায়া লিঙ্গ (বিক্ষেপ) এবং অংশ লিঙ্গ (চেতনা) ধারণ করিলেন। মহদাদি ঐশী শক্তি সকল পর পর পৃথক পৃথক হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইলে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি কালরূপা প্রকৃতি দেবীর সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি করতঃ ক্রিয়া শক্তি দ্বারা বিরাট পুরুষের উৎপাদন করিল। ঐ বিরাট পুরুষ জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপ অধ্যাত্মা অধিদৈব এবং অধিভূত রূপে তিন প্রকার এবং প্রাণ রূপে

দশ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর দেবদত্ত, ধনঞ্জয়) এবং মন বুদ্ধি-রূপে এক হইয়া বিরাজিত হইলেন। সেই অনন্ত পরম পুরুষের মুখ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সামর্থ হইতে বেদ ও ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন; বাহু হইতে ক্ষত্র (পালনী শক্তি) উৎপন্ন হইল। উরু হইতে বৈশ্যগণ এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। অর্থাৎ বেদে পুরুষ সূক্তে যাহা উক্ত হইয়াছে, পুরাণে ও সেই বিষয়ে সেই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ বেদ ব্যাখ্যা মাত্র। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এমন কি ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমার সংবাদে উক্ত হইয়াছে, ইতিহাস এবং পুরাণ পঞ্চমবেদ স্থানীয়।

২। প্রতিসর্গ—প্রাকৃতিক সৃষ্টির পর বৈকারিক সৃষ্টির নাম প্রতিসর্গ। ব্রহ্মা দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে এই জগৎ ও জীব রূপে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মার আয়ু চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। ইহার মধ্যে সাতটি মন্বন্তরের অধোগতি ও সাতটির উর্দ্ধগতি আছে। স্থূলের চরম সীমায় পৌছানই প্রথম সপ্ত মন্বন্তরের কার্য্য এবং স্থূল অর্থাৎ জড় হইতে সূক্ষ্ম অর্থাৎ চৈতন্যে আরোহণ শেষ সপ্ত মন্বন্তরের বিশেষ কার্য্য। এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে। এই স্থূল মন্বন্তরেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বহির্মুখীন স্থূলে দৃষ্টি ন্যস্ত হইয়াছে। এই সময় হইতে চৈতন্যাভিমুখী গতি আরম্ভ হইয়াছে ও হইবে। বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল মানব বংশ আছে, তাহার মধ্যে সূর্য্য বংশ ও চন্দ্রবংশ প্রধান। এই দুই বংশ লইয়াই পুরাণাদি কথিত হইয়াছে।

৩। বংশ—দেব ও পিতৃগণের বংশাবলী।

৪। মন্বন্তর। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অধীনে মনুগণ কার্য্য করিয়া থাকেন।

"মনবো মনু পুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে। ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষ শাসনাঃ ।৮।১৪।২ পুরুষ দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মনু, মনুপুত্র, মুনি, জগতের ইন্দ্র, হে রাজন্ ও দেবগণ মন্বন্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন।

৫। বংশানুচরিত। অনুচার হইতে অনুচরিত শব্দ হইয়াছে। আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলার নাম অনুচার। পূর্ব্বে সূর্য্য বংশ ও চন্দ্র বংশ নরপতি যে আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহাই বংশানুচরিত। সেই জন্য উক্ত দুই বংশে, যে সকল রাজর্ষি মুনি মহর্ষি ও সৃষ্টি সম্বন্ধীয় দশবিধ অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী দ্বারাই, পুরাণ কাহিনী সকলের উপযোগিনী হইয়াছে।

প্রথম মৎস্যাবতার। পুরাণের কথা প্রথম এই যে সোমকাসুর বেদ অপহরণ করিয়া পাতালে গমন করে, বিষ্ণু মৎস্যদেহ ধারণ করিয়া, জলে প্রবেশ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন এবং ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। অন্যমতে (বৈবস্বত মনু) হয়গ্রীব সোমকের পরিবর্ত্তে বেদ অপহরণ করে। বিষ্ণু, মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—রাজর্ষি সত্যব্রতকে অনুগ্রহ করিয়া, হয়গ্রীবের প্রাণ সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে পুনরায় বেদ সকল প্রত্যর্পণ করেন। মৎস্য রূপী ভগবান্ রাজর্ষিকে বলেন "অদ্যতন দিবসের সপ্তম দিবসে প্রলয়ার্ণবে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য নিমগ্ন হইবে। তুমি সর্ব্ব প্রকার ওষধি এবং ক্ষুদ্র ও মহৎ সমুদায় বীজ গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত ও সর্ব্ব প্রাণি সমন্বিত হইয়া, আমার প্রেরিত তরণীতে আরোহণ করিও এবং বায়ুবেগে তরণী কম্পিত হইলে সর্পরূপী আমায় রজ্জু দ্বারা তরী বন্ধন করিও। যাবৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধিনী রজনী থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি

তোমাকে সেই তরী ও ঋষিগণ সহিত প্রলয়ার্ণবে আকর্ষণ করিয়া ভ্রমণ করাইব। পরব্রহ্ম পদবাচ্য আমার মহিমা তৎকালে তোমার নিকট আমি বিবৃত করিব। তুমি আমার প্রসাদ লব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে।"

রাজর্ষি সত্যব্রত, ভগবানের কথামত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বকল্পে, যেরূপ সপ্তর্ষি, তরুলতা, প্রাণী, প্রভৃতির সকলের বীজ রক্ষণ করিয়াছিলেন এবং পরকল্পে তাহাই আবার প্রকাশ ও সংবর্দ্ধন করিলেন। পূর্ব্ব কল্পের জ্ঞান স্বরূপ বেদ, এই মৎস্যাবতার; রাজর্ষিকে প্রদান করেন তিনিই বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন। পূর্ব্ব কল্পের বীজ রক্ষা করিয়া পরকল্পে তাহা অবিকল প্রকট করিয়াছেন। মৎস্যাবতারে এই প্রকারে বেদ রক্ষা করেন এই জন্য চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই অবতার আমাদের মন্বন্তরের প্রথম অবতার।

সকল প্রাণীর চক্ষুর নিমেষ আছে। নিমেষই মৃত্যু। মৎস্যের নিমেষ নাই। পৃথিবীর স্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ব বিদ্ পণ্ডিতগণ, সম্বুকাদি সম্বলিত মৎস্যকে সর্ব্ব প্রথমে ধরাতে প্রাণীর আবির্ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অভিব্যক্তি বাদ" নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'আমাদের দশাবতার সত্যসত্যই পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের সূচনা করিয়া দেয়—"ভূগর্ভের আলোচনার ফলে মূলতঃ পৃথিবীর আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রাণ প্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এবং সেই প্রাণ প্রসার আলোচনায় প্রত্যেক স্তরের প্রাণী সহসা খুবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জীবন সংগ্রামের ফলে প্রায়ই পরবর্ত্তী স্তরে বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা অধিকতর আবর্ত্তিত

মস্তিষ্ক ও অভিব্যক্ত হইলে ও আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। শম্বূকের পরে মৎস্য তাহাকে পরাস্ত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে উপযোগী প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করিল, মৎস্যকে পরাস্ত করিয়া অভূতপূর্ব্ব বৃহৎকায় কূর্ম্মগণের আবির্ভাব। কূর্ম্মের পরাজয়ে বরাহের রাজত্ব।"

সমুদ্র অর্থে যাহাতে সকল পদার্থ লয় পায়। ধাত্বর্থ গ্রহণ ও ত্যাগ যাহাতে সকল পদার্থ লয় হইয়া থাকে এবং যাহা হইতে পুনরায় সকল পদার্থ অভিব্যক্ত হয় তাহাই সমুদ্র। স্থূল জগতে সমুদ্র প্রবেশে মৎস্যের অধিকার। বেদ উদ্ধার তাহার দ্বারাই ঘটিয়াছিল বিরাট ভাবে সমস্ত দিকই মৎস্যের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং বিষ্ণুই তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব্ব মন্বন্তরের বীজ গ্রহণ করিয়া পর মন্বন্তরে তাহা পুনঃপ্রকাশ করেন। প্রলয়ের অবস্থা হইতে সৃষ্টির উন্মেষ, রজো গুণের কার্য্য, সৃষ্টির মধ্যে পূর্ব্ব কল্পের জ্ঞান প্রদান। হিরণ্য গর্ভের অন্তরে ইহাই ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান।

২য় কূর্ম্মাবতার—সমুদ্র মন্থনে, দেব এবং অসুরেরা একত্রে চেষ্টাকরেন। এই মন্থন ব্যাপারে ভগবানের সাহায্যই মূল। ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে সমুদ্র মন্থন ব্যাপার আপনার পৃষ্ঠের উপর ধারণ করেন। কূর্ম্ম রূপে তিনি সত্ত্বের বিস্তার করেন। সেই সত্ত্ববলে সকলে সত্ত্ববান্ হইল! এখন ও আসন মন্ত্রের দেবতা কূর্ম্ম। ধ্যান নির্ম্মন্থনের জন্য এই কূর্ম্ম দেবতা অধিদৈবত না হইলে মন্থন ব্যাপার সাধিত হয় না। দেবাসুর সংগ্রাম এখন ও চলিতেছে, মন্থনের, স্থলে, বিষ্ণু কূর্ম্ম রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার আদেশে

"সহায়েন ময়া দেবা,—নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ

অর্থাৎ আমার সাহায্যে অতন্দ্রিত হইয়া মন্থন কার্য্য সম্পন্ন কর"। নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে অমৃত লাভ হয় না। তাই ভগবান্ বলিলেন—

লোভঃ কার্য্যো-ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু।

যাঁহারা এখন ও অমৃত লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের সকলের প্রতি উপদেশ। কখন ও লোভ করিও না, ক্রোধ করিও না, কোন বস্তু কামনা করিও না।

এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ বর্জ্জিত হইলে অমৃত লাভ করিতে পারিবে।

ভগবানের তৃতীয় অবতার বরাহমূর্ত্তি। বরাহ যজ্ঞমূর্ত্তি। জল স্থল উভচরবাসী বরাহ। ভূলোক, স্থল, ভুবর্লোক অপ্‌স্থানীয়। উভয় লোককেই আশ্রয় করিয়া যজ্ঞের কার্য্য হইয়া থাকে। এবং উভয় লোককে একসূত্রে গ্রথিত করিতে যজ্ঞই সমর্থ। স্থূল জগৎকে ভুবর্লোক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া উভয়ের মধ্যে একত্ব স্থাপন করাই তৃতীয় অবতারের কার্য্য। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া কিরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র কায়, এক বরাহ বহির্গত হইল। ক্রমে তাহা অতি বৃহদাকার ধারণ করিল। সেই অবস্থায় তিনি পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, এবং আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন তাহাতে মুনিগণ ও ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করেন। যজ্ঞের যতগুলি অঙ্গ আছে, তাহার দ্বারা বরাহমূর্ত্তির অঙ্গগুলি বিনির্ম্মিত। সম্পূর্ণ যজ্ঞই যজ্ঞ বরাহের দেহ। ঐ যজ্ঞ বরাহের তিন পুত্র সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর। সুবৃত্তের শরীর হইতে

দক্ষিণাগ্নি। কনকের শরীর হইতে গার্হপত্য। ঘোরের শরীর হইতে আহবনীয় অগ্নি। এই তিন অগ্নি দ্বারাই সকল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। এই অগ্নিত্রয় যে স্থানে বিদ্যমান; সমস্ত দেবগণ অনুচরগণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন। এমন কি যে কোন স্থানে এই তিন অগ্নি আহুত হয় তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সপ্ত বরাহের পুত্রের আবার প্রত্যেকের তিন তিন পুত্র অর্থাৎ উক্ত অগ্নি তিনভাবে, অনুষ্ঠিত হইয়া স্বতন্ত্র যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মার নাশারন্ধ্র হইতে বরাহদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শরীরের মধ্যে বায়ু এবং শূন্য (বা আকাশ) স্থান একমাত্র নাসিকা। সেই বায়ু হইতে শব্দরূপী বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা ত্রয়ীময় ও যজ্ঞময়। বরাহদেবের অঙ্গ সকল যজ্ঞের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বরাহ দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ বধ। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু উভয়ে জয় বিজয় নামে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল ছিলেন কুমারগণের অপমান করাতে তাহাদের অভিসম্পাতে দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। দিতির গর্ভে যাবতীয় দৈত্য জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের ঔরসে ত্রয়োদশ ভার্য্যার গর্ভে, পৃথিবীর যাবতীয় জীব, তরুলতা, রাক্ষস, দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টবীজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

১। অদিতি	হইতে	দেবতাগণ	২। দিতি	হইতে	দৈত্য
৩। দনু	,,	দানব	৪। ইলা	,,	উদ্ভিদ্

৫। সুরমা ,, রাক্ষস ৬। অরিষ্টা ,, গন্ধর্ব্ব
৭। কাষ্ঠা ,, শ্বাপদ (দ্বিশফ ভিন্ন) ৮। মুনি ,, অপ্সরা
৯। ক্রোধবশা ,, দন্দশূকাদি সর্প জাতি
১০। তাম্রা ,, গৃধ্রাদি পক্ষী
১১। তিমি ,, মকর কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তু।
১২। সরমা ,, (দ্বিশফ) শ্বাপদ
১৩। সুরভি ,, গো মহিষাদি

কশ্যপ। এই কশ্যপ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে। ৭। ৫। ১। ৫।

স যং কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ।

কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ "সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্যঃ" ইতি। স যঃ স কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।

কূর্ম্ম নাম কেন? প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছিলেন। তিনি করিয়াছিলেন বলিয়াই কূর্ম্ম! কশ্যপই কূর্ম্ম! এই জন্য সকলে বলেন "সকল প্রজাই কশ্যপ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" যিনি কূর্ম্ম তিনিই আদিত্য। কশ্যপ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাস্ক বলেন।

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি! পশ্যতীতি পশ্য; পশ্য এব পশ্যকঃ! যিনি যথার্থ স্বরূপ দর্শন করেন তিনিই পশ্য। যথা, "যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"। মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৩। যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ

জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান পরম পুরুষকে দর্শন করেন। ইত্যাদি—"আদ্যন্ত বিপর্য্যয়শ্চ" মহাভাষ্যের এই বচন হইতে আদি ও অন্ত্য অক্ষরের বিপর্য্যয় হেতু "পশ্যক" হইতে "কশ্যপ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই চরাচর ও সূক্ষ্ম সমস্ত জগতের বীজভূত যে দৃক্‌শক্তি চৈতন্য তিনিই কশ্যপ।

সেই চৈতন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পতিত হইয়া বিভিন্ন পদার্থ, জীব সৃষ্টি করিয়াছে। চৈতন্য এক। ক্ষেত্রের বিভিন্নতায় উৎপন্ন পদার্থ, বা জীবের বৈষম্য হইয়া থাকে। অদিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার ক্ষেত্রে, একই চৈতন্যের অধিষ্ঠানে বিভিন্ন, জীব উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা মনুষ্য গর্ভে উৎপন্ন হয় নাই। কশ্যপ ও মনুষ্য এবং অদিতি প্রভৃতি সামান্যা মানবী নহেন। অনেকে পুরাণ কার গণকে "কশ্যপ অদিতি হইতে মকর কুম্ভীর, সর্প প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে" বলিয়া উপহাস ও করিয়াছেন! বস্তুত শাস্ত্রে তাহা বর্ণিত হয় নাই!

চৈতন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সৃষ্টির চরম ফল মনুষ্যত্বে পরিণত হইয়াছে। সূক্ষ্ম, স্বর্লোক ও তদপেক্ষা স্থূল ভুবর্লোকের উপাদান আশ্রয় করিয়া ক্রমে স্থূলতম পৃথিবীর উপাদান গ্রহণ করিয়া ধাতু, প্রস্তর, বৃক্ষাদি তদনন্তর পশু পক্ষ্যাদি রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

বরাহ।

সেই সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে এই বর্ত্তমান স্থূল জগৎ প্রকাশিত হইতে বহুযুগ অতিবাহিত হইয়াছে এবং চৈতন্যের ও সূক্ষ্ম

উপাদান গ্রহণ করিতে সঙ্গে সঙ্গে বহুযুগ অতীত হইয়াছে, কিন্তু যে প্রণালীতে, জীব অতি সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় গোচর আকারে দৃষ্ট হইতেছে সেই প্রণালী এক্ষণেও অক্ষুণ্ণ ভাবেই জগতে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে প্রথম অবতরণ কালে জীব, স্থূল শরীর প্রাপ্ত হইতে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা অতি অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতি তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগুলি, জীবের পক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করিয়া থাকেন। দেহীর যাহা আবশ্যক, প্রকৃতি তাহা পূরণ করিয়া থাকেন। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীবে যাহা হইতেছে, সমষ্টিরূপে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে হইতেছে।

মনুষ্য জন্মের বিষয় যাহা ভাগবতে বর্ণিত আছে তাহা এই "জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ঈশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে জীব সেই কর্ম্ম বশতঃ দেহ ধারণ নিমিত্ত পুরুষের শুক্রবিন্দু অবলম্বন করিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, একরাত্রে কলল পঞ্চরাত্রে বুদ্বুদ, দশদিনে বদরীফল তুল্য কঠিন হয়, তদনন্তর পেশী অর্থাৎ মাংস-পিণ্ডের আকার বা অণ্ডাকার হয়।

এক মাস গত হইলে শিরোদেশ, মাস দ্বয়ে, হস্ত পদাদি বিভাগ চারিমাসে সপ্ত ধাতু ও পাঁচ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। ইত্যাদি "এই মাতৃগর্ভে অবস্থানের অল্প সময় মধ্যেই জীব, ভ্রূণ রূপে, ধাতব, উদ্ভিদ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। জরায়ুজ বলিলেই উক্ত কয়েক অবস্থা তাহার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, জানিতে হইবে। যে রূপ দেহ অবলম্বন করিয়া দেহী অবস্থান করে, তদনুরূপ, চৈতন্য শক্তি ও লাভ করিয়া থাকে। চৈতন্যের স্ফুরণ দেহের অনুযায়ী। যদিও চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ

কিন্তু যে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে তদনুরূপ চৈতন্য শক্তির স্ফুরণই তাহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। দেহের অল্প ব্যাপকতা ও অপূর্ণতাই তাহার কারণ।

জরায়ুজ সৃষ্টির ক্রম হইতে মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যে উন্নততর অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার সহিত মনোভাব প্রকাশের উপায় স্বরূপ বাক্য ও বাক্‌শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

প্রথমে জীব অপকৃষ্ট শরীর ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টতর শরীর ধারণ করিয়া মনুষ্য শরীরে তাহার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। মনুষ্য সৃষ্টিই, সৃষ্টির চরম ফল। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সৃষ্টা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্ম শক্ত্যা,
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈরতুষ্ট হৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়,
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।২৮।৯।১২।ভাগবত॥

পরম দেব, স্বীয় শক্তি মায়া দ্বারা নবদ্বারবিশিষ্ট নানা প্রকার পুরী ও বৃক্ষ, উরগ পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তঃকরণের পরিতোষ না হওয়াতে পরে, আত্মাবলোকন সমর্থ বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ শরীর নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ,
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ং, খলুসর্ব্বতঃ স্যাৎ।২৯।৯।১১॥

ধীর ব্যক্তি বহুজন্মের পর, পুরুষার্থ প্রাপক, অনিত্য এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশ্বাদি যোনিতে পতিত হইতে না হয় ও সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ হয় শীঘ্র এরূপ যত্ন করিবেন। পাঠক জানিবেন মনুষ্য দেহই সাধন দেহ।

নৃসিংহ।

চতুর্থ অবতার নৃসিংহ—নৃ—অর্থে চালক, পথপ্রদর্শক। হিংস ধাত্বর্থ—হিংসা করা যিনি চালক এবং হিংসা করেন তিনি নৃসিংহ। যিনি স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম বিষয় বিস্মৃত হইয়াছেন, অথচ যাহাকে চালাইয়া লইয়া যান! ইহার শ্রৌত প্রমাণ "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূঃ"।

প্রথম তিন অবতার সম্বন্ধে অন্যরূপে বুঝান যাইতে পারে। ভ্রূণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই। প্রথমে একরাত্রে তাহার কলল অর্থাৎ শুক্রশোণিতে মিশ্রণ হয়, পঞ্চরাত্রে বুদ্বুদ. দশ দিনে বদরী ফলের ন্যায় কঠিন তদনন্তর পেশী অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের আকার বা অণ্ডাকার ধারণ করে।

১। বুদ্বুদ ২। কলল অবস্থার পর ভ্রূণের প্রথম তাপের প্রভাবে বহিরাবরণ (Chorion) দৃষ্টগোচর হয়, যেমন গোলাকার লৌহকে উত্তাপ প্রদান করিলে, যখন লৌহপিণ্ড গলিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার বাহিরের লৌহই প্রথমে গলিতে আরম্ভ করে, সেইরূপ এই তৃতীয় অবস্থায় তাহার বাহিরে আবরণের ক্রিয়ার সূচনা আরম্ভ হইয়া থাকে, আত্মা সচ্চিদানন্দময় হইয়াও সত্ত্ব রজ ও তম ময় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। কোন বীজই ভূমি সংলগ্ন না হইলে কখন ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে না। ভূমি সংলগ্ন হইলে

বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়। মনই সংসার বৃক্ষের বীজ। সত্ত্ব রজ ও তম, এই ভূমিতে উপ্ত হইলে সূক্ষ্মভাবে, আত্মার সহিত মন অবতরণ করিয়া অরূপ জগৎ; রূপ জগৎ এবং ভুবর্লোকের ভিতর দিয়া স্থূল, দৃশ্যগোচর জগতে পতিত হইয়া, মৎস্য কূর্ম্ম এবং বরাহ অবতারের পর অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ পশুদেহ লাভ করিয়া, নর ও পশুর মধ্যে অবস্থায় উপনীত হয়। অন্তর ও বাহ্য দ্বিবিধভাবে এই কার্য্য আরম্ভ হইল, এই দ্বিবিধভাবের দুই শক্তিই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। অন্তররাজ্যের মধ্যে এই শক্তি লাভের পর, বাহ্য শক্তির বিকাশ আরম্ভ হইল। পরবর্ত্তী সপ্ত অবতারের মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবতারে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের প্রবেশ, তৎপরে সপ্তম অবতারে জড় ও চৈতন্য সমভাবে অবস্থানের পর ক্রমে অষ্টম, নবম ও দশম অবতারে জড়কে জয় করিয়া চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের প্রবেশ তমের কার্য্য। জড়কে পরাজয় করিয়া চৈতন্যের অভিব্যক্তি সত্ত্বগুণের কার্য্য এবং মধ্য অবস্থাই রজোগুণের কার্য্য। এইগুলি অন্যভাবে বুঝিতে হইলে, দেখিবে প্রথমে দেহ, তাহার পর প্রাণ তাহার পর কামনা, তাহার পর কামনা যুক্ত মন, তাহার পর শুদ্ধ মন, তাহার পর বুদ্ধি, এবং সর্ব্ব শেষ আত্মা। ভ্রূণতত্ত্ব মধ্যে যখন বাহ্য আবরণ স্বরূপ chorion বিনির্ম্মিত হইল, তখনই মধ্য বিন্দুস্থিত ভ্রূণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আবরক গুলি একটির পর অপরটি ক্রমে লাভ করিয়া সপ্তমাসে জীব সকল অঙ্গগুলি লাভ করে, ক্রমে অঙ্গ গুলির পূর্ণ পরিণতির জন্য দশমাস অতিক্রম করিয়া গর্ভ হইতে নিষ্ক্রামণ করিয়া থাকে।

এই (অবতারে) জীবের অন্তরে দুই শক্তির আবির্ভাব হয়

হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু = আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। ভ্রূণের মধ্যে কেন্দ্রশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবরণ শক্তির বিকাশ ও chorion উদ্ভবের পর হইতে দেখা দেয়। প্রথম তিন অবতারে ঐতিহাসিক ভাবে মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহের পর দুই শক্তির বিকাশের প্রতীক রূপে উভয় শক্তিকে সংহার করিয়া তাহাকে আয়ত্ব করিয়া উভয় শক্তির পরিণতির ফলস্বরূপ সর্ব্বত্র, এমন কি স্থূল স্তম্ভ ও যে তাঁহার আবির্ভাব স্থান, তাহা ও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যিনি চালক ও হিংসা করেন তিনি নরসিংহ। এই হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ আত্মা স্বরূপ, অন্তরে প্রকটীভূত হন· কিন্তু বাহিরে এই আত্মানন্দ প্রকাশের আবরণ স্বরূপ দেহ, প্রাদুর্ভূত হইয়া এই অন্তরের বিষয় উপলব্ধি করিতে বাধা প্রদান করে। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের এই দুই অবস্থা লাভের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বামন।

তাহার পর ক্ষুদ্রকায় বামনের অবতার। ক্ষেত্রজ্ঞ যখন অবরোহণ করিয়া প্রকৃতির স্থূলরাজ্যে উপনীত হয়, তখন এই চতুর্থ অবস্থার পর পর তিনটি আবরণ গ্রহণ করিয়া সপ্তমে পূর্ণ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্বর্গরাজ্যে দুইটি বিভাগ, একটি রূপ ও অপরটি অরূপ। আমরা ভাবনা দ্বারা আমাদের ভবিষ্য জীবনের উপযোগী দেহ রচনা করিয়া থাকি। শুভ ভাবনা দ্বারা আমাদের স্বর্গ রাজ্যের উপযোগী ক্রতু (উপাদান) নির্ম্মাণ করি! নিষ্কাম ভাবে এবং পরার্থ পরায়ণতা-প্রসূত যে ভাবনা তাহার দ্বারা আমাদের স্বর্গরাজ্যের অরূপ দেহ গঠিত হয়,তাহাকেই দর্শনশাস্ত্রে "প্রত্যয়" বলে। সেইরূপ স্বার্থভাবে

অহংকার প্রসূত ভাবে, অসুরভাবে কার্য্য করিলে, তাহার দ্বারা স্বর্গরাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতে হয়। বলি—প্রহ্লাদ পৌত্র বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছেন। তাহা সম্পন্ন করিয়া ত্রিলোকের যে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান, তাহার সে ভাব দূর করিবার জন্য, বামনরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপাদ ভূমিচ্ছলে, স্বর্গাদিরাজ্য গ্রহণ করেন।

ইন্দ্র, বলিরাজার পরাক্রমে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। বিরোচন পুত্র বিশ্বজিৎ যজ্ঞ দ্বারা এই কার্য্যে সফলতা লাভ করেন। তাঁহার গুরুদেব, শুক্র তাঁহাকে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধন করিতে উপদেশ দেন। ভৃগু ও অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের সাহায্যে তিনি ইন্দ্রকে জয় করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার রাজত্ব হইতে দূরীভূত করেন। ইতি মধ্যে দেবমাতা অদিতি, দেবগণের দুর্দশা দর্শন করিয়া, স্বামী কশ্যপকে, দেবগণের দুর্দশা মোচন এবং বলিকে দমন করিবার জন্য এক পুত্র প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু, তাঁহার গর্ভে বামন রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অন্য নাম ত্রিবিক্রম। বামন, বলি যে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে, যেখানে যজ্ঞ করিতেছিলেন তথায় যাইয়া ত্রিপদ ভূমি যাচ্‌ঞা করেন। বলি সম্মত হন, তাঁহার গুরু, শুক্র তাঁহাকে নিষেধ করেন। শুক্র, শিষ্যকে বামনের উদ্দেশ্য জানিয়া, তাহা বলিকে প্রকাশ করেন। বলি তাহাতেও নিরস্ত হন নাই! তৎপরে বামনদেব ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করেন এক পাদে সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পাদে স্বর্গলোক গ্রহণ করেন, তৃতীয় পাদ স্থাপনের আর স্থান নাই। বলি তাঁহার নিজের মস্তকে স্থাপন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন।

বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী ও প্রহ্লাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বলির

ভক্তির ফলে সুতলে বলিকে স্থাপন করিলেন, সুতল সামান্য স্থান নহে, তথায় যে সকল ব্যক্তি বসতি করে, তাহাদের আধি ব্যাধি, ক্লান্তি তন্দ্রা, পরাভব অথবা কোন প্রকার উপসর্গ নাই।

ভগবান বলিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার অর্থ, অপহরণ করিয়া থাকি, কারণ অর্থ দ্বারা মত্ততা জন্মে তাহাতে অনম্র হইয়া সকল লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে, অতএব মদস্তম্ভ হেতু অর্থ সকলের অপহরণই, অনুগ্রহ। পুরুষ যদ্যপি, জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও ধনাদি বেষ্টিত হইয়াও তাহার মত্ততা না হয় তাহাই আমার মহান্ অনুগ্রহ। এই বলী দৈত্যগণের অগ্রণী ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন, এই ব্যক্তি দুর্জয়া মায়া জয় করিয়াছে, এ কারণ অবসন্ন হইয়াও মুগ্ধ হইতেছে না। এ নির্ধন, স্থানচ্যুত এবং শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর ইহার জ্ঞাতিরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার যাতনা দিয়াছে। অধিকন্তু ইহার গুরু শুক্রাচার্য্য ইহাকে কত ভৎসনা করিয়াছে, কত শাপ দিয়াছে তথাচ এব্যক্তি আপনার সত্য; পরিত্যাগ করে নাই, এঃব্যক্তি অতিশয় ভক্তিমান ও সত্যবাদী। এই নিষ্ঠা নিমিত্ত, আমি ইহাকে দেবতাগণের ও দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিতেছি।

ভগবান আরও বলিলেন "আমি তোমাকে অনুচরসহ সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিব। তুমি আমাকে সর্ব্বদা সেই স্থানে সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। সেখানে যে অসুর ভাব জন্মিবে আমার অনুভাব অবলোকনে তাহা সদ্যই কুণ্ঠ হইয়া বিনষ্ট হইবে। এবং পরবর্ত্তী সাবর্ণি মন্বন্তরে তুমি পুনরায় ইন্দ্র হইবে।

বামন অবতারের মুল যাহা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তাহা এই—

অতো দেবাঃ অবন্তু নো যতো বিষ্ণু র্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ।১৬।২২।১মণ্ডল।

ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে। ১৭।
ত্রীণি পদাবিচক্রমে বিষ্ণু র্গোপাঃ অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্। ১৮।
বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্য সখা। ১৯।
তদ্বিষ্ণো র্পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। ২০।
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ২১।

বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬ বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল। বিষ্ণু রক্ষক তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্মসমুদায় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদায় অনুষ্ঠান করেন সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর,—বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা। আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন। স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

নিরুক্তকার যাস্ক এই ঋক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন ; বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি। যতঃ তত্র তাবৎ। "পৃথিব্যাং, অন্তরিক্ষে, দিবি" ইতি শাকপূণিঃ।

পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা "পৃথিব্যাং" যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্ বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি "অন্তরিক্ষে" বৈদ্যুতাত্মনা "দিবি" সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং "তম্ উ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কম্।" "বিষ্ণুই আদিত্য, কারণ তিন প্রকার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। কোথায় তিনি এই করিয়াছিলেন? পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গে! শাকপুণি ইহা বলিয়াছেন। পার্থিব অগ্নি হইয়া তিনি পৃথিবীতে অতি অল্প ভাবে অবস্থান করেন। অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ হইয়া এবং স্বর্গে সূর্য্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই জন্য উক্ত হইয়াছে, "তাঁহারা তাঁহাকে ত্রিবিধ রূপে অবস্থিত করিয়াছেন।"

"সমূল্হ মস্য পাংসুরে" অস্মিন্ "প্যায়নে" এতস্মিন্ "অন্তরিক্ষে" সর্ব্বভূত বৃদ্ধি হেতৌ যন্মধ্যন্দিনং "পদম্" বিদ্যুদাখ্যম্, তৎ "সমূল্হম্" অন্তাহিতং "ন" নিত্যং দৃশ্যতে। যেমন ধূলিযুক্ত প্রদেশে পদবিক্ষেপ করিলে, পুনরায় পদ উত্তোলন করিলে ধূলি দ্বারা আকীর্ণ হেতু যেমন সেই পদ চিহ্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, এইরূপ ইহার মধ্যম বিদ্যুদাত্মক পদ, আবির্ভাব সমকাল পর্য্যন্ত, দেখিতে পাওয়া যায় অবস্থিতি করেনা, সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

অধ্যাত্ম ভাবে ইহার অর্থ এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ; প্রাচীন ধর্ম্ম সংপ্রদায় মধ্যে বেদের এই ভাবের ঋকের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু ব্যাপন শীল। যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। বিষ্ণু পুরুষ। প্রকৃতিতে তাঁহার যে অবতরণ, তাহাই পরিক্রমণ। প্রথম. (জীব রূপে) "মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

সেই ভগবদংশ, জীবরূপে প্রথম অবতরণ আত্মারূপে। দ্বিতীয়, মন রূপে,। মনের মধ্যে তাঁহার যে বিকাশ বা অবতরণ, মন তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে, মনে তাঁহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়—মনই সাধন রূপে, তাহার যে আংশিক গ্রহণ করিতে পারে—তাহাই তাঁহার দ্বিতীয় পদক্ষেপ, এই মনোময় জগতে তিনি মনোময়, জীবরূপের অন্তরে আবির্ভূত হন, ইহাই তাহার দ্বিতীয় পদক্ষেপ, তদনন্তর, মনোময় জগৎ সৃষ্ট হইলেও তাহাতে তিনি, সন্তুষ্ট না হইয়া স্থূলতম, জগৎরূপে পরিণত হইলেন, ইহাই তাঁহার তৃতীয় পদক্ষেপ। এই তিন পদক্ষেপের তাঁহার সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, "জগদেব হরিঃ হরিরেব জগৎ, জগতো হরিতো ভিন্ন নহি"। জগৎই হরি, এবং হরিই জগৎ, হরি এবং জগৎ ভিন্ন নহে। যিনি, জগৎ দেখিয়া তাহার কর্ত্তা বলিয়া ভগবানকে দেখেন, তিনি ভগবানের এক অংশ দর্শন করেন। যিনি মনোময় জগতে, সকল প্রকার মনোময় বৃত্তির মূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই মানসিক জগতের সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শনই দ্বিতীয় পাদক্ষেপ দর্শন, তদনন্তর সর্ব্বশেষে আত্মারূপে সর্ব্বভূতের মধ্যে তাঁহার দর্শনই, আত্ম বা পরমাত্ম দর্শন।

পরশুরাম।

কামাবস্থায়—অর্থাৎ কামমনস্তত্ত্বে, আত্মা, ইচ্ছা করে যে ইন্দ্রিয় পাশ হইতে মুক্ত হই। এই অবস্থায়, উচ্চ প্রকৃতির সহিত নিম্ন প্রকৃতির সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় কামনার বুদ্ধির সহিত সংগ্রাম ও চলিতে থাকে! ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিশারদ; ক্রমে সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল এবং জগতের সমূহ ক্ষতি করিতে লাগিল। বিষ্ণু সেইজন্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম

গ্রহণ করিয়া কামনা যতদূর মনুষ্যকে নিজের শেষ সীমায় লইয়া যাইতে পারে, তাহার একটি ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া' সেই সীমার ভূমি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। যদ্যপি উচ্চভূমি হইতে নিম্ন স্তরের প্রাদুর্ভাবের শক্তিকে প্রশমন করিবার জন্য, উচ্চতর শক্তি না আইসে, তাহা হইলে নিম্নতর শক্তির বিকাশ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উচ্চ শক্তির অস্তিত্ব লোপ করিয়া ফেলে (পরশু = কুঠার। রাম = রা ধাতু আনন্দ দাতা) ইন্দ্রিয়ের বাসনায় প্ররোচনায় অন্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে জীব যদ্যপি অন্তরে তাহার সংহার করিবার জন্য কুঠার উত্তোলন না করেন, তাহা হইলে জীবের আধ্যাত্মিক শক্তি আর বিকাশ হইবার উপায় থাকে না! সেইজন্য এই তত্ত্ব, আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ যখন কামনার আবরণে আবৃত। সেই কামনাময় দেহ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন! ক্ষত্রিয়গণ, সংখ্যায় অসংখ্য ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল! ঋষি দত্তাত্রেয় কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া কিছু যোগবল লাভ করিয়া সাধারণ ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ক্রমে জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করিতে লজ্জা বোধ করিল না। এই ঋষি জমদগ্নি, তাঁহাকে অতিথি বোধে সৎকার করিয়াছিলেন তাঁহার সমুচিত প্রত্যুপকার করিলেন !!!

জমদগ্নি তনয় ইহা অবগত হইয়া, কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে নিহত করেন। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ, পরশুরামের অনুপস্থিতি সময়ে জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। এই ব্যবহারে পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেন, আমি পৃথিবী হইতে ক্ষত্রিয় কুল নির্ব্বংশ করিব। এই প্রতিজ্ঞা তিনি বিশেষ ভাবে পালন করেন এবং একবিংশতি বার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করেন।

গাধি ঋষির সত্যবতী নামে এক কন্যা হয়, ঋচীক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঋচীকের নিকট, ঋচীকের পত্নী ও শ্বশ্রূ, পুত্রকামনা করিয়া যথাবিধি চরু করিতে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে, তিনি পত্নীর নিমিত্ত ব্রহ্মমন্ত্রে ও শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষত্র মন্ত্রে চরু পাক করিয়া স্নান করিতে গেলেন। এই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন, ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার সমধিক স্নেহ হইয়া থাকে, জামাতা আমার কন্যার জন্য যে চরু পাক করিয়া গেলেন, তাহা অবশ্য আমার নিমিত্ত প্রাপিত চরু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। অতএব আপনি কন্যার নিকট ঐ চরু প্রার্থনা করিলেন। সত্যবতী মাতার যাচ্ঞায় ব্রাহ্ম মন্ত্রাভিমন্ত্রিত স্বীয় চরু তাঁহাকে প্রদান করিয়া আপনি ক্ষত্রমন্ত্রাভি-মন্ত্রিত জননীর চরু ভোজন করিলেন।

পরে পত্নীর নিকট এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ঋচীক বলিলেন "গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে" তাহাতে পত্নী ভীতা হইয়া পতিকে প্রসন্ন হইতে বলিলেন। ঋচীক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমার পৌত্র ভয়ানক হইবে।

তাহার পর সত্যবতীর জমদগ্নি নামে তনয় হইল। জমদগ্নি রেণুকাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। আর গাধির পত্নীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। পরশুরাম একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেন, কার্ত্তবীর্য্য তাহার কারণ, অর্জ্জুন = নর; কার্ত্ত = বীর্য। কাম বিষয়ে মানবের যে বীর্য্য তাহার মূর্ত্তি কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুন। এই কাম ধ্বংস করিবার জন্য কাম ক্রোধমোহাদির বিরুদ্ধে একুশ বার যুদ্ধের পর আত্মার উদ্বুদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত হয়। সহস্র প্রকারে কামের প্রকাশ, এই জন্য কার্ত্তবীর্য্য সহস্র বাহু।

বিশ্বামিত্র ও জামদগ্নি উভয়েই ঋষি, উভয়ের কার্য্য কি, বৃহদারণ্যক বলিতেছেন।

অর্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ।—২। ৩, ৪,

ইমাবেব গৌতম ভরদ্বাজাবয়মেব গৌতমোঽয়ং ভরদ্বাজ, ইমাবেব বিশ্বামিত্র জমদগ্নী, অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরিমাবেব, বশিষ্ঠ কশ্যপাবয়মেব বশিষ্টোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি সর্ব্বস্যাত্তা ভবতি সর্ব্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ।

"অর্ব্বাগ্ বিল ও উর্দ্ধবুধ্ন চমস। এই অর্ব্বাগ্ বিল অধোভাগে গর্ত্তবিশিষ্ট, এবং উর্দ্ধবুধ্ন অর্থাৎ উপরের দিকে বর্ত্তুলাকার চমসটি কি? উত্তর, এই মস্তক হইতেছে সেই চমস, কারণ মস্তকটি স্বভাবতই চমসের সদৃশ; কি প্রকারে? যে হেতু, মুখটি গর্ত্তাকার বলিয়া ইহা অর্ব্বাগ্ বিল এবং মস্তকটি বুধ্নাকার (বর্ত্তুলাকার) বলিয়া উর্দ্ধ্বুধ্নও বটে। চমসে যেমন সোম থাকে তেমনি এই মস্তকে ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ নানাবিধ রূপ নিহিত, অবস্থিত আছে। "তাহার তীরে সপ্ত ঋষি অবস্থান করেন" ইহার অর্থ স্পন্দন শীল প্রাণই এখানে ঋষিপদ বাচ্য। এই কর্ণ দুইটিই গোতম ও ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে এই দক্ষিণ কর্ণই গোতম আর বাম কর্ণই ভরদ্বাজ, অথবা ইহার বিপরীত ভাবে ও ধরা যাইতে পারে অর্থাৎ বামকর্ণ ও গোতম হইতে পারে এবং দক্ষিণ কর্ণ ও ভরদ্বাজ কল্পিত হইতে পারে; সেইরূপ চক্ষুদ্বয় বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি তন্মধ্যে দক্ষিণ চক্ষু বিশ্বামিত্র আর বাম চক্ষু জমদগ্নি। নাসিকাদ্বয় বশিষ্ঠ ও কশ্যপ। তন্মধ্যে দক্ষিণ নাসাপুট বশিষ্ঠ আর বাম নাসাপুট কশ্যপ।

আর বাগিন্দ্রিয় হইতেছে অত্রি ঋষি। কারণ লোকে বাক্যের সাহায্যেই অন্নভোগ করিয়া থাকে। এই যে অত্রি নাম ইহা বস্তুতঃ "অত্তি" নামেরই রূপান্তর মাত্র। যিনি এইরূপে ঋষিতত্ত্ব জানেন তিনি সর্ব্ববিধ অন্ন ভোগের অধিকারী হন, সমস্তই তাঁহার অন্ন হয়।

অদন, ভক্ষণ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বাগিন্দ্রিয়ই ইহাদের সপ্তম ঋষি। অত্রি এক জন ঋষি, অদন কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার "অত্তি" নাম প্রসিদ্ধ; প্রকৃত নাম "অত্তি" হইতে ও "অত্রি" শব্দ প্রকারান্তরে, তাঁহার সেই নামই অভিহিত হইয়াছে।

এই "অত্রি" নামের প্রকৃতার্থ বিজ্ঞানের ফল এই যে বিজ্ঞাতা, এই সর্ব্ব প্রকার প্রাণাত্মক অন্নের ভোক্তা হন, সমস্তই ইহার অন্ন (ভোগ্য) হয়। ইহা দ্বারা বলা হইল, যে পরলোকে সে কেবল ভোক্তাই হয়, কিন্তু অপর কেহ তাহাকে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি যথোক্ত প্রকার প্রাণ তত্ত্ব জানেন, তিনি এই রূপে দেহস্থ প্রাণভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং আধান স্বরূপ দেহে ও প্রত্যাধান রূপ শিরে অবস্থিতি করত কেবল ভোক্তাই হন, কিন্তু অপরের ভোজ্য হন না অর্থাৎ তাঁহার ভোজ্যভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। এখানে চক্ষু, শুদ্ধমন ও বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। বিশ্বামিত্র বুদ্ধি তত্ত্ব এবং জমদগ্নি শুদ্ধ মন॥ এই জমদগ্নি, শুদ্ধ মনের পুত্র, জামদগ্নি পরশুরাম। ইহাই এই অবতারের তত্ত্ব।

শ্রীরামচন্দ্র।

অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র হইয়া ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। জগতে কি প্রকার আচার অনুষ্ঠান দ্বারা, পুত্রের, স্বামীর,

রাজার, জ্যেষ্ঠের, ও সাধারণ জীবের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় তাহা শ্রীরাম চন্দ্র অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। "রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ" প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির জন্য, তাহাদের পালনের জন্যই যে রাজা নামের সার্থকতা হইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকে জানাইয়া দেয় যে "আমরা রাম রাজত্বে বাস করিতেছি"। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কিরূপ আচরণ করিতে হয়, স্বামীর স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য অনুজ ভ্রাতা গণের প্রতি কি কর্ত্তব্য এবং সাধারণের প্রতি প্রত্যেক লোকের কি কর্ত্তব্য; তাহা শ্রীরামচন্দ্র নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহলোকে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ ইহা হইতে আর উচ্চ হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে একটি মাত্র শ্লোকে শ্রীরাম চন্দ্রের জীবনী বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই।

গুর্ব্বর্থে ত্যক্ত রাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্ম পদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিত পথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।
বৈরূপ্যাৎ শূর্পণখ্যাঃ প্রিয় বিরহ রুষা রোপিতভ্রূবিজৃম্ভঃ,
ত্রস্তাব্ধিবদ্ধসেতু খলদবদহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতাৎনঃ।৯।১০।৪

যিনি পিতৃসত্য পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন প্রিয়ার হস্তদ্বারা ও যাহা স্পর্শ করিতে ক্ষমতা ছিল না, তাদৃশ পদ্মবৎ সুকুমার পদদ্বয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বানরেন্দ্র হনুমান অথবা সুগ্রীব এবং অনুজ লক্ষণ যাঁহার পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া দিতেন, সূর্পনখার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া বৈরূপ্য করাতে সে রাবণের নিকট গিয়া শোক দর্শাইলে, রাবণ আসিয়া যাঁহার প্রেয়সী সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, প্রিয়াবিরহ জন্য

রোষে যদীয় ভ্রুকুটিতে সমুদ্র সন্ত্রস্ত হয়, অনন্তর তাঁহার বিজ্ঞাপনে যিনি সেতু বন্ধন করিয়া রাবণাদি খলগণরূপ গহনের দাবানলরূপ হন সেই কৌশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন।

আমরা রামায়ণ হইতে দুই একটি স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, বনবাসের পূর্ব্বে কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন—"সত্যই প্রণব স্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্য ব্যবহার দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যই অক্ষয় বেদ সকল এবং সত্য দ্বারাই পরম পদ লাভ করা যায়। যদি তোমার ধর্ম্মে আস্থা থাকে, তবে তুমি সত্য ব্যবহারী হও।"

ইহাও সেই সনাতন বৈদিক সত্য!

যখন দশরথ নিদ্রিত তখন সমুদ্র তাহাকে নিম্নলিখিত বাক্যে উদ্বোধিত করিতেছেন "যথা যে রূপ চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীস্থ সমুদায় লোককে উদ্বোধিত করেন সেইরূপ অদ্য আমি আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। হে মহারাজ! যেরূপ সূর্য্য মেরু হইতে উত্থিত হইয়া বিরাজমান হন, সেইরূপ আপনি শয্যা হইতে উত্থিত হউন। হে কাকুৎস্থ! মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন"। ইহার দ্বারা সেই সনাতন বৈদিক ভাব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বিদ্বান্মনোরঞ্জনীকার সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

"বিদ্যাসীতা বিয়োগ ক্ষুভিত নিজ সুখঃ শোকমোহাভিপন্নঃ,
চেতঃ সৌমিত্রি মিত্রো ভব গহন গতঃ শাস্ত্রসুগ্রীব সখাঃ।
হত্বাস্তে দৈন্যবালিং মদন জলধিখৌ ধৈর্য্য সেতুং প্রবধ্য,
প্রধ্বস্তাবোধ রক্ষ পতিরধিগতশ্চিজ্জানকীস্বাত্মরামঃ।

আত্মাই রাম, তিনি বিদ্যাসীতা বিয়োগে কুণ্ঠিত হইয়া এবং সুখ লাভে বঞ্চিত হইয়া শোক মোহে অবসন্ন হন, চিত্ত রূপ সুহৃদ লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার রূপ গহন বনে আগমন করিয়া, শাস্ত্র সুগ্রীবের সখ্যতা লাভ করিয়া, দৈন্য রূপ বালিকে বধ করেন, তদনন্তর কাম সাগরকে ধৈর্য্যরূপ সেতু দ্বারা বন্ধন করিয়া, অজ্ঞানরূপ যে রাবণ, তাহাকে বিনাশ করিয়া চৈতন্য রূপিনী সীতাকে লাভ করিয়া ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ।

দশম অবতার শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ণ অবতার। এই জন্য ইঁহাকে অবতারী বলে। পৃথিবী যখন দৈত্যভারে আক্রান্ত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করে। ব্রহ্মা দেবগণ সহ ক্ষীরোদ সমুদ্রে গমন করিয়া সমাহিতচিত্তে বেদোক্ত পুরুষ সূক্ত দ্বারা দেব দেব পরম পুরুষ জগন্নাথের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন "ধরণীর যে সন্তাপ হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই পরম পুরুষ ভগবান বিদিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের ঈশ্বর সেই হরি, স্বীয়কাল শক্তি দ্বারা ধরার ভার হরণ করত যাবৎ ভূতলে বিহার করেন, তাবৎকাল তোমরা নিজ নিজ অংশে অবনীতে জন্ম গ্রহণ কর। ইহার পর পূর্ব্বজন্মে তপস্যায় সিদ্ধ, বসুদেব দেবকীকে অবলম্বন করিয়া ভগবান বাসুদেব আবির্ভূত হইলেন। পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, (কালীয়নিগ্রহ) প্রভৃতি বধ, অন্নভিক্ষা, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা অরিষ্ঠ কেশীহত্যা প্রভৃতি লীলা বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হয়। মথুরায় চাণুর মুষ্টিক ও কংশ বধ

ও কুব্জা উদ্ধার, উগ্রসেনকে রাজপদে অভিষেক করিয়া জরা-সন্ধ্যাদির অত্যাচারে সমুদ্রতীরে দ্বারকায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়া রুক্মিণ্যাদির সহিত বিবাহ দ্বারা যদুবংশের বিস্তার করিয়া পাণ্ডব ও শাম্বতকুলের বিপদুদ্ধার করিয়া আদর্শ জীবন দেখাইয়া নরলীলা সংবরণ করেন।

কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তি লইয়া মহাভারতে যে বর্ণনা আছে তাহা এই।

কৃষি র্ভূ র্বাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

কৃষ ও মূর্দ্ধন্য ণ, এই উভয় মিলিত হইয়া কৃষ্ণ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

কৃষ শব্দের অর্থ ভূ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং মূর্দ্ধন্য ণ এর অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ, অতএব কৃষ ও মূর্দ্ধণ্য ণএর মিলনের অর্থ অস্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলন। মূর্দ্ধন্য ণএর ঐ রূপ পারিভাষিক অর্থ ভিন্ন উহার জ্ঞানার্থ বা চৈতন্যার্থ, ও অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং অস্তিত্ব, চৈতন্য ও পরমানন্দের মিলনের নামই "কৃষ্ণ" অর্থাৎ যে বস্তুতে চৈতন্য ও পরমানন্দের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই সেই বস্তুই কৃষ্ণ। শ্রুতিতে সৎ চিৎ ও আনন্দই পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কৃষ্ণ নামক বস্তু সৎ,চিৎ, ও আনন্দস্বরূপ অতএব শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু; "শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত"। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "সকল দেহির আত্মাই প্রিয়তম, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জান, তিনি জগতের হিতার্থ মায়া দ্বারা এখানে দেহির

ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ যে সকল পুরুষ সর্ব্ব জগতের কারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই ৫৪। যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ কারণেতেই অবস্থিত হয়, সেই কারণের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষের কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত বস্তু কি নিরূপণ কর।৫৫।১৪ দশম

(১) যশোদা যখন, শ্রীকৃষ্ণের উপর কোপ করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করেন, সেই সময়ে, ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা করিতেছেন তাহাতে তিনি যে অনন্ত, তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে "যথা"

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ।১৩
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥১৪।

যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব, নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব, পর, ও অন্তর, বাহির ও আপনি জগতের স্বরূপ, মানব লীলা কারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে, আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।

কালিয় দমন।

গরুড়ের সহিত স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কালিয় নাগের বিরোধ হয়। কালিয়, কালিন্দীর মধ্যে যে হ্রদ ছিল তাহাতে বাস করিত। কালিয়ের বিষাগ্নি দ্বারা, সেই হ্রদের জল, পাক হইয়া সর্ব্বদা

ফুটিত। অতএব তাহার উপর দিয়া পক্ষী প্রভৃতি খেচরগণ গমন করিলে তন্মধ্যে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইত। অপর তাহার তীর দিয়া, যে সকল স্থাবর অথবা জঙ্গম প্রাণী গমনাগমন করিত তাহারাও বিষজলের তরঙ্গস্পর্শী এবং দুষ্ট বারির কণবাহি বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণ ঐ খলকে দমন করিবার জন্য যে একমাত্র অমৃত-স্পর্শ-জীবিত কদম্ববৃক্ষ উক্ত কালিয় হ্রদে জীবিত ছিল, উক্ত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ঐ বিষজলের উপর লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন, কালিয় সেই শব্দে বহির্গত হইয়াই রোষ বশতঃ তাঁহার মর্ম্ম স্থানে দংশন করিল এবং আপনার শরীরভাগে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শাসন করিবার জন্য তাহার চতুর্দ্দিকে, ভ্রমণ করিলেন এবং তাহার সামর্থ নষ্ট করিয়া, উন্নত স্কন্ধ অবনত করিয়া তদীয় বিস্তীর্ণ মস্তকে আরোহণ করিলেন। ভগবান্ হরি নৃত্যচ্ছলে চরণ পাত দ্বারা, সে মস্তক মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সেই ভুজঙ্গ মুখ ও নাসিকা বিবর দ্বারা শোনিত বমন করিয়া পরম মোহ প্রাপ্ত হইল। তাহার পত্নীগণ স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলেন "আপনি কাল স্বরূপ, কাল শক্তির আশ্রয় এবং কালাবয়ব, সকলের অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী, বিশ্বরূপ বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা, এবং বিশ্বের সর্ব্বকারণ আপনাকে নমস্কার"। ইত্যাদি স্তবের পর, কালিয় ও নিজের খল স্বভাবের প্রশমনের জন্য স্তব করার পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কালিয়! এ স্থান হইতে সমুদ্রে গমন কর, গরুড় অতঃপর তোমাকে আর ভক্ষণ করিবে না। বিশেষতঃ তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন রহিল, ইহাতেও তোমার নিকট গরুড়াগমন সম্ভাবনা নাই।"

ইহার মর্ম্ম এই কালির কাল স্বরূপ। কাল, আমাদের আয়ুঃকাল ভগবদ্‌বিমুখ—চিদ্ বিমুখ হইলে, কেবল মাত্র সর্পের ন্যায় বিষ উদ্‌গার করিয়া থাকে, বৃথা সময় অপব্যবহার করিলে, সে সময় আর পুনরায় আয়ুকালের মধ্যে আমার নষ্ট হইয়া গেল তাহার বিনিময়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করিলে তাহা আর পাওয়া যাইবে না! এই সূর্য্য সেই কালরূপ বিধাতার, পরিমাতা, ইহার দ্বারাই কাল নিয়মিত হইতেছে। কালই জগৎকে সংযম, করিতেছে। যমই তাহার পুত্র, যমুনা কন্যা। সেই যমুনায় কালিয় বাস করিয়া বিষের দ্বারা সকলকে জারিত করিতেছে সেই কালকে ভগবচ্চরণ চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিলে সে কালরূপী কালিয় আর আমাদের কোন অমঙ্গল করিবে না, বরং ভগবদ-নুকূল কার্য্যের সহায়তা করিবে। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যথা—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তেযৎ ক্ষণো নীতঃ উত্তম শ্লোক বার্ত্তয়া॥"

এই সূর্য্যদেব ইনি, উদয় এবং অস্ত গমন করিয়া পুরুষের আয়ু-হরণ করিয়া থাকেন কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ বার্ত্তা মাত্র লইয়া কাল অতিবাহিত করেন, তাহার আয়ু আর হরণ করিতে পারেন না। কালের একেবারে বিনাশ নাই, কাল, অনাদি ও অনন্ত, এই জন্য, অঘাসুর, বৎসাসুর কেশী প্রভৃতি অসুর ও অনিষ্ট কারীদের ভগবান বিনাশ করিলেন কিন্তু কালিয়কে বিনাশ করেন নাই। কালিয়ের রূপ বর্ণনায় আছে, তাহার শত ফণা। মনুষ্যের সাধারণতঃ শত বৎসর পরমায়ু তাহা লক্ষ্য করিয়া, শত সংখ্যক প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই কালকে ভগবান তাহার নিত্য বাসস্থান বৃন্দাবন হইতে দুরী-ভূত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন কালের অধীন নহে। ভক্ত ও কালের

অধীন নহে। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন "ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

" নির্গুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলে আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্মত্ব লাভ করে, এবং তাহা লাভ করিলে আর সৃষ্টি সময়ে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন না এবং প্রলয়ে তাঁহাদের কোন ব্যথা বোধ করেন না।

কালিয় সমুদ্রে বাস করিতে লাগিল, সমুদ্র অনন্ত নামে খ্যাত। সেই অনন্তে কাল স্বরূপ কালিয়ের বাস এখন ও বাস করিতেছে।

কৃষ্ণ ভক্ত বা ভগবৎ ভক্ত নিত্য কাল স্থায়ী, ভগবান নিত্য কাল স্থায়ী সুতরাং তাঁহার ভক্ত ও নিত্যকাল স্থায়ী। ভক্তের জন্যই ভগবান। ভক্ত আছেন বলিয়া ভগবান ও নিত্য কাল আছেন, কালের সে স্থানে প্রবেশ অধিকার নাই।

বস্ত্রহরণ।

লৌকিক দৃষ্টিতে, বস্ত্রহরণ, রাস, কুব্জা উদ্ধার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ লীলার, কলঙ্ক বলিয়া খ্যাত। বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মুক্তিলাভের অন্তরায় স্বরূপ জীবের সংস্কার রূপ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি আটটি, বিরুদ্ধ ভাব আছে, তাহার দ্বারা জীব বদ্ধ রহিয়াছে, মুক্ত হইতে পারিতেছে না, সেই অষ্ট পাশের মধ্যে লজ্জা একটি প্রধান পাশ, ইহার দ্বারাই আমরা বিশেষ ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। সেই পাশ ছেদনের জন্য বস্ত্রহরণ লীলায় অবতারণা। শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের "অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন"। যমুনায় কাত্যায়ণী ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের স্নানের সময় বস্ত্রহরণ করিয়া তাহাদের পরীক্ষা করেন। ভগবানকে

পতিরূপে পাইবার জন্য তাহাদের ব্রত। জগৎ পতিকে তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া পুজা করিতেছিলেন—

গোপীগণ ভাবিলেন যে হেতু মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর অন্তর্য্যামীও সর্ব্ব নিয়ন্তা। তাঁহার পূতনা ঘাতন,বকাসুর ও প্রলম্ব বধ কার্য্যে ঐ ঋষি বাক্যের সত্যতা প্রতীত হইতেছে অতএব অন্তর্য্যামী কৃষ্ণের নিকট লজ্জা করিব কেন? এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রজবালাগণ ভক্তি ভরে আত্মবিস্মৃত হইয়া আনন্দিত মনে তীরে উত্থিত হইলেন— অনন্তর কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া ভক্তি অসি দ্বারা লজ্জা বসন ছেদন পূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ পাদস্পর্শ কামনায় ধৃত ব্রতা সেই সকল অবলার মানস অবগত হইয়া ভগবান দামোদর সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে সাধ্বীগণ! তোমরা আমার অর্চ্চনা কর, তোমাদের যাহা মনোরথ, লজ্জা প্রযুক্ত তাহা বিজ্ঞাপন না করিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাদের সেই মনোরথ আমি অনুমোদন করিয়া লইলাম, তাহা সত্য হইবার যোগ্য। হে সুন্দরীগণ! যে সকল ব্যক্তির চিত্ত আমাতে আবেশিত হয়, তাহাদের কামনা বিষয় ভোগার্থ কল্পিত হয় না কারণ যবাদি বীজ ভর্জ্জিত ও পক্ক হইলে তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না।

"শ্রুতি বলিয়াছেন" ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইলেই জীবের ভয় অর্থাৎ সংসার বন্ধন হয়, যতক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞান থাকে ততক্ষণ লজ্জাও থাকে, সুতরাং বস্ত্রাবরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় জ্ঞান দূর হইলে অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হইলে, আর আবরণের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য শুকদেব, সনকাদি, ঋষি ও অবধূত

ভরত উলঙ্গ ছিলেন। কারণ তাঁহাদের দ্বিতীয় জ্ঞান ছিল না, লজ্জাও ছিলনা, সুতরাং বস্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ঐ শ্রুত্যুক্ত পরম অদ্বয় জ্ঞান উপদেশ দিবার নিমিত্তই গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন।"শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত"।

রাসলীলা।

বস্ত্রহরণ (সংস্কারত্যাগ) দ্বারা ভক্ত উপযুক্ত হইলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগের অধিকারী হয়। বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার ও আসক্তিত্যাগ করিলে তাহার পর, অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়; তখন স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়, স্বরূপ সাক্ষাতের পর স্বরূপ আনন্দ অনুভূতির ও অধিকার জন্মে। "রসো বৈ সঃ" ভগবান রস স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়। এই রসকে অবলম্বন করিয়া জীব জন্মে, স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয় মুখে পতিত হয়। স্বরূপে, জন্ম, স্থিতি লয় নাই। তখন একরস। এই রস প্রাকৃত নহে। ইহা নির্ম্মল জ্ঞান জ্যোতিস্বরূপ।

"ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম স্বাধর্ম্মমাগতাঃ।
স্বর্গেঽপিনোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"। ১৪।২।গীতা—

এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টি সময়েও আর জন্ম গ্রহণ করে না এবং প্রলয় সময়েও ব্যথিত হয় না। স্থূল জগতে সে জ্ঞানানন্দ সম্ভবে না। তাহার অনুকৃতিই এই রাসলীলা! যখন এই অন্তর্জগতের অনুভূতির উদ্রেক হয় তখন বাহ্যবিষয় সমস্তই ভুলিয়া যায়। বাহিরে যে, যে কার্য্য করিতেছে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্তরাত্মার রাজ্যে চলিয়া যায়। অন্তর্রাজ্যের আহ্বান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশী নাদ। অন্য পক্ষে অনাহত ঝঙ্কার বা ধ্বনি। বাহ্য বিষয়ের যত প্রকার বন্ধন থাকুক

সে সমস্তই উপেক্ষা করিয়া, ছিন্ন করিয়া অন্তরের প্রিয়তমের নিকট ধাবিত হয়। কিন্তু অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরীক্ষা না করিয়া চিন্ময় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মানন্দ অনুভূতির অধিকার দেন না! তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রথম অভিসারের পর গোপীগণের প্রত্যাখ্যানরূপ পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর, তাঁহাদের সহিত রাসে প্রবর্ত্তিত হইলেন, পুনরায় গোপীগণের—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত। ২৯। ৪৮। ১০

তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্য জনিত স্থৈর্য্যচ্যুতি, সেই আত্মগরিমার মোহ দেখিয়া, করুণাময় কৃষ্ণ সেই ভাবের প্রশান্তির জন্য গোপী-দিগের উপর পরম অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য সেই ক্ষণেই অন্তর্হিত হইলেন!

সকল ত্যাগ করিয়াও অহং জ্ঞান ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাই ভগবান তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেন। এখন এই অভিমান জন্য, ব্যাকুল ভাবে, বিরহ অনলে নিজেকে দগ্ধ করিলে, এই দুর্জ্জয় অভিমানও দগ্ধ হইয়া যাইবে তখন আবার ভগবান্ দর্শন দিবেন, এবং রস স্বরূপে তিনি নিজ স্বরূপ আনন্দে পুনর্জ্জীবিত করিবেন।

গোপীগণ বিরহাগ্নিতে বিশেষ দগ্ধা হইলেন, অনেক অন্বেষণ, ভ্রমণ এমন কি চর্ম্মচক্ষে অচেতন, ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ্‌গণকে শ্রীকৃষ্ণ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, জীব জগতে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া ক্রমে উন্মত্তবৎ "গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্। পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥৩০। ৪। ১০ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন।

উন্মত্তবৎ তাঁহারা বন হইতে বনান্তরে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বনস্পতি সকলকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, কুরবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, তৎপরে তুলসি, মালতি, মল্লিকা, জাতি যূথিকা প্রভৃতি পুষ্প। তাহার পর ক্ষিতি লতা, তরুগণকে জিজ্ঞাসার পর বনভুমিতে শ্রীকৃষ্ণপদ চিহ্ন দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

তৎপরে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া,'তন্মনস্কা স্তদালাপা তদ্বিচেষ্টা-স্তদাত্মিকাঃ। তদ্‌গুণানেব গায়ন্তো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ। তন্মনস্ক, তদালাপ, তদ্‌বিচেষ্ট ও তদাত্মিক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে আপনার গৃহ আদি কেহই আর স্মরণ করিলেন না। ৩৬.৩০।১০ তাহার পর গোপীগীতিকা গীত হইল। লালসার পরাকাষ্ঠায় ভগবানের পুনরাগমন। অনুবৃত্তি সাধন দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিলেন। মহারাস আরম্ভ হইল। ভক্তের বাসনা পূর্ণ হইল। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি! শ্রীকৃষ্ণ ত আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত।"

"ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ রস স্বরূপ" :এই রস পাইলেই জীব আনন্দী হইবে। সেই ব্রহ্মানন্দের আধার স্বরূপ 'ঘনীভূত বিগ্রহ' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম প্রকৃতি জীব রূপা প্রকৃতির সহিত সেই আনন্দ ঘন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যক্রীড়ার নাম "রাস"। সেই রাসলীলায় অধিকার পাইলেই জীব চিরকালের জন্য আনন্দী হইবে। প্রেমময়ী স্বরূপ-শক্তিদিগের সহিত আনন্দময় ভগবানের বিহার জনিত রস, সংকল্প-শূন্য, নিত্য ও মধুরাদপি মধুর; এই জন্য উহাই প্রকৃত "মধুর রস"॥ জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের লীলা দুই প্রকার, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। তিনি নিজে একাংশে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া নরদেবাদি নানা

রূপে যে লীলা করেন, তাহা প্রাকৃত লীলা ভগবানের এক পাদ বিভূতি মাত্র। আর তিনি নিত্যধামে নিজস্বরূপে, নিজ স্বরূপ শক্তির সহিত যে আনন্দময়ী নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তাহাই অপ্রাকৃতলীলা, ও ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি। শরণাগত ভক্তগণকে সেই লীলায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্ শ্রীব্রজধামে সেই লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "রাসলীলামৃত"।

উপরে দার্শনিক ভাবে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা আবার অন্যত্র বৈষ্ণব শাস্ত্রে "আদিত্য মণ্ডলে রাসলীলা হইতেছে বলিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন" বৈষ্ণব স্মৃতি শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে পাই।

"রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্য মণ্ডলে।
তৎসম্মুখোৎক্ষিপ্ত ভুজো গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণং॥

আদিত্য মণ্ডলে "রাসক্রীড়া রত" কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তাঁহার অগ্রে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া কিয়ৎক্ষণ ঐ গায়ত্রী জপ করিবে। ৩য় বিলাস ১৫৫ শ্লোক। অধিদৈব জগতে জ্যোতির্ম্ময় আদিত্য-মণ্ডল রাসলীলা স্থল, তাহা প্রকট লীলার কেন্দ্র স্থল। ভক্ত সেই রাসলীলা আদিত্য মণ্ডলে নিত্য দর্শন করিবেন। অধ্যাত্মলীলা যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অধিদৈব জগতের অন্তর্ভাব মাত্র। ভক্ত, অধিদৈব মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎপরে অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ অধিকার লাভ করেন।

আর লীলা ভাবে, যে রাস পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক মহাশয় দেখিবেন, রাধা প্রভৃতি গোপীগণের নামের বিশেষ উল্লেখ নাই। ভাগবতে একবার মাত্র ভঙ্গীক্রমে শ্রীরাধার নামের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যকোন গোপীর কিছুমাত্র নামের উল্লেখ

নাই। সেই জন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ শ্রীরাধার নাম প্রসঙ্গ ও পূজা পদ্ধতি অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৎপরে রাসলীলা অবলম্বন করিয়া যে পরদারাভিমর্ষণ অপবাদ শ্রীকৃষ্ণে প্রযুক্ত হয়, তাহা পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়াছেন সে গুলি বিশেষ অবধান যোগ্য। ৭টি উত্তর শুকদেব গোস্বামী দিয়াছেন তাহার চতুর্থ উত্তর—হইতে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।"

যৎ পাদ পঙ্কজ পরাগনিষেব তৃপ্তা,
যোগ প্রভাব বিধূতাহ খিলকর্ম্ম বন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা,
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ। ৩৪।
গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্। ৩৫।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।৩৬
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।৩৭

যাঁহার পাদ পদ্মের পরাগ সেবনে, তৃপ্ত মুনিগণ, যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন পুরঃসর স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন, কোন প্রকারে বন্ধন প্রাপ্ত হন না, তাঁহার ইচ্ছায় শরীর বন্ধ কোথা হইতে হইবে? যিনি গোপীদিগের এবং তাঁহাদের পতি সকলের ও সমস্ত দেহির অন্তঃকরণ চারী, বুদ্ধ্যাধির সাক্ষী, সেই এই ভগবান্ কেবল লীলাহেতু দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি

আমাদের তুল্য শরীরী নহেন তাঁহার দোষ সম্ভাবনা কি ? ফলতঃ যদি ও ভগবান্ আপ্তকাম, তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত মনুষ্যদেহ অবলম্বন করিয়া তাদৃশী ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হয় অর্থাৎ শৃঙ্গার রসাকৃষ্ট চিত্ত যে সকল ব্যক্তি বহির্মুখ, তাহা দিগকেও আত্ম পরায়ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান স্বয়ং যেন তদ্রূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ব্রজবাসি জনগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়াছিল, অতএব তাঁহারা এরূপ আচরণে ও তাঁহার প্রতি অসুয়া করেন নাই। ফলতঃ তাঁহারা স্ব স্ব দারা দিগকে আপনাদের পার্শ্বেই অবস্থিত বোধ করিয়া ছিল।৩৭।

যাহাদের উদ্দেশ করিয়া এই কলঙ্কের কথা রচিত হইয়াছে, সেই ব্রজবাসী জনগণ, আপন আপন, স্ত্রী গণকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপর তাহাদের কোন অসুয়া হয় নাই কিন্তু সাধারণ লোকে শাস্ত্রে কি বর্ণিত আছে তাহা না দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের উপর দোষারোপ করেন!

"অধিকন্তু রাসাদি লীলায় সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম নয় দশ বৎসরের অধিক ছিল না, পরন্তু তিনি কোমল মতি বালক মাত্র ছিলেন। ঐ বালক রূপী ভগবানের লোক শিক্ষা ভিন্ন ঐ সকল লীলার অন্যভাব থাকা কি রূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে (?) শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুপম রূপ মাধুরী, সুমধুর বাক্য, মনোহর বংশীরব, এবং পুতনা ঘাতন, কালিয় দমন প্রভৃতি অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই গোপীগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অন্য কোন নীচ বৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন নাই যে মনোহর রূপে সনকাদি ঋষিগণ, ও মুগ্ধ, যাঁহার লীলাময় চরিত্র

সর্ব্বত্যাগী শুক নারদাদি ঋষিগণের মন ও আকর্ষণ করিয়াছে, যাহার পূত চরিত্র ব্রহ্মচারী মহাবীর ভীষ্ম পূজা করিতেন সেই প্রেমময় রূপ ও অমৃত-মাখা চরিত্রে যে সরলা, অবলা গোপিগণ মুগ্ধ ও আত্মহারা হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি" ?

পাঠক ! প্রণব আর্য্যশাস্ত্রের মূল মন্ত্র। সমস্ত বেদের সার উপনিষৎ সেই উপনিষদে প্রণব সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে তাহাই সকল হিন্দু সম্প্রদায়েরই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় ! স্মৃতি শাস্ত্রে, গীতায়, দর্শনে, সংহিতায়, পুরাণ তন্ত্রে প্রায় সকল শাস্ত্রেই এই প্রণব মহিমা গীত হইয়াছে ! এই প্রণব সম্বন্ধে মাণ্ডূক্যোপনিষদে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই !

প্রণবই এই সমুদায়। এই যে ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এ সমুদায়ই ওঁ এবং ত্রিকালের অতীত যাহা,তাহাও ওঁকার। এই সমুদায়ই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম ! চেতনাংশে এই আত্মা চতুষ্পাদ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় ! বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন, সর্ব্বজ্ঞ !

১। স্থূলজ্যোতি জাগ্রদবস্থা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার,বিরাট ২। স্বপ্নাবস্থা তৈজস, দ্বিতীয় মাত্রা, উকার সূক্ষ্ম। ৩। সুষুপ্তাবস্থা প্রাজ্ঞ, তৃতীয় মাত্রা, মকার কারণ। ৪ চতুর্থ মাত্রা, প্রপঞ্চোপশম" শিবস্বরূপ ও অদ্বৈত, অমাত্র ! এই প্রণবকে লইয়া এবং মাত্রা পাদ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের নাম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ !
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ।

ভগবানের বিরাট,হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটী উপাধি আছে, কিন্তু এই তিন হইতে যিনি ভিন্ন, তিনিই তুরীয় বলিয়া কথিত হন।

এই চারি পাদই চারিব্যূহ। গীতায় "সমগ্রভাবে" প্রত্যক্ষ বিরাট মূর্ত্তি।

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্ত্তিব্যূহোঽভিধীয়তে। ২১।
স বিশ্ব স্তৈজসঃ প্রাজ্ঞ স্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ।
অর্থেন্দ্রিয়াশয় জ্ঞানৈ র্ভগবান্ পরিভাব্যতে। ২২। ১১।
১২। স্কন্ধ

হে ব্রাহ্মন্! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই পুরুষ মূর্ত্তি, ইহার চারি মূর্ত্তিব্যূহ! ২১। সেই নারায়ণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় বাহ্যার্থ মন সংস্কার ও জ্ঞান দ্বারা বিশ্ব; তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় বৃত্তি দ্বারা উপাসনীয়।

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। ৩৭। ৫। ১ স্কন্ধ
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্র মূর্ত্তিমমূর্ত্তিকং।
যজতে যজ্ঞ পুরুষং স সম্যগ্ দর্শনঃ পুমান্। ৩৮। ৫। ১স্কন্ধ

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সংকর্ষণ রূপ ভগবানকে মন দ্বারা চিন্তা করি! এইরূপ স্মরণ করত যে ব্যক্তি মন্ত্রমূর্ত্তি ভিন্ন মূর্ত্ত্যন্তর রহিত যজ্ঞ পুরুষের পূজা করেন, সেই ব্যক্তিই সম্যগ্ দর্শী অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবান।

যদ্যপি তুরীয় ব্যতীত অন্য তিন পুরুষাবতারই মায়া দ্বারা ব্যবহার অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, তথাপি মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, সকলেই মায়াতীত।

বৈষ্ণব গ্রন্থে সাত্বত সংহিতায় ত্রিবিধ পুরুষের মাত্র উল্লেখ আছে তুরীয়ের উল্লেখ নাই।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথোবিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড সংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধি স্তদাশ্রয়া।

প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির সুখদুঃখাদি গুণে লিপ্ত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। প্রাণীগণের বুদ্ধি যখন ঈশ্বরাশ্রয়া হয়, তখন তাহাও প্রাকৃত পদার্থে দৈবাৎ পতিত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। সান্ত সৌর জগতে যে তিন পিণ্ড পৃথিবী বা অগ্নি এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা অনন্ত জগতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সৌর জগতে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। ৪। ৭ গীতা। অর্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি বায়ু ও আকাশ, মন (চন্দ্রমা) বুদ্ধি (সূর্য্য,) এবং অহংকার, ইহারা আমার অষ্ট প্রকৃতি। ইহারাই সূক্ষ্মে শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রকৃতি। শিবের অষ্ট স্থূলমূর্ত্তি ও ইহার নামান্তর মাত্র!

ভগবান সর্ব্বদাই প্রকৃতির অতীত স্থানে অবস্থান করেন তিনি সেই ভাবে থাকিয়াও সাধকের দৃশ্য গোচর হন।

"স্ব স্ব মূর্দ্ধি যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা। অচিন্ত্য শক্ত্যা তত্রোর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে। আদি, লীলা ৫ অধ্যায়, চরিতামৃত।

মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য যেরূপ সকলের স্ব স্ব মস্তকোপরি দৃষ্ট হয়, সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বোপরি চরমধাম হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবলে ঊর্দ্ধে ও ধরাতলে প্রত্যক্ষ জ্যোতিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

ভগবানের নিজ স্থান সম্বন্ধে চরিতামৃতে পাই।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজ লোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম।
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম।
ব্রহ্মাণ্ডে (প্রত্যক্ষ জ্যোতি) প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়।
চিন্তামণি ভূমি কল্প বৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।
প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ,
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।

এই পরব্যোম বা চিদানন্দময় ধাম তিনভাগে বিভক্ত। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক, ইহাকে গোলোক বা ব্রজলোক বলে। তৎপরে দ্বারকা ও মথুরা নামক ধাম। এ সকল পৃথিবীস্থ গ্রাম; নগর নহে কিন্তু চিদানন্দময়। চিন্ময় গোলোক, ব্রহ্মলোক বা শ্বেতদ্বীপ বা শুভ্র পবিত্র দ্বীপ স্বরূপ বৃন্দাবন নামে পরমধাম আছে। সেই বৃন্দাবনধাম সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত ও বিভু অর্থাৎ নিত্য, তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং কৃষ্ণের শরীর যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ইহাও তদ্রূপ। (১৬১এ পৃষ্ঠা।—লীলামৃত)

শেষ কথা, শ্রীকৃষ্ণ, পরব্রহ্ম, যোগিরাজ, এবং আদর্শ মনুষ্য, ও অবতার,এ সমস্তই সত্য। কিন্তু ঐগুলি ও আংশিক সত্য, পূর্ণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ প্রণব রূপ, প্রণবই সমস্ত। ভাগবতে বর্ণিত আছে, যাহা কিছু পদার্থ আছে, তাহা সমস্তই শ্রীভগবানের শরীর।

"খং বায়ুরগ্নিং সলিলং মহীংশ্চ,জ্যোতীংষি সত্বানি, দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং, যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ"।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল, পৃথিবী. জ্যোতিষ্ক পদার্থ, প্রাণী নিচয় দিক সমূহ বৃক্ষাদি, নদী, এবং সমুদ্রাদি যে কোন পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে,তাহা সমস্তই ভগবান শ্রীহরির শরীর বলিয়া জানিবে, এবং তাহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহই নয় এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তাহা তাঁহার শরীরেরই অংশ। এই শরীরের মধ্যে প্রত্যেক সৌর জগতের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি বা পৃথিবী রূপে, সাত্ত ভাবে ত্রিবিধ জ্যোতিষ্ক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি পাতঞ্জলের পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

এই ত্রিবিধ জ্যোতিষ্ক পদার্থই জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার শরীর। আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর, তাঁহার শরীরই, সত্ব, রজ, তমময় হইয়া ও জ্যোতির্ম্ময়।

এই ত্রিবিধ রূপই স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইয়া, ত্রিভঙ্গ রূপে খ্যাত। এই ইন্দ্রিয় গোচর তাঁহার স্থূল, আধিভৌতিক দেহই যখন জ্যোতির্ম্ময়, তখন. তাঁহার সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ও যে জ্যোতির্ম্ময় অপেক্ষাও জ্যোতির্ম্ময়, তাহা না বলিলেও চলে। তুরীয়-রূপ অপ্রাকৃত জ্যোতি বেদে ও গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

ন তত্র সূর্যো ভাতি,ন চন্দ্র তারকং,
নেমাবিদ্যুতো ভান্তিকুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

"তাঁহার তুরীয় স্থানে সূর্য্য ও দীপ্তি পান না, চন্দ্র বা তারকা দীপ্তি পান না, এই যে বিদ্যুৎ ইনি ও সে স্থানে প্রকাশিত হন না, অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশরূপ তাঁহারই দীপ্তি

সকল পদার্থের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে।" তাহা হইলে তাঁহার ত্রিবিধ শরীরই জ্যোতির্ম্ময়। সেই ত্রিবিধ জ্যোতির ভাবকে বুঝাইবার জন্য নররূপে ত্রিভঙ্গভাবে ব্যক্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ। ২১ প, মধ্য, চ, চ

তাঁহার মস্তকে যে কীরিট, তাহা সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ কালে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার এই প্রাকৃত মূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি রূপে ভক্তগণের ধারণার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। অনন্ত ও সান্তপ্রকৃতির মধ্যে যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি নরশরীরে রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তি ধারণ জন্য, নর শরীরে তাহার বিশেষ আবির্ভাব। নরলীলাই তাহার সেই জন্য শ্রেষ্ঠ লীলা। আধিদৈবিক জগতে, জ্যোতির প্রকাশ স্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বিরাজমান। তাঁহাকে, নরশরীরে সেই জ্যোতির ভাব আরোপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

মনুষ্য শরীরে (ঘটে) এই ত্রিবিধ জ্যোতিঃ পদার্থ মস্তক, বক্ষস্থল ও নাভিদেশে তিনখণ্ডে বিদ্যমান, ইহাদের সহিত সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির সম্বন্ধ স্থির করিয়া, সাধন করিলে তখন বিরাট সাধনের প্রকৃত পন্থা সুলভ হইবে।

অনন্ত জগতে (জগৎ পটে) ও সূর্য্য, চন্দ্রমা (শক্তিমণ্ডল) অগ্নি, বা ঈশ্বর ভাব বা তম, রজ, সত্ব বা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনই বিরাট সাধনার অবলম্বন, ইহা ভাগবতে দেখিতে পাই।

"কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নিমুত্তরোত্তরম্।৩।১৪।১১।

উত্তরোত্তর কর্ণিকাতে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ধ্যান করিবে।

এই তিন জ্যোতিকে আয়ত্ব করিতে পারিলে তাহার পর তুরীয় পরম জ্যোতির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইবে !!!

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মতামত বিভিন্ন হইলে ও দেখিতে পাওয়া যায় যে এখন বর্ত্তমান ভারতের, লোকগণনা হিসাবে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৬ কোটি লোক শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন। ভারতের প্রধান প্রধান গ্রন্থে, তাঁহার লীলা বর্ণিত আছে। জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "গীতা" তাহা তাঁহারই উপদেশ। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে, উদ্ধবকে উদ্দেশ করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। "মহাভারত" যাহা "পঞ্চম বেদ" নামে অভিহিত, তাহার মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ চরিত" উঠাইয়া লইলে তাহার "মহাভারতত্ব" থাকে না। শ্রীকৃষ্ণই মহাভারতের মূল অবলম্বন। আশ্রয় রূপে তিনি মহাভারতের মূল অভিনেতা!

১। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য! তিনি ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য অক্রোধ এই দশবিধ ধর্ম্মের পূর্ণ অনুষ্ঠাতা ছিলেন। ২ তিনি এতদূর বীর্য্যশালী যে জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাম্ব, ভীষ্ম, ভীম প্রভৃতিরও ভীতির কারণ ছিলেন। ৩। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য, নারদ,ব্যাস, শুকাদির বিস্ময়োৎপাদন করিত ৪। তাঁহার বৈরাগ্য, শুকদেব, কপিলকে ও অতিক্রম করিয়াছে। ৫। তাঁহার জ্ঞান ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অতিক্রম করিয়াছে।

ব্রহ্মসদৃশ তেজস্বী, আত্মারাম শুকদেব, বামদেব, জনক, ব্যাস, নারদ, ইহাঁদের আদর্শ পরব্রহ্ম,তাই তাঁহারা পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। সমস্ত (প্রস্থান ত্রয়) বেদান্তের অদ্বিতীয় ভাষ্যকার পরম যোগী, শ্রীশ্রীশংকরাচার্য্য দেব শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বোধে পূজা এবং ভাষ্য মধ্যে তাঁহার মহিমা বিশেষ ভাবে গীতায় বর্ণন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা সকলেই তাঁহার অনুশরণ করিয়াছেন।

আমরা শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কেবলমাত্র, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার মাত্র উল্লেখ করিয়াছি, অন্য কোন লীলার কথা আমরা উল্লেখ করি নাই। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যদিও সূর্য্যমণ্ডলে সকল দেবদেবীর ধ্যান নির্দ্দিষ্ট আছে, তথাপি অধিদৈব ভাবের লীলা কথা প্রায় কেহ ব্যাখ্যা করেন না। সেই জন্য "কালিয়দমন" ও 'রাসলীলার' অধিদৈব ব্যাখ্যা শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা প্রমাণ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 'কুব্জা উদ্ধারের সম্বন্ধে কেন কথা বলা হয় নাই। সংক্ষেপে, উল্লেখ মাত্র করিতেছি। কুব্জা ত্রিবক্রা। গন্ধদ্রব্য বিলেপন প্রদানই তাহার কার্য্য। শাস্ত্রমতে পৃথিবী ত্রিবক্রা, ত্রিকোণা ও গন্ধবতী। কুব্জা অবিভূত পৃথিবীরূপা, দৈত্যভারে নিপীড়িতা, মথুরায় গমন করিয়া কংসকে বিনাশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাকে ঋজু ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ললনায় পরিণত করেন—দৈত্যভার হইতে পরিমুক্তা করিয়া তাঁহাকে পত্নিত্বে স্বীকার করেন, তাই তিনি কুব্জা নাথ।

পৃথিবীর অপর নাম অগ্নি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চন্দ্রমা মন ও সূর্য্যানারায়ণ বুদ্ধিস্থানীয় ও চক্ষু। শ্রীকৃষ্ণই যজ্ঞপুরুষ। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অগ্নি এবং সূর্য্য বা আদিত্য ইহাদের দ্বারাই যজ্ঞসাধন করিতে হয়। পুরুষ সূক্তে এ বিষয়ের রহস্য বর্ণিত আছে।

সূর্য্যানারায়ণই বিষ্ণু, ভগবান আদিত্য—ইহা হইতে পৃথিবী চন্দ্রমা প্রসূত হইয়াছে—সেই জন্য শাস্ত্রে আদিত্য প্রণামে উক্ত হইয়াছে—

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে,
জগৎপ্রসূতি স্থিতিনাশ হেতবে,

ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে,
বিরিঞ্চি নারায়ণ শংকরাত্মনে ॥

এই জন্যই পুরুষসূক্ত দ্বারা, দেবদেব জনার্দ্দনের স্তবের কথা উল্লেখ আছে এবং এই জন্য বিষ্ণু পূজা একমাত্র পুরুষসূক্ত না পঠিত হইলে পূর্ণ হয় না।

পরম ভক্তিভাজন, শাস্ত্রপ্রবীণ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে অধিদৈব ব্যাখ্যা বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন—আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলার যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলাম না, তাহা তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে" পাঠক দেখিতে পাইবেন এবং তাহা পাঠ করিলে আমাদের বক্তব্য অনেক পরিস্ফুট হইবে। এক্ষণে আমরা ভূমি, আপ অনল, বায়ু, আকাশ, মন (চন্দ্রাবলী) বুদ্ধি (আদিত্য) অহংকার বা জীব রূপা অষ্ট প্রকৃতি পরিবেষ্টিত অর্থাৎ অষ্ট সখি পরিবেষ্টিত, (ভক্ত) আত্মা ও পরমাত্মারূপী রাধাকৃষ্ণকে বার বার প্রণাম করি।

বুদ্ধদেব।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, জন্ম ও কর্ম্মের ন্যায় বুদ্ধদেবের স্বরূপ জন্ম ও কর্ম্ম, অপূর্ব্ব রূপকালংকারে জড়িত দেখা যায়। শুদ্ধ মনের অবস্থা হইতে, বুদ্ধি তত্ত্বে অধিরোহণই কৃষ্ণভক্তের ন্যায় বুদ্ধদেবের আবির্ভাব! এ অবস্থায় যুদ্ধাদি নাই। কেবল পূর্ণভাবে সর্ব্বশক্তিমান অমিতাভের ((যে জ্যোতিঃ পরিমাণ করিতে পারা যায় না) "শরণাগতি মাত্র সাধন। শরণাগতিতে বিরুদ্ধ শক্তি, মারের" সহিত য সংগ্রাম, তাহা বোধি লাভের জন্য। বোধি বা সম্যগ্ সম্বোধি

লাভই, বুদ্ধ অবতারের কার্য্য। জননী, মহামায়া; তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার স্তন্যপান করেন নাই। জননী বুদ্ধকে প্রসব করিয়া গতাসু হন! মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি তাঁহাকে লালন করেন। পিতা শুদ্ধোদন। (পবিত্র অন্ন ব্যবহারে যিনি শুদ্ধ) সংসারের সকল প্রকার ভোগের মধ্যে পুত্রকে পরিবর্দ্ধিত করেন। শাক্য বালকগণের সহিত শিক্ষক বিশ্বামিত্র বুদ্ধকে বিদ্যাশিক্ষা দেন। অক্ষর পরিচয়ের সময় অক্ষর তত্ত্বের সাহত তাঁহার যে আন্তরিক পরিচয় ছিল, তাহার প্রথম নিদর্শন সেই বিশ্বামিত্রের নিকটই প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্ত লিপিই তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জানিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হন। পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার সহিত বৈষয়িক, ব্যবহারিক জ্ঞান ও পূর্ণ রূপে লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়োচিত গুণ গ্রামে ভূষিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুন্দরী গোপাকে পত্নী স্বরূপে লাভ করেন।

বাল্যকালে, দেবদত্তের শরাঘাতে একটী হংসের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া যে করুণার প্রস্রবণ তাঁহার হৃদয় হইতে প্রথম উদ্‌গত হইয়াছিল, উত্তরকালে তাহাই জগতকে প্লাবিত করিয়াছিল। একমাত্র পুত্র রাহুলকে লাভ করিয়া, সেই রাত্রে, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পত্নী, পুত্র ত্যাগ করিয়া জরামরণ বিঘাতী ভিষগ্‌বর, সংসারের পূর্ব্বদৃষ্ট, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর প্রতিকার সাধনে ও ভিক্ষু জীবনে শান্তি ও বোধি লাভের আশায় গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পাঁচ বৎসর কঠোর সাধন করিয়া পরিশেষে নৈরঞ্জনা তীরে কীকটে বোধিদ্রুমের তলে নিম্নলিখিত তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

দুঃখ, দুঃখের কারণ ও কারণ নিরোধ। নিরোধের উপায়ই নির্ব্বাণ লাভের উপায়।

"ইদং দুঃখময়ং দুঃখ সমুদয়ো জগৎস্বপি।
অয়ং দুঃখ নিরোধোঽপি চেয়ং নিরোধ গামিনী।
প্রতিপদিতি বিজ্ঞায় যথাভূতমবুধ্যত॥ ৬৫। ১৪ সর্গ
বুদ্ধ চরিত।

দুঃখং দুঃখ সমুদয়ো, দুঃখ নিরোধো, দুঃখ গামিনী প্রতিপৎ।
৫৪১ পৃঃ ললিত বিস্তর।

বৈশাখ মাসের পুর্ণিমা তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, আবার এই নৈরঞ্জনা তীরে ৩৫ বৎসর পরে বোধিদ্রুম তলে বৈশাখী পুর্ণিমায় তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া জ্ঞান রাজ্য লাভ করিতে হইলে, কিরূপ কঠোর সাধন করিলে, মোহ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সূর্য্যসদৃশ চির জাগ্রত অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা নিজে সাধন করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন। করুণা ও প্রজ্ঞা, এই দুইটি তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। করুণায়, জগতের প্রত্যেক জীবে, কতদিনে কিরূপে, উদ্ধার হইবে, তাহা তিনি তথাগত রূপে প্রতিদিন জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিতেন। যে দিন যে জীবের মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত, জানিয়া সেই দিন সেই সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যে দীক্ষিত করিতেন। জীবের যথার্থ পিপাসা উপস্থিত হইবার পক্ষে, যতটুকু শক্তি প্রদান করিলে তাহার পক্ষে, অধ্যাত্ম জীবন গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইবে তাঁহাকে সেই পরিমাণেই শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করিতেন। তথাগত নামের সার্থকতা তিনিই কেবলমাত্র করেন—

"যথা যথা যস্য হিতং বিধেয়ং তথা তথা তস্য গতং দয়ালুঃ।
আশংস্যতা দোষ বিমুক্ত চেতঃ জ্ঞানাদিভি স্তেন তথা গতোঽয়ং।

যে স্থানে যাহার হিত করা কর্ত্তব্য, সেই স্থানে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করেন, স্বার্থপরতাদি দোষ বিরহিত হইয়া, জ্ঞান বৈরাগ্য ও করুণায় ভূষিত হইয়া হিত-বিধান করেন বলিয়া তিনি "তথাগত" নামে কথিত হন।

বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম সপ্তাহ পরে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় বারাণসীর মৃগদাব নামক স্থানে কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাস্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক পঞ্চ শিষ্যের নিকট "ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন" করেন। সে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন এখনও নিরস্ত হয় নাই। তাহার প্রবর্ত্তনে এখন, অন্ধকার হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া অনেকেই চিরশান্তি লাভ করিতেছেন। নির্ব্বাণ বা মোক্ষরূপ, অমৃত ফল আস্বাদন করিতেছেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পর চারি মাস, বর্ষাকাল একস্থানে অবস্থান করেন, এই চাতুর্মাস্য, কেবলমাত্র, একস্থানে অবস্থিত হইয়া, ধ্যান ধারণা ও সংযমে কাটাইয়াছিলেন, এখনও পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ ও ভক্ত শিষ্যগণও এই চাতুর্মাস্য ব্রত সাধন করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করিয়া শিক্ষা দান করেন।

৪৫ বৎসর তিনি এই বোধি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৈশাখ মাসের এই পূর্ণিমা তিথিতেই অশীতিবর্ষে উপনীত হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে মাঘ মাসের পূর্ণিমায় (জীবনের শেষ ভাগে) নিজের মহাপরিনির্ব্বাণের কথা শিষ্যগণের মধ্যে প্রকাশ করেন। "তথাগত আর তিন মাসমাত্র পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন।" তদনন্তর বৈশাখী পূর্ণিমায় কুশীনারে শাল বৃক্ষমূলে, মহাপরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করেন।

দশম অবতার বা শেষ অবতার কল্কী।

যে সময় ধর্ম্মের বাহ্য আদর্শ বিপরীত ভাবাপন্ন সেই সময়ে ভগবান্, এই শেষ অবতীর্ণ হন। আমাদের শেষ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, আত্মার পূর্ণ বিকাশ-সাধন এই শেষাবতারের কার্য্য। কল্প শেষ হইবার পূর্ব্বে সমস্ত কল্পের জ্ঞান, সাধনা, অভিজ্ঞতার পরিণতি এই স্থানে। যদিও কল্প এখনও শেষ হয় নাই কিন্তু শেষ হইবার সময় কিরূপ ভাবে জগতের পরিবর্ত্তন হইবে এবং সে সময় লোক সকলের আচার ব্যবহার কিরূপ হইবে, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কল্কী অবতারের সময় কে কোন বিষয়ে প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। যখন, সূর্য্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে এক সময়ে প্রবেশ করিবেন, সেই সময় তাহার আবির্ভাবের কাল। সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ও সুমতীকে অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইবেন। কবি, প্রজ্ঞা ও সুমন্ত্র নামে তাঁহার তিন সহোদরও জন্ম গ্রহণ করিতেন। সপ্তমবর্ষে উপনয়ন গ্রহণের পর, সপ্তকল্পজীবীর অন্যতম "পরশুরাম," তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। বেদ ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া অন্যান্য বিদ্যাও আয়ত্ত করিবেন। তৎপরে গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া শ্বেত অশ্ব ও খড়্গাদি লইয়া, দিগ্-বিজয়ে বহির্গত হইবেন।

বৌদ্ধ, জৈন, ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়া তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করিবেন। এখানে আসিয়া তিনি নারদ ঋষির এবং কলাপ গ্রামে তপস্যারত দেবাপি ও মরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সূর্য্যবংশ

সমুদ্ভূত ইক্ষ্বাকুর বংশধর মরু এবং চন্দ্রবংশ সমুদ্ভূত দেবাপি, সত্য যুগের আগমনে পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাঁহার জন্য তাঁহারা দুই জনেই তপস্যা করিতেছেন, জানিয়া ভগবান্ কল্কী তাঁহাদিগকে আপনার করিবেন এবং কলিকে বিনাশ জন্য নিম্নলিখিত সেনাপতিগণকে তাহাদের প্রতিদ্বন্দীগণের সহিত যুদ্ধের আদেশ করিবেন, যথা—

১। ধর্ম্মের সহিত কলি।
২। কৃত " দম্ভ
৩। প্রসাদ " লোভ
৪। অভয় " ক্রোধ
৫। নিরয় " মূঢ়
৬। অধিযজ্ঞ ব্যাধি
৭। দেবাপি " চৌন ও বর্ব্বর
৮। মরু " কাশ ও কাম্বোজ
৯। বিশাখ " পুলিন্দ
১০। কল্কি " কোক বিকোক প্রভৃতি সহিত

এই তালিকা দৃষ্টি করিলেই প্রথমে যেন রূপক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই উচ্চ শক্তি সকল যদি মনুষ্য শরীরে, বিভিন্ন সময়ে আবির্ভাব হয় তাহা হইলে, এক সময়ে এই সকলের আবির্ভাবে সত্বগুণের ও সত্যযুগের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। এই সংগ্রামে, অধর্ম্মের প্রবলতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে নির্মূল হইবে এবং সদবৃত্তির পূর্ণ উন্মেষ হইবে। কল্কী এইরূপে অধর্ম্মকে, কলিকে জয় করিয়া মর্ত্তভূমে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, দেবাপি ও মরুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

সংক্ষেপে, কল্কিপুরাণ বর্ণিত কল্কি অবতারের ইতিহাস এই মাত্র। সমগ্র পৃথিবীর, কেন্দ্র (হৃদয়) স্থানীয় এই ভারতবর্ষ। এই ভারত একণে, সভ্য জগতের মধ্যে নিম্ন স্তরে অবস্থিত ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে, তাহা অদূরকাল মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। কমল, পুষ্পোদ্গমের সময় অধোমুখে অবস্থিত থাকে। কিন্তু প্রস্ফুটিত হইলে উর্দ্ধমুখে বিকাশ লাভ করে। এইরূপ ভারতের ভবিষ্যৎ ও জানিবেন। অচিরকাল মধ্যে ভারত অধ্যাত্ম শিক্ষায় গুরু স্থানীয় হইয়া সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষা বিধানকরিবেন। বৈদিক যুগে করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। স্নুমতীর গর্ভে এবং বিষ্ণুযশার(বিষ্ণুর একমাত্র যশ বা কীর্ত্তি যাঁহার, তাঁহারই) ঔরসে কলি বিধ্বংসী, কল্কীদেব জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার কিরূপ ভাব ? তাঁহার জন্মের কারণ কি ? তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অগ্রজত্রয় ১ম কবি,অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী ২য় ঋষি, ৩য় প্রজ্ঞা অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞান এবং মন্ত্র অর্থাৎ যাবতীয় বেদমন্ত্র,এ সমস্তই তাঁহার সহোদর, তাঁহার বশীভূত, আয়ত্বীকৃত। অর্থাৎ যে স্থানে ভগবান কল্কী আবির্ভূত, তথায় প্রজ্ঞা, মন্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা এ তিনই বর্ত্তমান !

এই দশ অবতারই এক অবতারীর, তাহা জয়দেব বলিয়াছেন।

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল মুদ্‌বিভ্রতে,

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।

পৌলস্তং জয়তে হলং কলয়তে, কারুণ্যমাতন্বতে,

ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।

জয়দেব মতে বলরাম, অষ্টম অবতার,এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারী এবং সমস্ত দশ অবতারই এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

"অবতার বাদ" শেষ করিয়া এক্ষণে আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। সূর্য্যনারায়ণের সহিত বুদ্ধদেবের জীবনী বিশেষভাবে জাড়ত, ইউরোপীয় পাণ্ডিতগণ অনেকেই সূর্য্যদেবের আবির্ভাব তিরোভাবের সহিত বুদ্ধদেবের ও আবির্ভাব তিরোভাব, প্রকাশ করিয়া থাকেন—যে সকল পণ্ডিত এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা কারয়াছিলেন মি, সেনর্ট তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি সূর্য্যদেব ও বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা যাহা লিখিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিলাম।

১ম তুষিতপুরী (স্বর্গ) ত্যাগের সংকল্প। মর্ত্তলোকে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব একজন দেবতা, দেবতা কেন দেবতারও দেবতা ছিলেন। যথার্থ কথা বলিতে হইলে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, মনুষ্য মধ্যে তাঁহার অবতরণ বা আবির্ভাব বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নরগণের মঙ্গল ও মুক্তি সাধন নিমিত্ত।

২য়—গর্ভাশ্রয়=তাঁহার গর্ভ প্রবেশ ও আশ্চর্য্য কাহিনীতে পূর্ণ। মর্ত্ত্য কোন পুরুষের শুক্র আশ্রয় করিয়া তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার মাতার গর্ভরূপ মেঘে, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া তিনি জ্যোতির্ম্ময় দেবতা রূপে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জ্যোতির্ম্ময় কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইলে, দেবগণ, তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারেন, এবং সজীব ভাব ধারণ কারয়া স্তব করিতে আরম্ভ করেন!

৩য় জন্ম। তিনি, সমিধের মধ্য হইতে, মায়ার সাহায্যে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবতা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সকল সৃষ্টি শক্তির আধারভূতা, কুমারী জননী—উষা—বাষ্পাচ্ছাদিত অর্দ্ধাবৃতা দেবমূর্ত্তি

রক্তিম কিরণ ছটায় প্রথম মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি অপর রূপে, অপর নামে ব্রহ্মাণ্ডের এবং দেবতাগণের পোষণ ও রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই পুত্র,জন্ম সময় হইতেই জাতবেদ, শক্তিমানরূপে দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিলেন; সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়া, এবং নিজের সর্ব্বাধিপত্য স্থাপন করিলেন, দেবগণ, সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। (মায়া-দেবীর মৃত্যু,গৌতমী প্রজাপতি মাতৃরূপে তাহার লালন ও পোষণ)।

৪র্থ পরীক্ষা=যদি ও দেবের শিশু বায়ু কন্যাগণের—মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য কিছুমাত্র জানিতেন না। কদাচিৎ কখন ও তাঁহার শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, ক্রমে তাঁহার শক্তির পরিচয় সকলের গোচর হইল, শেষ, তিনি তিমিরের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া নিজে প্রতি-দ্বন্দ্বী শূন্য হইয়া জ্যোতিষ্মান্ রূপে প্রকাশিত হইলেন।

৫ম বিবাহ এবং অন্তঃপুরে বিলাস। ক্রমে তাঁহার সহিত দেবীগণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন তাঁহার পূর্ব্বে খেলার সঙ্গিনীগণ ক্রমে তাঁহার প্রণয়িণী পত্নীগণ রূপে পরিণত হইলেন। দেবতা তখন আত্ম বিস্মৃত হইয়া নিজেকে ও তাঁহার :স্বর্গ প্রাসাদের মেঘ বেষ্টিত অন্তঃপুরে তাঁহাদের আনন্দের মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

৬ষ্ঠ—পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ। ক্রমে এমন দিন আসিয়া উপস্থিত হইল—যখন তিনি তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য (আড়ম্বর) পূর্ণ কারাগার, ইন্দ্রজাল পরাক্রম সহকারে ভঙ্গ করিয়া বহির্গত হইলেন—দেবনায়ক, দুর্গম মারগণের প্রাচীর অতিক্রম করিলেন, এবং শূন্য বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

৭ম তপস্যা, এইবার এইক্ষণ হইতে সাধন সময় আরম্ভ হইল। দেবতা প্রথমে বনস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আপনাকে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল মনে করিলেন কিন্তু অচিরাৎ তিনি তাঁহার স্বর্গোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃত পান করিয়া এবং অমৃত সরে স্নান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিলেন।

৮ম মার বিজয়। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সমাধা হইল। নির্ব্বাণামৃত এবং চক্র লাভ করা হইল! বৃষ্টি ও জ্যোতিঃ উভয়ই তাঁহার আয়ত্ব হইল। তিনি কল্পবৃক্ষের অধিকার লাভ করিলেন। ঝঞ্ঝাবাত ঝটিকা রূপ মার, প্রবল ঝটিকারূপে প্রতিদ্বন্দী যুদ্ধে, অগ্রসর হইল এই সময়ে এই তিমিরের সহিত সমরে তিনি জয় লাভ করিলেন—মারের তমোময় সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া,—ভগ্ন হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মার কন্যা অপ্সরাগণ অন্তরীক্ষে, সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহারা একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে বৃথা চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি তাঁহাদের আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকেও প্রত্যাখ্যান করিলেন তাঁহারা সংকুচিত, বিবর্ণ, এবং আকার পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

৯। সম্যক্ সম্বোধি। তার পরে তিনি নিজের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং জ্যোতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইলেন,—ইহাই তাঁহার সমর বিজয়ের পূর্ণ ফল।

১০। ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন॥ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং সকল প্রাতিকূল অবস্থাকে, দূরে ফেলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাঁহার চির শত্রুর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি সহস্র কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত জগৎকে প্রদীপিত করিতে লাগিলেন—

১১। নির্ব্বাণ—তাহার পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইলেন, অবসানের পূর্ব্বেই মার তাহার নিজের অবসর জানিয়া শূকর মাদ্দবরূপে (ব্যাঙের ছাতা) তাঁহাকে কবলিত করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বজাতীয় সকলকে—জ্যোতির আনুসঙ্গিক দিগকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু শেষ সন্ধ্যায় রক্তবর্ণ মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন।

১২দ্বাদশ—অন্তেষ্টিক্রিয়া। তিনি নিজে পশ্চিম দিকে শেষ কিরণ বিকীরণ করিয়া প্রজ্বলিত চিতার ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। কেবল মাত্র দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত মেঘ মণ্ডল,সেই দেবতার চিতার শেষ নির্ব্বাপন করিলেন।

বুদ্ধ জীবনের সহিত সূর্য্যের এই দৈনন্দিন জীবনীর এইরূপ বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, এবং সূর্য্য পূজা উপলক্ষ্য করিয়া বুদ্ধজীবনী সংকলন করা হইয়াছে। অনেকেই বুদ্ধ বলিতে, সূর্য্যের বা জ্যোতির এই দ্বাদশ অবস্থা মনে করেন। বুদ্ধদেবের জীবনীতে, এই দ্বাদশ অবস্থা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র লেখকগণের মধ্যে "অশ্বঘোষ"ও সংস্কৃত "বুদ্ধ চরিতে" এই অবস্থা গুলি বর্ণন করিয়াছেন। তবে সে গুলি স্পষ্ট ভাবে, সূর্য্যের সহিত সংবদ্ধ, এরূপ ভাবে বর্ণন করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা এই জ্যোতির দ্বাদশ অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা সূর্য্যের অবস্থান্তর বর্ণনা মনে করিয়া বুদ্ধ জীবনীকে লইতে পারেন।

অন্য সাধারণের ন্যায় তাঁহার জন্ম গ্রহণ হয় নাই। তিনি স্বেচ্ছায় মাতৃগর্ভে, স্বর্গের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণে দেব মনুষ্য সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল, এমন কি তরুলতাগণও দেব ও মনুষ্যগণের সহিত অবনত

ভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। যদিও এ সকল ভাব বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত নাই কিন্তু পূর্ব্বাপর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহিত সূর্য্যদেবের যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাহা প্রায় অনেক ধর্ম্মের মধ্যেই একই ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় সকল ধর্ম্মের আদিম অবস্থায়, সূর্য্যদেবের সহিত ভগবানের বিশেষ সম্বন্ধ ও এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী—গ্রহ, (অগ্নি)চন্দ্রজ্যোতি বা উপগ্রহ এবং স্বয়ং সূর্য্য বা সৌরকেন্দ্র,এই ত্রিবিধ প্রকাশের অবয়ব এই সৌর জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। Three sorts of masses in the Universe" । গ্রহ এবং উপগ্রহ এবং সূর্য্য এই ত্রিবিধ প্রকারের পদার্থই সৌর ব্রহ্মাণ্ডেও বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ পদার্থ ভিন্ন আর অন্যবিধ কোন পদার্থ নাই, অন্য যাহা কিছু আছে তাহা এই তিন পদার্থ বা জ্যোতির অন্তর্গত;ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ ভিন্ন অন্য পদার্থ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় নাই। Suns, planets, and satellites অনন্তজগতেও এই ত্রিবিধ পদার্থ বিদ্যমান।

বৌদ্ধধর্ম্মে, অন্তরঙ্গ সাধন আছে, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না, আনন্দের সহিত কথোপকথনে, এই বিষয়ে জানা যায়। তাঁহার অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম সাধনের উপদেশ সমস্তই ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গৃহীত। এই গুপ্ত বিদ্যা কিছু লোপ পাইয়াছে কিন্তু কিয়দংশ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহা "মহাযান" নামে খ্যাত। এই মহাযানে "যে ধর্ম্ম চক্র সাধন" প্রথা প্রচলিত আছে তাহাই আমরা সংকলন করিয়া দেখিতেছি।

বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষতঃ মহাযান পন্থায়—"তিন" এই কথাটীর

বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিরত্ন, ত্রিদেব, ত্রিস্কন্ধ, ত্রিযান প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে! হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ ত্রিগুণময় তিন প্রকৃতি জ্যোতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,মহেশ্বর,বৌদ্ধ ধর্ম্মে সেইরূপ ত্রিরত্ন,মঞ্জুশ্রী বা ব্রহ্মা, অবলোকিতেস্বর বা পদ্মপাণি,বিষ্ণু এবং অমিতাভ বা মহেশ্বর মহাদেব! নেপালে পরব্রহ্ম স্বরূপ আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণের মধ্যে যেমন উপনয়ন প্রধান সংস্কার। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের শিরোমুণ্ডন এবং মস্তকোপরি তিনটী শ্রেণী করিয়া তিনটী তিনটী নয়টী গোলাকার জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা অর্থাৎ তপ্ত মুদ্রা রচিত যে সংস্কার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা ভিক্ষুগণের প্রধান সংস্কার কায় দণ্ড,মনোদণ্ড,বাক্‌দণ্ড। যেরূপ এই ত্রিবিধ দণ্ড ধারণ করা দণ্ডী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সেইরূপ জেন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণ ও বর্ত্তমান সময়ে কায় মনো বাক্য সংযমনের জন্য এই সংস্কারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে সাধনায় স্বাতন্ত্র্য নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ সাধনার ক্রম আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও সেইরূপ সাধনার ক্রমের স্তর আছে। মনীষীগণ বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে অন্যতম। হিন্দুধর্ম্মের সাধনায় যত প্রকার স্তর আছে, বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রায় অনেক গুলি গৃহীত হইয়াছে, অধিকন্তু হিংসাবর্জ্জিত সাধনায়, ধ্যান ও সমাধি বিষয়ে অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল স্তর ভেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু ধর্ম্মের সহিত উচ্চ অঙ্গের সাধনা বিষয়ে কোন-প্রকার পার্থক্য নাই।

বুদ্ধদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সে সমস্তই আর্য্য শাস্ত্রের উপদেশ। নূতন কিছু বলেন নাই, যাহা হিন্দুগণের মধ্যে অপ্র-

চলিত হইয়া পড়িয়া ছিল, যাহাতে, আবার সাধারণ লোকের মতি-গতি পূর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে চলিতে থাকে, এবং বর্ত্তমান হিংসা পূর্ণ কার্য্য হইতে বিরত হয়, এই জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। বেদাদি শাস্ত্রে যাহা নিহিত আছে, সেই তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার পদ্ধতির একটু সংস্কার মাত্র করেন এবং তাহার উপায় এবং প্রত্যেক লোক স্বয়ং যাহাতে সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে, তাহার সুগম উপায় ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক খৃঃ পূর্ব্বে ৪৪ অব্দে নির্ম্মিত, শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব লাভের যে প্রতিমূর্ত্তি আবিস্কৃত হইয়াছে, "তাহাতে বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে, শুদ্ধাবাস ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আসীন আছেন"। এই বোধিবৃক্ষ কি বস্তু? এবং শুদ্ধাবাস ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দেবতা কাহারা? ব্রহ্মা বা অগ্নি (ভূমি)এবং বজ্রী ইন্দ্র প্রাণ বা বায়ু, অন্তরীক্ষ রূপে যাহাতে চন্দ্রমা অধিষ্ঠিত। বোধি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রদাতা সবিতা। তবে বোধিবৃক্ষ কি বাস্তবিক কোন বৃক্ষ বা রূপক ভাবে এই সত্যেরই অবতারণা করিয়াছেন? বুদ্ধদেব বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সেই জন্য উপনিষদ্ হইতে প্রসিদ্ধ অশ্বত্থের কথাই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন—বোধিবৃক্ষ সাধারণতঃ অশ্বত্থবৃক্ষকেই নির্দ্দেশ করে। এই বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে, "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুভ্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃত-মুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।" ১।৩ বল্লী ২ অ। কঠ

এই সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল উর্দ্ধদিকে, শাখা নিম্ন দিকে এই বৃক্ষের মূল শুভ্র, ব্রহ্ম এবং অমৃত স্বরূপ। সকল ত্রিলোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে

পারে না। বেদাদিতে সান্ত ও অনন্ত ত্রিলোকের কথা বহু আছে।

গীতাও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ১। ১৫।

সুতরাং অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে, শাখা নিম্নে বিস্তৃত। ছন্দ অর্থাৎ বেদই যাহার পত্র তাঁহাকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ যিনি এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষকে জানেন তিনিই বেদজ্ঞ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষ জ্ঞান বা বোধির প্রতীক symbol মাত্র। অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে এইরূপ প্রতীক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহুদির মধ্যে ক্রস্ বা বৃক্ষ পূজা যদি ও পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু প্রতীক শাস্ত্রে এই বৃক্ষ ও ক্রস এক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। Spirit-matter. The cross and the tree are identical and synonymous in symbolism. Secret Doctrine vol II. P. 622. এই বৃক্ষকে সনাতন কেন বলে তাহার উত্তরে Madam Blavatsky বলেন, The vital force, that makes the seed germinate. burst often and throw out shoots, then form the trunk and branches, which in their turn, bend down like the boughs of the Ashvattha, the holy tree of Bodhi, throw their seed out take root and procreate other trees—this is the only force that has reality for him, as it is the never dying Breath of life.

শক্তিরূপে, বীজ হইতে যে ধারাবাহিক প্রবাহ ক্রমে, বেদ, বা

বোধি, বা প্রজ্ঞা চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে, অবস্থিত হইয়া, সাধন করিলে এই বোধি লাভ হয়। এই প্রজ্ঞার প্রবাহই বোধি-বৃক্ষ। অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা অশ্বত্থের যেমন বিশেষত্ব,হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং হিন্দু শাস্ত্র মধ্যে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সহিত কদম্ব ও সূর্য্যের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ খৃষ্টান শাস্ত্রে Bibleএ দেখিতে পাওয়া যায়—Jesus এবং Nathanaelএর কথোপকথনে আছে "Verity Verily we say unto you "Hereafter we shall see heaven opened under the *mystic fig tree* and the Angzls of God ascending and descending upon the Son of man. *John.* তাহা হইলে, হিন্দু শাস্ত্রে, অশ্বত্থ ও কদম্ব যাহাতে অসংখ্য গ্রহের ন্যায় অনেক পুষ্প হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোধিবৃক্ষ, এবং খৃষ্টান শাস্ত্রে Mystic fig tree এ সমস্তই এক কথা।

বৌদ্ধ মহায়ান সম্প্রদায় মধ্যে যে অমিতাভের বিবরণ আছে, তাহাতে উল্লেখ আছে, যে Kwanshiyin কোয়ান্সিয়িং এবং Tashishi টাসিসি এই দুই বোধিসত্ব ত্রিলোক মধ্যে নিজ জ্যোতি বিকীরণ করিয়া থাকেন। সেই জ্যোতি, যোগীগণের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হয়। যোগীগণ ও তাঁহাদের সেই শিক্ষালাভ করিয়া সাধারণ মনুষ্যগণের মধ্যে তাহার প্রচার করেন। অমিতাভের করুণাই সেই জ্যোতি বিকীরণ কার্য্যের একমাত্র হেতু। যে তিন লোকে তাঁহার জ্যোতি বিকীরণ করেন তাহা হিন্দু শাস্ত্রের ভাষায় "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"তাহা সান্ত ও অনন্ত জগতে পরিদৃশ্যমানপৃথিবী,(অগ্নি) চন্দ্র ও সূর্য্য এবং ইহাদেরই সূক্ষ্ম ও কারণ ভাব মাত্র।

অমিতাভ বলিতে অনন্তকাল বা দিক্‌কে বুঝায়, সুতরাং তিনি

অনন্ত ও অনাদি। অনন্তকে ত্রিগুণদ্বারা জানা যায় না; তিনি "অবাঙ্‌মনসোগোচর" ব্রহ্মস্থানীয়। পূর্ব্বে যে এই অমিতাভের সহিত দুই বোধিসত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই দুই বোধিসত্ব সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি স্থানীয়। আর তিন লোক তম, রজ, সত্ব, স্থানীয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপ। অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ।

বৌদ্ধধর্ম্মে ত্রিবিধ শরীরের কথা দেখিতে পাওয়া যায় নির্ম্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্ম্মকায়।

নির্ম্মাণকায় সম্বন্ধে, এইরূপ বর্ণিত আছে, যিনি নির্ম্মাণকায় ধারণ করেন তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ অমিতাভের একজন আধিকারিক দেবতা, তাহার কার্য্য কি?

He gives himself to the immediate service of the Logos, to be used by him in any part of the *Solar system.* His servant and messenger. Who lives but to carry out his will and to do his work over the whole of the system, which He rules. "The Master and the Path" P. 236

অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের স্থানীয় হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে এক এক সৌর জগতের, প্রতিস্থানে, অবস্থিত হইয়া তাঁহার সেবক ও দূতরূপে, সমগ্র সৌর জগতের কার্য্যেই কাল অতিবাহিত করেন। তিনি সৌর জগতের ক্রিয়া শক্তির স্থূল ভাব।

সম্ভোগকায় সম্বন্ধে বলেন—Taking the Sambhoga-kaya Vesture. He may become part of that treasure house of spiritual forces on which the Agents of the Logos draw for their work.

অর্থাৎ সম্ভোগকায়, আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে ব্রহ্মের প্রতিনিধি রূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম ভাব।

The Dharmakaya body is that 'of a complete Buddha Consciousness merged in the Universal Consciousness অর্থাৎ ধর্ম্মকায় যথার্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি, অনন্ত সংবিদে আত্ম সংবিৎ মগ্ন হইয়াছে। ইহাই কারণ ভাব।

Tokio Universityর অধ্যাপক বিখ্যাত Bunyan, Nanju, M. A. যে "জাপানে দ্বাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস" লিখিয়াছেন তাহাতে Shin gon-shu নামক সম্প্রদায়ের মত বর্ণনায় বলিয়াছেন বুদ্ধদেব ধর্ম্মকায়ায় অবস্থিত হইয়া যে অন্তরঙ্গ secret সাধনের উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে মনুষ্য এই প্রাকৃত শরীরে, কায়মনোবাকে, এইরূপ সাধন করিলে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন। সাধনের অবলম্বন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন রূপ ও ভাবনা—ইহাদের প্রতিকৃতি রূপ বজ্রধাতু ও গর্ভধাতু। বজ্রধাতু = বিচার জনিত জ্ঞান এবং গর্ভধাতু বোধি বা প্রজ্ঞা। এই সপ্ত অঙ্গকে, আমরা "ভূমিরাপোনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ" বলিতে পারি। গীতার রাজগুহ্য যোগ অথচ প্রত্যক্ষ ব্যক্ত।

চরক সংহিতায় এই ষড়বিধ বিভাগের বিষয় আছে "কতিধা পুরুষ"। শারীর স্থান দেখুন।

তাহার পর তিব্বত দেশে বুদ্ধধর্ম্ম যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের সহিত বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

তিব্বতে, সকল মন্দির বা বিহারে একটি করিয়া স্তূপ থাকে,

স্তূপ গুলিতে সিদ্ধ পুরুষগণের অস্থাবশেষ বা বুদ্ধ মূর্ত্তি বা বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রোথিত থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মশীল, তাঁহারা কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বা কোন পুণ্যকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া ও এইরূপ স্তুপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

পঞ্চভূতের প্রতীকরূপে এই স্তুপ বা চৈত্ত বা চর্টেন নির্ম্মিত হইয়া থাকে—স্তুপের গঠন প্রণালী এইরূপ। এই স্তুপের পাদদেশ—যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই স্তুপ অবস্থিত, তাহা সমতল নিরেট গাঁথনি মাত্র। তাহাই পৃথ্বীতত্ত্ব। তদুপরে জলযান-নৌকার নিম্নভাগের ন্যায় অর্দ্ধ গোলাকার গঠন অপতত্ত্বের চিহ্ন। তাহার উপরে স্তম্ভের ন্যায় উচ্চ যে অঙ্গ, তাহাই উর্দ্ধগামী অগ্নিতত্ত্ব! তাহার উপর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি যে অংশ স্থাপিত তাহা বায়ুতত্ত্ব। এবং তাহার উপর, তাল পত্রের ন্যায়, যাহা অঙ্কিত তাহাই আকাশ তত্ত্ব। তৃতীয় স্তর অগ্নি তত্ত্বের উপরিভাগে একটি ছত্র সংবদ্ধ থাকে, তাহা রাজছত্রের চিহ্ন।

বিখ্যাত গিয়ানট্‌সি নগরে যে সুবর্ণ বিহার আছে, তাহার উপরিভাগে যে তাম্রখণ্ডে মণ্ডিত সুবৃহৎ ছত্র বিদ্যমান, তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে এরূপ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, যে সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সেইজন্য এই বিহারের নাম সুবর্ণ বিহার হইয়াছে। এই সুবৃহৎ বিহারের অনেকগুলি মন্দির ও তিনটি দীক্ষার প্রকোষ্ঠ আছে। মহায়ান ধর্ম্মে এই তিনটি দীক্ষা প্রকোষ্ঠ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে। সাধারণতঃ তাহার অর্থ এই, প্রথম প্রকোষ্ঠের নাম অবিদ্যা; এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে জ্যোতি দেখিতে পাইবে সেই জ্ঞান বা জ্যোতি আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণ জীবিত রহিয়াছে এবং তাহাতে জীব লয় পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের নাম (অপরা) বিদ্যা। এই প্রকোষ্ঠে স্থিত জ্যোতি বা জ্ঞান আশ্রয় করিয়া স্বার্থ প্রবণ হইয়া জীব যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা ফলোন্মুখ হইলে, দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক ফলের মধ্যেই লালসারূপ সর্প প্রসুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠের নাম প্রজ্ঞা! প্রজ্ঞাকে লাভ করিলে, জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়। তাহার পর জীব অনন্ত অক্ষয় বোধি সমুদ্র নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। এই তিনটি দীক্ষা প্রকোষ্ঠ, প্রণবের তিন মাত্রায় প্রবেশ ভিন্ন কিছুই নহে। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। সান্ত জগতে অগ্নিজ্যোতি বা পৃথিবী, চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ এই তিন অবস্থা ও তিন জগৎ অতিক্রম করিলে তবে অনন্ত, অমাত্র, তুরীয় স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে এই প্রণবই সাধনের প্রধান অবলম্বন। তির্ব্বতে যেমন স্তূপ বা চর্টন আছে, সেইরূপ "মাণ" ও প্রতি মন্দির বা বিহারে অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত কেন, নেপালে এই অসংখ্য মণি,প্রতি বিহারের বা স্তূপে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ম্ভু নাথ, বোধ নাথ, মৎস্যেন্দ্র নাথ, মান নাথ প্রভৃতি মন্দিরে, অসংখ্য মণি বা প্রার্থনা চক্র লম্বিত রহিয়াছে।

"মণি" বা প্রার্থনা চক্র ফাঁপা গোলাকার ঢোলের আকারে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হইতে আরম্ভ করিয়া খুব বড় আকারেরও হইয়া থাকে, তাম্র বা রৌপ্য নির্ম্মিত হয়—এবং একটি লৌহ শলাকার উপরে ঐ চক্র এরূপ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়—যে ইচ্ছা মাত্রেই ঐ চক্র ঘুরাইতে পারা যায়। চক্রের বা মণির বাহিরের দিকে দেবনাগর অক্ষরে "ওঁ মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্র

খোদিত আছে। ইহার অর্থ এই যে আমার হৃদয় পদ্মের মধ্যে যে মণি বা জ্যোতি রহিয়াছে, তাহা আমি স্বয়ং। সেই তাম্র বা রৌপ্য আধারের মধ্যে স্তোত্র, পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থের সার বচন, ধারণী, মন্ত্র প্রভৃতি ন্যস্ত থাকে। চক্র বামদিক হইতে দক্ষিণাবর্ত্তরূপে সর্ব্বদা ঘুরাইবার নিয়ম। অন্যভাবে ঘুরাইলে তাহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইয়া থাকে।

তিব্বতবাসী নরনারীগণ এই ধর্ম্ম চক্র ঘুরাইবার জন্য দিবা-রাত্রের মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। জপ ও চক্র-ঘূর্ণন একই ফলপ্রদ। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া, মৃগদাবে (সারনাথে) প্রথম "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" সূত্র প্রচার করেন—এই ধর্ম্মচক্রের ঘূর্ণন তাহারই প্রতীক মাত্র। "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের অনেক প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। "পদ্মের অভ্যন্তরে যে মণি বিদ্যমান, তথায় আদি বুদ্ধ অবস্থিত। আদি বুদ্ধ পদ্মের উপর সমাসীন। পদ্ম, বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক মাত্র। পদ্মের মূল-মৃত্তিকায় নিহিত থাকে। মৃত্তিকার অর্থাৎ পৃথিবীর অধিবাসীগণের, (মৃত্তিকা = ভূলোক) সহিত সেইজন্য ইহার তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভের জন্য যখন বিশেষ অভিলাষ করেন সেই সময় সেই ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিয়া অবলো-কিতেশ্বর, ভুবর্লোকের ঊর্দ্ধে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন। ভুব-র্লোক জলময় দেশ। তাহা অতিক্রম করিয়া আকাশময় প্রদেশে, স্বর্গলোকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে ধর্ম্ম পরিণতি লাভ করিয়া পূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, পদ্ম পুষ্প, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ, এই তিন তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে। এই জন্যই ধর্ম্মসাধনে পদ্মের সহিত তুলনা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

"ওঁকার" হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহার অর্থ অনেক প্রকার। ইহা হিন্দুগণের বেদের সার, মন্ত্রের ও সার। অ, উ, ম, এই ত্রিবর্ণের যোগে ওম্ বা ওঁ মাত্র হইয়াছে। অ এবং উকার যোগে ও এবং ম্ তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। হিন্দু মতে প্রণব ঈশ্বর বাচক এবং ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আরও প্রাচীনতর ইহার এক ব্যাখ্যা, প্রচলিত আছে যথা—অ অগ্নি; উ অর্থে বরুণ; এবং ম অর্থে মরুৎ অর্থাৎ বায়ু।

এই মণি বা চক্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহার সহিত সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সূর্য্যের পথই দেবযান ও শুক্রগতি এই চক্রের সাধন। তাহা ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৫১।৪ শতপথব্রাহ্মণ, গৃহ্য সূত্র, প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বত রোপনিষদে আছে—

> সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে,
> তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।

জীব, আপনাকে ও নিয়ন্তাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে পৃথক মনে করিয়া, সেই সর্ব্বজীবাধার ও সকলের লয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয়। তাঁহা দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মা দ্বারা উপকৃত হইয়া তৎপরে, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

চক্র ক্রমাগত স্বভাবত: ঘূর্ণিত হইতেছে, কখনও তাহার বিরাম নাই। এই বৃহৎ ব্রহ্ম চক্রের ক্ষুদ্র ভাব এক বৎসরে দিবাকর ও দ্বাদশ রাশি চক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রচার ক্ষেত্রে মৃগদাব অর্থাৎ বারানসীতে যে অবলোকিতেশ্বর বৃহৎ ছত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দ্বাদশ রাশি চক্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

১১। নির্ব্বাণ—তাহার পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইলেন, অবসানের পূর্ব্বেই মার তাহার নিজের অবসর জানিয়া শূকর মাদ্দবরূপে (ব্যাঙের ছাতা) তাঁহাকে কবলিত করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বজাতীয় সকলকে— জ্যোতির আনুসঙ্গিক দিগকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু শেষ সন্ধ্যায় রক্তবর্ণ মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন।

১২দ্বাদশ—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তিনি নিজে পশ্চিম দিকে শেষ কিরণ বিকীরণ করিয়া প্রজ্বলিত চিতার ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। কেবল মাত্র দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত মেঘ মণ্ডল,সেই দেবতার চিতার শেষ নির্ব্বাপন করিলেন।

বুদ্ধ জীবনের সহিত সূর্য্যের এই দৈনন্দিন জীবনীর এইরূপ বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, এবং সূর্য্য পূজা উপলক্ষ্য করিয়া বুদ্ধজীবনী সংকলন করা হইয়াছে। অনেকেই বুদ্ধ বলিতে, সূর্য্যের বা জ্যোতির এই দ্বাদশ অবস্থা মনে করেন। বুদ্ধদেবের জীবনীতে, এই দ্বাদশ অবস্থা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র লেখকগণের মধ্যে "অশ্বঘোষ"ও সংস্কৃত "বুদ্ধ চরিতে" এই অবস্থা গুলি বর্ণন করিয়াছেন। তবে সে গুলি স্পষ্ট ভাবে, সূর্য্যের সহিত সংবদ্ধ, এরূপ ভাবে বর্ণন করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা এই জ্যোতির দ্বাদশ অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা সূর্য্যের অবস্থান্তর বর্ণনা মনে করিয়া বুদ্ধ জীবনীকে লইতে পারেন।

অন্য সাধারণের ন্যায় তাঁহার জন্ম গ্রহণ হয় নাই। তিনি স্বেচ্ছায় মাতৃগর্ভে, স্বর্গের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণে দেব মনুষ্য সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল, এমন কি তরুলতাগণও দেব ও মনুষ্যগণের সহিত অবনত

ভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। যদিও এ সকল ভাব বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত নাই কিন্তু পূর্ব্বাপর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহিত সূর্য্যদেবের যে আখ্যায়িকা প্রচলিত :আছে তাহা প্রায় অনেক ধর্ম্মের মধ্যেই একই ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় সকল ধর্ম্মের আদিম অবস্থায়, সূর্য্যদেবের সহিত ভগবানের বিশেষ সম্বন্ধ ও এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী—গ্রহ, (অগ্নি)চন্দ্রজ্যোতি বা উপগ্রহ এবং স্বয়ং সূর্য্য বা সৌরকেন্দ্র,এই ত্রিবিধ প্রকাশের অবয়ব এই সৌর জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। Three sorts of masses in the Universe" । গ্রহ এবং উপগ্রহ এবং সূর্য্য এই ত্রিবিধ প্রকারের পদার্থই সৌর ব্রহ্মাণ্ডেও বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ পদার্থ ভিন্ন আর অন্যবিধ কোন পদার্থ নাই, অন্য যাহা কিছু আছে তাহা এই তিন পদার্থ বা জ্যোতির অন্তর্গত;ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ ভিন্ন অন্য পদার্থ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় নাই। Suns, planets, and satellites অনন্তজগতেও এই ত্রিবিধ পদার্থ বিদ্যমান।

বৌদ্ধধর্ম্মে, অন্তরঙ্গ সাধন আছে, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না, আনন্দের সহিত কথোপকথনে, এই বিষয়ে জানা যায়: তাঁহার অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম সাধনের উপদেশ সমস্তই ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গৃহীত। এই গুপ্ত বিদ্যা কিছু লোপ পাইয়াছে কিন্তু কিয়দংশ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহা "মহাযান" নামে খ্যাত। এই মহাযানে "যে ধর্ম্ম চক্র সাধন" প্রথা প্রচলিত আছে তাহাই আমরা সংকলন করিয়া দেখিতেছি।

বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষতঃ মহাযান পন্থায়—"তিন" এই কথাটীর

বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিরত্ন, ত্রিদেব, ত্রিস্কন্ধ, ত্রিযান প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে! হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ ত্রিগুণময় তিন প্রকৃতি জ্যোতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বৌদ্ধ ধর্ম্মে সেইরূপ ত্রিরত্ন, মঞ্জুশ্রী বা ব্রহ্মা, অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণি, বিষ্ণু এবং অমিতাভ বা মহেশ্বর মহাদেব! নেপালে পরব্রহ্ম স্বরূপ আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণের মধ্যে যেমন উপনয়ন প্রধান সংস্কার। বৌদ্ধ ভিক্ষু-গণের শিরোমুণ্ডন এবং মস্তকোপরি তিনটী শ্রেণী করিয়া তিনটী তিনটী নয়টী গোলাকার জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা অর্থাৎ তপ্ত মুদ্রা রচিত যে সংস্কার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা ভিক্ষুগণের প্রধান সংস্কার কায় দণ্ড, মনোদণ্ড, বাক্‌দণ্ড। যেরূপ এই ত্রিবিধ দণ্ড ধারণ করা দণ্ডী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সেইরূপ জেন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণ ও বর্ত্তমান সময়ে কায় মনো বাক্য সংযমনের জন্য এই সংস্কারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে সাধনায় স্বাতন্ত্র্য নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ সাধনার ক্রম আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও সেইরূপ সাধনার ক্রমের স্তর আছে। মনীষীগণ বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে অন্যতম। হিন্দুধর্ম্মের সাধনায় যত প্রকার স্তর আছে, বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রায় অনেক গুলি গৃহীত হইয়াছে, অধিকন্তু হিংসাবর্জ্জিত সাধনায়, ধ্যান ও সমাধি বিষয়ে অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল স্তর ভেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু ধর্ম্মের সহিত উচ্চ অঙ্গের সাধনা বিষয়ে কোন-প্রকার পার্থক্য নাই।

বুদ্ধদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সে সমস্তই আর্য্য শাস্ত্রের উপদেশ। নূতন কিছু বলেন নাই, যাহা হিন্দুগণের মধ্যে অপ্র-

চলিত হইয়া পড়িয়া ছিল, যাহাতে আবার সাধারণ লোকের মতি-গতি পূর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে চলিতে থাকে, এবং বর্ত্তমান হিংসা পূর্ণ কার্য্য হইতে বিরত হয়, এই জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। বেদাদি শাস্ত্রে যাহা নিহিত আছে, সেই তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার পদ্ধতির একটু সংস্কার মাত্র করেন এবং তাহার উপায় এবং প্রত্যেক লোক স্বয়ং যাহাতে সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে, তাহার সুগম উপায় ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন!

রাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক খৃঃ পূর্ব্বে ৪৪ অব্দে নির্ম্মিত, শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব লাভের যে প্রতিমূর্ত্তি আবিস্কৃত হইয়াছে, "তাহাতে বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে, শুদ্ধাবাস ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আসীন আছেন"। এই বোধিবৃক্ষ কি বস্তু? এবং শুদ্ধাবাস ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দেবতা কাহারা? ব্রহ্মা বা অগ্নি (ভূমি)এবং বজ্রী ইন্দ্র প্রাণ বা বায়ু, অন্তরীক্ষ রূপে যাহাতে চন্দ্রমা অধিষ্ঠিত। বোধি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রদাতা সবিতা। তবে বোধিবৃক্ষ কি বাস্তবিক কোন বৃক্ষ বা রূপক ভাবে এই সত্যেরই অবতারণা করিয়াছেন? বুদ্ধদেব বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সেই জন্য উপনিষদ্ হইতে প্রসিদ্ধ অশ্বথের কথাই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন—বোধিবৃক্ষ সাধারণতঃ অশ্বথবৃক্ষকেই নির্দ্দেশ করে। এই বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে, "উর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বথঃ সনাতনঃ। তদেব শুভ্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃত-মূচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।" ১।৩ বল্লী ২ অ। কঠ

এই সনাতন অশ্বথ বৃক্ষের মূল উর্দ্ধদিকে, শাখা নিম্ন দিকে এই বৃক্ষের মূল শুভ্র, ব্রহ্ম এবং অমৃত স্বরূপ। সকল ত্রিলোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে

পারে না। বেদাদিতে সান্ত ও অনন্ত ত্রিলোকের কথা বহু আছে।

গীতাও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। ১। ১৫।

সুতরাং অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে, শাখা নিম্নে বিস্তৃত। ছন্দ অর্থাৎ বেদই যাহার পত্র তাঁহাকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ যিনি এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষকে জানেন তিনিই বেদজ্ঞ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষ জ্ঞান বা বোধির প্রতীক symbol মাত্র। অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে এইরূপ প্রতীক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহুদির মধ্যে ক্রস্ বা বৃক্ষ পূজা যদি ও পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু প্রতীক শাস্ত্রে এই বৃক্ষ ও ক্রস এক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। Spirit-matter. The cross and the tree are identical and synonymous in symbolism. Secret Doctrine vol II. P. 622. এই বৃক্ষকে সনাতন কেন বলে তাহার উত্তরে Madam Blavatsky বলেন, The vital force, that makes the seed germinate, burst often and throw out shoots, then form the trunk and branches, which in their turn, bend down like the boughs of the Ashvattha, the holy tree of Bodhi, throw their seed out take root and procreate other trees—this is the only force that has reality for him, as it is the never dying Breath of life.

শক্তিরূপে, বীজ হইতে যে ধারাবাহিক প্রবাহ ক্রমে, বেদ, বা

বোধি, বা প্রজ্ঞা চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে, অবস্থিত হইয়া, সাধন করিলে এই বোধি লাভ হয়। এই প্রজ্ঞার প্রবাহই বোধি-বৃক্ষ। অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা অশ্বত্থের যেমন বিশেষত্ব, হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং হিন্দু শাস্ত্র মধ্যে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সহিত কদম্ব ও সূর্য্যের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ খৃষ্টান শাস্ত্রে Bibleএ দেখিতে পাওয়া যায়—Jesus এবং Nathanaelএর কথোপকথনে আছে "Verity Verily we say unto you "Hereafter we shall see heaven opened under the *mystic fig tree* and the Angzls of God ascending and descending upon the Son of man. *John*, তাহা হইলে, হিন্দু শাস্ত্রে, অশ্বত্থ ও কদম্ব যাহাতে অসংখ্য গ্রহের ন্যায় অনেক পুষ্প হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোধিবৃক্ষ, এবং খৃষ্টান শাস্ত্রে Mystic fig tree এ সমস্তই এক কথা।

বৌদ্ধ মহায়ান সম্প্রদায় মধ্যে যে অমিতাভের বিবরণ আছে, তাহাতে উল্লেখ আছে, যে Kwanshiyin কোয়ান্‌সিয়িং এবং Tashishi টাসিসি এই দুই বোধিসত্ব ত্রিলোক মধ্যে নিজ জ্যোতি বিকীরণ করিয়া থাকেন। সেই জ্যোতি, যোগীগণের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হয়। যোগীগণ ও তাঁহাদের সেই শিক্ষালাভ করিয়া সাধারণ মনুষ্যগণের মধ্যে তাহার প্রচার করেন। অমিতাভের করুণাই সেই জ্যোতি বিকীরণ কার্য্যের একমাত্র হেতু। যে তিন লোকে তাঁহার জ্যোতি বিকীরণ করেন তাহা হিন্দু শাস্ত্রের ভাষায় "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" তাহা সান্ত ও অনন্ত জগতে পরিদৃশ্যমানপৃথিবী, (অগ্নি) চন্দ্র ও সূর্য্য এবং ইহাদেরই সূক্ষ্ম ও কারণ ভাব মাত্র।

অমিতাভ বলিতে অনন্তকাল বা দিক্‌কে বুঝায়, সুতরাং তিনি

অনন্ত ও অনাদি। অনন্তকে ত্রিগুণদ্বারা জানা যায় না; তিনি "অবাঙ্‌মনসোগোচর" ব্রহ্মস্থানীয়। পূর্ব্বে যে এই অমিতাভের সহিত দুই বোধিসত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই দুই বোধিসত্ত্ব সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি স্থানীয়। আর তিন লোক তম, রজ, সত্ব, স্থানীয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপ। অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ।

বৌদ্ধধর্ম্মে ত্রিবিধ শরীরের কথা দেখিতে পাওয়া যায় নির্ম্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্ম্মকায়।

নির্ম্মাণকায় সম্বন্ধে, এইরূপ বর্ণিত আছে, যিনি নির্ম্মাণকায় ধারণ করেন তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ অমিতাভের একজন আধিকারিক দেবতা, তাহার কার্য্য কি ?

He gives himself to the immediate service of the Logos, to be used by him in any part of the *Solar system*. His servant and messenger. Who lives but to carry out his will and to do his work over the whole of the system, which He rules. "The Master and the Path" P. 236

অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের স্থানীয় হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে এক এক সৌর জগতের, প্রতিস্থানে, অবস্থিত হইয়া তাঁহার সেবক ও দূতরূপে, সমগ্র সৌর জগতের কার্য্যেই কাল অতিবাহিত করেন। তিনি সৌর জগতের ক্রিয়া শক্তির স্থূল ভাব।

সম্ভোগকায় সম্বন্ধে বলেন—Taking the Sambhoga-kaya Vesture. He may become part of that treasure house of spiritual forces on which the Agents of the Logos draw for their work.

অর্থাৎ সম্ভোগকায়, আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে ব্রহ্মের প্রতিনিধি রূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম ভাব।

The Dharmakaya body is that of a complete Buddha Consciousness merged in the Universal Consciousness অর্থাৎ ধর্ম্মকায় যথার্থ বুদ্ধ মুর্ত্তি, অনন্ত সংবিদে আত্ম সংবিৎ মগ্ন হইয়াছে। ইহাই কারণ ভাব।

Tokio Universityর অধ্যাপক বিখ্যাত Bunyan, Nanju, M. A. যে "জাপানে দ্বাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস" লিখিয়াছেন তাহাতে Shin gon-shu নামক সম্প্রদায়ের মত বর্ণনায় বলিয়াছেন বুদ্ধদেব ধর্ম্মকায়ায় অবস্থিত হইয়া যে অন্তরঙ্গ secret সাধনের উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে মনুষ্য এই প্রাকৃত শরীরে, কায়মনোবাকে, এইরূপ সাধন করিলে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন। সাধনের অবলম্বন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন রূপ ও ভাবনা—ইহাদের প্রতিকৃতি রূপ বজ্রধাতু ও গর্ভধাতু। বজ্রধাতু=বিচার জনিত জ্ঞান এবং গর্ভধাতু বোধি বা প্রজ্ঞা। এই সপ্ত অঙ্গকে, আমরা "ভূমিরাপোনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ" বলিতে পারি। গীতার রাজগুহ্য যোগ অথচ প্রত্যক্ষ ব্যক্ত।

চরক সংহিতায় এই ষড়বিধ বিভাগের বিষয় আছে "কতিধা পুরুষ"। শারীর স্থান দেখুন।

তাহার পর তির্ব্বত দেশে বুদ্ধধর্ম্ম যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের সহিত বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

তির্ব্বতে, সকল মন্দির বা বিহারে একটি করিয়া স্তূপ থাকে,

স্তূপ গুলিতে সিদ্ধ পুরুষগণের অস্থাবশেষ বা বুদ্ধ মূর্ত্তি বা বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রোথিত থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মশীল, তাঁহারা কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বা কোন পুণ্যকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া ও এইরূপ স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

পঞ্চভূতের প্রতীকরূপে এই স্তূপ বা চৈত্ত বা চর্টন নির্ম্মিত হইয়া থাকে—স্তূপের গঠন প্রণালী এইরূপ। এই স্তূপের পাদদেশ—যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই স্তূপ অবস্থিত, তাহা সমতল নিরেট গাঁথনি মাত্র। তাহাই পৃথ্বীতত্ত্ব। তদুপরে জলযান-নৌকার নিম্নভাগের ন্যায় অর্দ্ধ গোলাকার গঠন অপস্তত্ত্বের চিহ্ন। তাহার উপরে স্তম্ভের ন্যায় উচ্চ যে অঙ্গ, তাহাই উর্দ্ধগামী অগ্নিতত্ত্ব! তাহার উপর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি যে অংশ স্থাপিত তাহা বায়ুতত্ত্ব। এবং তাহার উপর, তাল পত্রের ন্যায়, যাহা আঙ্কত তাহাই আকাশ তত্ত্ব। তৃতীয় স্তর অগ্নি তঁত্ত্বের উপরিভাগে একটি ছত্র সংবদ্ধ থাকে, তাহা রাজছত্রের চিহ্ন।

বিখ্যাত গিয়ানট্‌সি নগরে যে সুবর্ণ বিহার আছে, তাহার উপরিভাগে যে তাম্রখণ্ডে মণ্ডিত সুবৃহৎ ছত্র বিদ্যমান, তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে এরূপ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, যে সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সেইজন্য এই বিহারের নাম সুবর্ণ বিহার হইয়াছে। এই সুবৃহৎ বিহারের অনেকগুলি মন্দির ও তিনটি দীক্ষার প্রকোষ্ঠ আছে। মহায়ান ধর্ম্মে এই তিনটি দীক্ষা প্রকোষ্ঠ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে। সাধারণতঃ তাহার অর্থ এই, প্রথম প্রকোষ্ঠের নাম অবিদ্যা; এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে জ্যোতি দেখিতে পাইবে সেই জ্ঞান বা জ্যোতি আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণ জীবিত রহিয়াছে এবং তাহাতে জীব লয় পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের নাম (অপরা) বিদ্যা! এই প্রকোষ্ঠে স্থিত জ্যোতি বা জ্ঞান আশ্রয় করিয়া স্বার্থ প্রবণ হইয়া জীব যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা ফলোন্মুখ হইলে, দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক ফলের মধ্যেই লালসারূপ সর্প প্রসুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠের নাম প্রজ্ঞা! প্রজ্ঞাকে লাভ করিলে, জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়। তাহার পর জীব অনন্ত অক্ষয় বোধি সমুদ্র নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। এই তিনটি দীক্ষা প্রকোষ্ঠ, প্রণবের তিন মাত্রায় প্রবেশ ভিন্ন কিছুই নহে। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। সান্ত জগতে অগ্নিজ্যোতি বা পৃথিবী, চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ এই তিন অবস্থা ও তিন জগৎ অতিক্রম করিলে তবে অনন্ত, অমাত্র, তুরীয় স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে এই প্রণবই সাধনের প্রধান অবলম্বন। তিব্বতে যেমন স্তূপ বা চৈত্য আছে, সেইরূপ "মণি" ও প্রতি মন্দির বা বিহারে অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত কেন, নেপালে এই অসংখ্য মণি,প্রতি বিহারের বা স্তূপে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ম্ভু নাথ, বোধ নাথ, মৎস্যেন্দ্র নাথ, মান নাথ প্রভৃতি মন্দিরে, অসংখ্য মণি বা প্রার্থনা চক্র লম্বিত রহিয়াছে।

"মণি" বা প্রার্থনা চক্র ফাঁপা গোলাকার ঢোলের আকারে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হইতে আরম্ভ করিয়া খুব বড় আকারেরও হইয়া থাকে, তাম্র বা রৌপ্য নির্ম্মিত হয়—এবং একটি লৌহ শলাকার উপরে ঐ চক্র এরূপ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়—যে ইচ্ছা মাত্রেই ঐ চক্র ঘুরাইতে পারা যায়। চক্রের বা মণির বাহিরের দিকে দেবনাগর অক্ষরে "ওঁ মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্র

খোদিত আছে। ইহার অর্থ এই যে আমার হৃদয় পদ্মের মধ্যে যে মণি বা জ্যোতি রহিয়াছে, তাহা আমি স্বয়ং। সেই তাম্র বা রৌপ্য আধারের মধ্যে স্তোত্র, পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থের সার বচন, ধারণী, মন্ত্র প্রভৃতি ন্যস্ত থাকে। চক্র বামদিক হইতে দক্ষিণাবর্ত্তরূপে সর্ব্বদা ঘুরাইবার নিয়ম। অন্যভাবে ঘুরাইলে তাহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইয়া থাকে।

তিব্বতবাসী নরনারীগণ এই ধর্ম্ম চক্র ঘুরাইবার জন্য দিবা-রাত্রের মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। জপ ও চক্র-ঘূর্ণন একই ফলপ্রদ। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া, মৃগদাবে (সারনাথে) প্রথম "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" সূত্র প্রচার করেন—এই ধর্ম্মচক্রের ঘূর্ণন তাহারই প্রতীক মাত্র। "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের অনেক প্রকার অর্থ হইয়া থাকে। "পদ্মের অভ্যন্তরে যে মণি বিদ্যমান, তথায় আদি বুদ্ধ অবস্থিত। আদি বুদ্ধ পদ্মের উপর সমাসীন। পদ্ম, বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক মাত্র। পদ্মের মূল-মৃত্তিকায় নিহিত থাকে। মৃত্তিকার অর্থাৎ পৃথিবীর অধিবাসীগণের (মৃত্তিকা = ভূলোক) সহিত সেইজন্য ইহার তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভের জন্য যখন বিশেষ অভিলাষ করেন সেই সময় সেই ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিয়া অবলো-কিতেশ্বর, ভুবর্লোকের ঊর্দ্ধে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন। ভুব-র্লোক জলময় দেশ। তাহা অতিক্রম করিয়া আকাশময় প্রদেশে, স্বর্গলোকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে ধর্ম্ম পরিণতি লাভ করিয়া পূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, পদ্ম পুষ্প, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ, এই তিন তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে। এই জন্যই ধর্ম্মসাধনে পদ্মের সহিত তুলনা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

"ওঁকার" হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহার অর্থ অনেক প্রকার। ইহা হিন্দুগণের বেদের সার, মন্ত্রের ও সার। অ, উ, ম, এই ত্রিবর্ণের যোগে ওম্ বা ওঁ মাত্র হইয়াছে। অ এবং উকার যোগে ও এবং ম্ তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। হিন্দু মতে প্রণব ঈশ্বর বাচক এবং ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা. বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আরও প্রাচীনতর ইহার এক ব্যাখ্যা, প্রচলিত আছে যথা—অ অগ্নি ; উ অর্থে বরুণ ; এবং ম অর্থে মরুৎ অর্থাৎ বায়ু।

এই মণি বা চক্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহার সহিত সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সূর্য্যের পথই দেবযান ও শুক্লগতি এই চক্রের সাধন। তাহা ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৫১।৪ শতপথব্রাহ্মণ, গৃহ্য সূত্র, প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বত রোপনিষদে আছে—

সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে,
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।

জীব, আপনাকে ও নিয়ন্তাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে পৃথক মনে করিয়া, সেই সর্ব্বজীবাধার ও সকলের লয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয়। তাঁহা দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মা দ্বারা উপকৃত হইয়া তৎপরে, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

চক্র ক্রমাগত স্বভাবতঃ ঘূর্ণিত হইতেছে, কখনও তাহার বিরাম নাই। এই বৃহৎ ব্রহ্ম চক্রের ক্ষুদ্র ভাব এক বৎসরে দিবাকর ও দ্বাদশ রাশি চক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রচার ক্ষেত্রে মৃগদার অর্থাৎ বারানসীতে যে অবলোকিতেশ্বর বৃহৎ ছত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দ্বাদশ রাশি চক্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

story of the shadows, whereas a my th gives a story of the substances that cast the shadows. As above so below ; and first above and then below. Esoteric christianity p. 152. Dr. Besant আরো বলিয়াছেন—The solar myth, then is a story which primarily representing the activity of of the Logos or Lord in the Kosmos, secondarily embodies the life of one who is an incarnation of the Logos or is one of His ambassador.

সূর্য্যদেবকে লইয়া আমাদের যে সকল আধিদৈবিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা প্রথমতঃ শব্দ বা শব্দ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ তাহা অবলম্বন করিয়া, শরীরীরূপে অবতার ভাবে বা সেই তত্ত্বরূপে তিনি আবিভূ‘ত হন। তাঁহাকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবতারগণের ক্রিয়া, বৈচিত্র্য ধারণ করিয়াছে।

সূর্য্যদেবের জন্মের সম্বন্ধ এই সার কথা। বৎসরের মধ্যে ষন্মাস তাঁহার জন্ম ও বৈচিত্র্য ক্রিয়া, এবং পরবর্ত্তী ছয় মাস কাল তাঁহার সেই ভাব রক্ষণ ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা। তিনি সাধারণতঃ পৌষ মাসে যখন দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়, সেই সময় ৯ই পৌষ রাত্রি দ্বিপ্রহরে কন্যা রাশির উচ্চ আকাশে উদিত হন। তখন ঊষা-কুমারী, কন্যার উদয়ের সহিত সূর্য্যদেবকে প্রসব করিয়া ও কুমারীভাব পরিত্যাগ করেন না। কারণ কন্যা (দেবকুমারী) রাশি—সূর্য্যদেব তাঁহার নিকট প্রতিগমন করিলেও তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন বা পরিম্লান ভাব হয় না।

প্রাচীনকালের কন্যা রাশির যে ছবি হইত, "তাহাতে কেবল মাত্র একজন স্ত্রীলোক শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে", এইরূপ অঙ্কিত থাকিত। এই মূর্ত্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন মিসরদেশে দেবজননী, আইসিস্ নিজপুত্র হোরসকে লালন করিতেছেন। ভারতে দেবমাতা দেবকী অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া আছেন—বেথেলহ্যামে মেরী, পুত্র যিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন। এ সমস্তই সেই সূর্য্যদেবকে ও তাহার কয়েক মাসের গতিকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণকে বুঝান হইয়াছে শীত ঋতুর এই প্রথম বড়দিন অবলম্বন করিয়া যিশুর জীবনী রচিত হইয়াছে। মিসরদেশে এই দিনেই **মিত্রের** জন্ম হয়, হোরসের জন্মও বিশেষ আনন্দ উৎসবের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মিসর দেশে হোরসের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা এক রহস্যময় ব্যাপার। অন্য দেশে এই দিনে সূর্য্যের জন্ম বলিয়া উৎসব হইয়া থাকে।

বুদ্ধের জন্মের এইরূপ এক ইতিবৃত্ত আছে। ভারতবর্ষে যে সকল বুদ্ধচরিত সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে যদিও এবিষয় বর্ণিত হয় নাই কিন্তু চীনদেশের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, **কুমারী** মায়াদেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেল্‌টিক্ দেশের পর্ব্বত উপরে এই দিন অগ্নি প্রজ্জ্বালনের প্রথা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ অগ্ন্যুৎসবের নাম বেল, বল বা বাল, এ সকলের অর্থ সূর্য্যদেবতা, যদিও এখন এ গুলি যিশুর সম্মানের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ক্রিশ্চানেরা এই বিষয় জানিয়া আরও আনন্দ প্রকাশ করিবেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই দিবসে উৎসব হইয়া থাকে—এ উৎসব পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সর্ব্ব জাতি মধ্যে প্রচলিত। সূর্য্যদেবকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর

সর্ব্বত্র এই সত্যের প্রচার হইয়াছে। খৃষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানও চৈত্র মাসে হইয়াছে—এই সময়ে মিসরদেশে ওসিরিস্, টাইফনের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ করা হয় "তিনি যেন ব্রহ্মাণ্ডের চক্রবালে দুই বাহু বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। মিত্রের মৃত্যু এইরূপ ভাবে পারস্য দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এবং গ্রীকদেশে বেকস ও ডাওগিসিয়স্ এর মৃত্যু এইরূপে এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এই সকল দেশে এই সকল দেবগণের মৃত্যুর অবসাদের কিয়ৎকাল পরেই আবার তাঁহাদের পুনরুত্থানের অনুষ্ঠান বেশ আনন্দ উৎসবে পরিণত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীন মেক্‌সিকো, মিসর, পারস্য, বাবিলন, আসিরীয়া, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে চল্লিস দিনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ইহাই সূর্য্যদেবের সহিত যিশুর জীবনীর সম্বন্ধ। গ্রীষ্টকে লইয়া যিশু ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও তাঁহাতে গ্রীষ্টের আরোপ করা হয়। গ্রীষ্ট সূর্য্যদেবতা! সকল দেশে এই গ্রীষ্টের পূজা হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলে, গ্রীষ্টের রহস্য ভেদ হইবে। সূর্য্য ও গ্রীষ্ট এক। উভয়েরই রহস্য সকল দেশে পণ্ডিত ও সাধকগণ অনুশীলন করিয়া থাকেন।

অনন্ত জ্যোতিঃ সাগরের যে অংশ টুকু মাত্র আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়, তাহার বিষয় বলা হইল, কিন্তু অদৃশ্য, জ্যোতির বিষয়ে কেবল মাত্র আভাস প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইব। অব্যক্ত অদৃশ্য জগতের অতি সামান্য অংশ ব্যক্তরূপে আমরা দেখিতে পাই।

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ এই অদৃশ্য, অব্যক্ত জগতের বিষয় ব্যক্ত জগতের উন্নত মানব মণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ করেন! এই অধ্যাত্ম

জগৎ অতি রহস্যময়, সকল অধ্যাত্ম ধর্ম্মের সার, সকল বিজ্ঞানের সার, সকল দর্শনের সার ও সকল সাধনার সারভূত এই অধ্যাত্ম রহস্য। সকল সিদ্ধ, মহাত্মাকেও এই রহস্যভেদ করিতে হইয়াছে।

পরমাত্মার "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" অবস্থা, স্থূলভূতে চৈতন্যের অবতরণ, ইহাই দৃশ্য জগতে সূর্য্যদেবের অভিব্যক্তি! তাহাই তাঁহার স্থূলমূর্ত্তি। তিনি বিশেষভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন সেই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী"। এবং এই জন্য সৌর মণ্ডল আশ্রয় করিয়া খ্রীষ্টের এই রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে খ্রিষ্টীয় ত্রিত্ব শব্দের ঈশ্বরও এই সূর্য্যস্থানীয় এবং দ্বিতীয় দেব খ্রীষ্ট পুত্র স্থানীয়। সূর্য্যদেবই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ। সূর্য্যদেব ভূমা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী। খ্রীষ্ট অণু পিণ্ডাণ্ড বাসী। যিশু মানব, তাঁহার অন্তরে বীজরূপে এই দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রহ্মের অংশ, জীবভূত খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণই মানবের দ্বিজত্ব লাভ। 'প্রথম দীক্ষা লাভের সময় এই খ্রীষ্টের বীজ প্রত্যেক জীব হৃদয়ে উপ্ত হয়। তাহার পর তাহাই ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। কায় মনো বাক্যে, সৎ চরিত্র মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে তাহা রক্ষা, পুষ্টি ও বর্দ্ধন করিয়া পূর্ণ খ্রীষ্টত্ব লাভ করেন, দীক্ষা ও অভিষেক দ্বারা তাহার উন্মেষ ও প্রসার লাভ হয়। গ্রীকগণের খ্রীষ্টস্ Christos তত্ত্ব ইহাই! এবং আর্য্যগণের ইহাই বরেণ্যভর্গ। জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। পবিত্রাত্মা বা Holy ghost তৃতীয় পুরুষ বা তত্ত্ব। the Holy ghost descended on the Apostles as cloven tongues like as of fire. Thess 1. 7. 8. এই পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধের একীকরণ, এই পবিত্রাত্মা দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে!

এই ত্রিনিতি Trinity বা ত্রীত্ববাদ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বা তমঃ, রজঃ, সত্ব এই ত্রিবিধ জগতেই বিদ্যমান।

বাইবেলে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দুই একটির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতেছি যেমন "precious in the sight of the Lord, is the death of his saints. কিম্বা যখন St. Paul বলিয়াছেন, যে আমি স্বর্লোকের তৃতীয় স্বর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া, ঈশ্বরের যত কিছু গুহ্য জ্ঞান ও বিমল আনন্দ আছে, আমি তাহা সকলই প্রাপ্ত হইয়াছি। কিম্বা Angels see the face of my father. "দেবগণই কেবল মাত্র আমার পিতাকে দেখিতে পায় অন্য কেহ পায় না" এই উক্তিতে প্রমাণ হইতেছে স্বর্গলোক, ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ লোক প্রত্যেকেই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত। এবং দেব ও যোগীগণের মধ্যেও সূর্য্য, চন্দ্রমা, ও পৃথিবী ভেদে প্রত্যেকের তিন তিন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বেদে ও এই ত্রিবিধ লোকের ও দেবাসুর সম্বন্ধে কথা অনেক পাওয়া যায়। Dragon ও Satan ই বেদে অসুর বলিয়া কথিত।

বাইবেলে লিখিত আছে। "প্রথমে ঈশ্বর দ্যৌঃ বা স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন "God created Heaven and Earth Gen. I. (2) The Earth was without form and void and darknes was upon the face of the deep (3) Let there be a firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters. In the beginning there was Word and the Word was with God and Word was God. এবং Man's

body is made out of the slime of the Earth and his soul from the breath of God প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের অবতারণা উল্লেখ আছে,তাহা হিন্দু শাস্ত্রের সহিত এক। ইহাতে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রথমে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার শ্রুতি প্রমাণ "এই দ্যাবা—ভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" এক মাত্র দেব দিব্যলোক বা সূর্য্য এবং ভূমি বা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বের কর্ত্তা, এবং ত্রিভুবনের পালন কর্ত্তা। 'যোঽন্তরিক্ষো রজসো বিমানঃ।'

(২) পৃথিবী অন্ধকারময়, তাহার কোন আকার ছিল না আর্য্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

আসীদিদন্তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। মনু। ১।৫।

"এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসার একদিন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়। কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় নয়, তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল"। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেকেতং সলিলং" ইত্যাদি।

(৩) And the spirit of God moved over the face of the Waters"।

অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। মনু ১।৮

"অচিন্ত্য পুরুষ" ধ্যানযোগে প্রথমতঃ কারণবারি সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তি বীজ অর্পণ করিলেন।

পরে সূর্য্য ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় বাইবেলে লিখিত আছে যে God Almighty measures Heaven with the palm of his hand ! জীব সম্বন্ধে এই pentagon এর উল্লেখ করিয়াছেন! ভগবানের হস্তের পঞ্চশক্তির দ্বারা এই দ্যাবা পৃথিবীকে পরিমিত করিলেন অর্থাৎ হস্তের মধ্যে পঞ্চ অঙ্গুলি আছে তাহার দ্বারা এই নির্দ্দেশ করিলেন, এই পঞ্চ অঙ্গুলীর ন্যায়, পঞ্চ শক্তির কার্য্য এই বিশ্বে নিহিত রহিল, এই পঞ্চবিধ শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন। এই বিষয় আর্য্য শাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্বেদের সেই অদিতি পঞ্চ জনাাঃ" স্মরণ করাইয়া দেয়। অমৃত বিন্দু উপনিষদে এই পঞ্চ প্রাণের, উল্লেখ আছে।

আদিত্যই প্রাণ—প্রশ্ন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

বৈশেষিকে ইহাই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কূর্ম্ম শক্তি বা পঞ্চবিধ শক্তি,পুরাণ মতে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল শাস্ত্রে এক বাক্যে এই পঞ্চবিধ শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বাইবেলে তাহাই উক্ত হইয়াছে ! এই পঞ্চবিধ শক্তি সূক্ষ্ম ভাবে যাহা ছিল তাহাই স্থূল ভাবে পঞ্চবিধ ভূত রূপে পরিণত হইয়াছে ! এবং তাহাতেও পঞ্চ বিধ শক্তির ক্রিয়া হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরাও এই প্রধান পঞ্চ বিধ শক্তিকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সূর্য্য হইতে যে জ্ঞান জ্যোতি বিকীরণ হইতেছে, সেই রশ্মির ধারা অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান শিখরে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন তথায় অন্য সাধারণে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, তিনি জ্ঞানশিখর হইতে সেই সর্ব্বোচ্চভাব অবলম্বন করিয়াই উপদেশ দিতেন। ইহাই সুমেরু পর্ব্বত।

হিন্দু শাস্ত্র মধ্যে ঠিক এইরূপ উপদেশ আছে, যথা—

প্রজ্ঞা প্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।

যেমন উত্তুঙ্গ শৈলশিখরস্থিত পুরুষ ভূমিস্থ ব্যক্তিগণকে আপনার নিম্নে অবলোকন করে এবং আপনাকে সর্ব্বোপরি দর্শন করে, সেইরূপ প্রজ্ঞাপ্রসাদ অর্থাৎ জ্ঞানালোকের প্রকর্ষ লাভ করিয়া বিজ্ঞ যোগিগণ স্বয়ং অশোচ্য অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া অপর সকল অজ্ঞ পুরুষকে রোরুদ্যমান দর্শন করেন।

বাইবেলে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে "ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছেন গাঢ় মেঘ পুঞ্জের অন্তরালে থাকিয়া তোমার সহিত কথোপকথন করিব; এমন ভাবে থাকিব, লোক সকল যেন আমাদের কথোপকথন শুনিতে পায় এবং তোমাকে তাহারা চিরকাল এই কথোপকথনের জন্য বিশ্বাস যেন করিতে পারে। St Johuএ উল্লেখ আছে দেখ তিনি মেঘরাজির সহিত আসিয়াছেন, প্রত্যেকেই তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। আরও তাঁহাকে অন্তরভাবে অন্তরে দেখিতে পাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে জলের উপাদান Hydrogen gasএর sphere বলে সেই sphere বা মণ্ডলে সূর্য্য আবৃত। তাহা ভেদ করিলে ভগবৎ স্থানে যাওয়া যায়। এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে,মেঘ গম্ভীর স্বরে প্রকৃতির যে বাক্য ও তাহাই তাঁহার বাক্য এবং সূর্য্যের প্রকাশ তাঁহার শ্রীমুখের অভিব্যক্তি। And his countenance as the Sun shineth in his strength. Rev. I. The Angel of the Lord approached into him in flames of fire, out of the midst of a bush. iii. 3. তাহার বীর্য্য স্বরূপ সূর্য্য দীপ্তি পাইতে লাগিল—ইহাতে স্পষ্টভাবে সূর্য্যের

প্রকাশ যে ঈশ্বরের স্বরূপ তাহা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর স্থূলভাব প্রকাশের উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় (Bush) অর্থাৎ স্থূল আবরণের ভিতর হইতে দেবদূতগণ, জলন্ত অগ্নি শিখার ন্যায় অগ্রসর হইল। এখানে Luminous spheres বা শুদ্ধ সত্ত্ব বুঝিতে হইবে। সম্পূর্ণ ত্রিতত্ত্বে প্রবেশে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

বাইবেলে আরও আছে—the Word was made flesh স্থূল, বিরাটরূপে তিনি অভিব্যক্ত হইলেন। যেমন বৈখরী বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলে, স্থূল শরীর মুখ, জিহ্বাদির সাহায্য না লইলে উচ্চারিত হয় না। সেইরূপ তিনি এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর করিয়া সৃষ্টি করিলেন, ইহাতে তাঁহার সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করিল এবং মানবও পূর্ণত্ব লাভ করিল।

আমরা এক্ষণে Revelationএ যে রহস্যময়ী নারীর কথা বর্ণিত আছে, তাহার আলোচনা করিব। সৌরজগতের ত্রিতত্ত্ব ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। এবং এই তত্ত্ব আয়ত্ত হইলে, মুক্তিলাভও সুলভ হইবে। "The woman clothed with the Sun and on her head a crown of twelve stars—beneath her feet was the Moon and a third part of the stars was drawn by the tail of the Dragon in the earth, she travailed in birth and painted to be delivered" তাহার পর বাইবেলে যজ্ঞের কথা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে Revelation ১৩, ৮। যে "the lamb slain from the foundation of the world" বিশ্বের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মের

অর্থাৎ যজ্ঞ পুরুষের যজ্ঞ বা ত্যাগ। তিনি নিজের স্বরূপ ত্যাগ না কারলে বিশ্বের উৎপত্তি হয় না। সেই জন্য সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ঈশ্বরের জগৎ রচনা; তাঁহার নিজের স্বরূপের নাশ না হইলে হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পুরুষ সূক্তে আছে।

দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্। ৭।

প্রাণরূপ প্রজাপতিগণ, বিরাট পুরুষকে মানস যজ্ঞের দ্বারা পশুত্বে ভাবনা (হনন) করিয়াছিলেন। পুরুষের পশুভাব অর্থাৎ তমভাব নাশ না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্য সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমাকে বা অনন্তকে=সান্তরূপে সীমাবদ্ধরূপে পরিণত করাই যজ্ঞ (That circumscription, that self limitation is the act of sacrifice, a voluntary action done for love's sake, that other lives may be born from Him.

ব্রহ্মের; প্রকৃতির সহিত মিশ্রন, তাঁহার মৃত্যু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

Such a manifestation has been regarded as a death, for, is comparison with the unimaginable life of God in Himself, such circumscription in matter may truly be called death. Esoteric Christianity. P. 177.

প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের যে অংশের মিশ্রন হইল, তাহাই পুরুষ তাহাই ব্যক্ত জগতের মূল উপাদান—তাহা নিগুর্ণ অবস্থা হইতে

স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে বস্তুতঃ তত্ত্ব একই।

প্রকৃতি পুরুষের মিলন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে cross ক্রস নামে অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ spirit and matter.

যে যজ্ঞ কার্য্যের ফলে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই যজ্ঞ প্রতিনিয়ত এখনও হইতেছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক রূপের ও আকারের যে অনন্ত ভেদ রহিয়াছে, সেই আকারের মধ্য হইতে প্রাণ শক্তির, সম্বিৎ—শক্তির ক্রমশঃ বিকাশ সাধিত হইতেছে এক আকার ত্যাগ করিয়া অন্য আকার পরিগ্রহ করিয়া প্রাণ শক্তি ও সম্বিতের পুষ্টি সাধন যজ্ঞের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। যেমন প্রস্তরাদির উদ্ভিদে পরিণতি, উদ্ভিদের ইতর জন্তুরূপে,এবং পরিশেষে ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যরূপে যে পরিণতি, ইহার মধ্যে যে রূপের, শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা কেবল ভিতরের চৈতন্য শক্তির উন্মেষ জন্য। চৈতন্যের=সম্বিদের প্রসারতা লাভের জন্য রূপের বা শরীরের অভিব্যক্তি। স্থূল শরীর যন্ত্র মাত্র। সেই যন্ত্র যাহার যেরূপ সুগঠিত এবং যাহার যন্ত্র, সকল সুর ও স্পন্দন প্রকাশক, তাহার যন্ত্র যেরূপ সকল প্রকার সঙ্গীতের সুর প্রকাশ করিতে পারে; সেইরূপ যিনি জগতের সকল সম্বিদের সহিত নিজের সম্বিদের একত্ব অনুভব করিতে পারিবেন যিনি জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ও তুরীয়ভাবে সকল প্রকার সম্বিদ পূর্ণভাবে আয়ত্ব করিয়াছেন তিনিই এই যজ্ঞ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এইভাবে যিনি কার্য্য করিতেছেন তিনিই যজ্ঞ কার্য্য করিতেছেন।

Bible মুশার (Moses) (Rod) বা দণ্ড লইয়া অনেক রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। মুশায় দণ্ড তাঁহার শক্তি বা জ্ঞানের

পরিচায়ক। "সর্প" ও জ্ঞানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে স্থানে সর্পের প্রতিকৃতি অঙ্কিত, সে স্থানে জ্ঞানের সহিত বিশেষ ভাবে তাহার সম্বন্ধ জানিতে হইবে।

দুইটি সর্প যেখানে দণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে, সেখানে তাহা প্রকৃতি পুরুষাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সর্পই সিদ্ধ মহাত্মাগণের প্রতীক। ইহা হইতে তাঁহারা অমৃতত্ব ও দৈবী জ্ঞান যে লাভ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

খ্রীষ্ট নিজে, সর্প যে জ্ঞান ও ঐশী শক্তির প্রতীক, তাহা বিশেষ রূপে জানিতেন সেই জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন "Be ye wise as serpents and harmless as doves বক্রগতিবিশিষ্ট সর্পের ন্যায় তোমায় জ্ঞানী হও এবং ঘুঘুর ন্যায় নিরীহ হও। মুশা এই দণ্ড দ্বারা কুষ্ঠ রোগীকে ও রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্প গতিশীল। সর্পের স্পন্দনাত্মক গতি হইতে শক্তি এবং জ্ঞান, বিকাশ লাভ করে। এই জন্য সকল প্রাচীন শাস্ত্রে সর্পকে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের প্রতীক কহিয়া থাকেন। গত্যর্থ ধাতু মাত্রেই জ্ঞানাত্মক।

Sermon on the mountএ খ্রীষ্ট যে পর্ব্বতের উপর হইতে লোক সঙ্ঘকে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই ; তিনিই একাকী যে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সেই জ্ঞান পর্ব্বত। serpent. সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

Satan বা Devil. ঈশ্বরের নিম্নগামী বাহির্মুখী শক্তি বিশেষ। অন্তর্মুখী দৈবী শক্তির বিনাশ না হইলে সৃষ্টি হয় না। একমাত্র পরমেশ্বরে **ঐশী শক্তি** একভাবে "সাম্যভাবে"

থাকিলে, স্বষ্টির সম্ভাবনা হয় না। সেই জন্য বিরুদ্ধ শক্তির নিম্নগামী শক্তির (Satan was hurled head-long from heaven) প্রকাশ বা বিকাশ দ্বারা জগৎ স্বষ্টি হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রেও দেব ও দৈত্য বা অসুর এই উভয় শক্তির দ্বন্দ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই দুই শক্তির সাহায্যেই জগতের স্বষ্টি বর্ত্তমান রূপে পরিণত হইতেছে। এই দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র মন্থিত হইয়া, সুধা চন্দ্রাদির উদ্ভব হইয়াছিল। এখানেও বিষ্ণু সেই মন্থনের সহায়, তাঁহাকে অবলম্বন এমনকি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই মন্থন ব্যাপার চলিয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড স্বষ্টির পূর্ব্বে নীহারিকা মাত্র ছিল, তৎপরে আবলে আবর্ত্তিত হইয়া শক্তির কেন্দ্রে সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইলে দ্বাদশ রাশির মধ্যে তাহা পরিস্ফুট হইল। তাহাই শক্তিরূপিণী প্রকৃতির শিরোভূষণ। শক্তির শেষ অভিব্যক্তি চন্দ্রমা। তাই তাহার পদতলে তাঁহার স্থান। ইহার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে শক্তির পরিণাম দ্বারা তাহা হইতে পৃথিবী প্রস্তুত হইল। এই (রূপক) উপমা দ্বারা জগৎ স্বষ্টির ক্রম অতি সংক্ষেপে সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সূর্য্যই হিন্দু শাস্ত্রে বালগোপাল মূর্ত্তি। তাঁহার সহায় সখা দ্বাদশ গোপাল! দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশ গোপাল! বালগোপালরূপই বিষ্ণু রশ্মিতে প্রভাবিত হইয়াই প্রকৃতি আরো স্থূল জগৎ প্রসব করিলেন। এই স্থূল পৃথিবী যখন সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া শান্ত হইল, পঞ্চভূত ও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পাইল এবং সূর্য্য ও চন্দ্র ও পৃথিবী নিজ ২ কক্ষায় অবস্থিত হইল, তখনই জীব বা মানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন স্থূল জগতের পূর্ণতা সাধন হইল। এইবার মুক্তি লাভের উপায়ও উদ্ঘাটিত হইল।

সপ্তম দিনে যিশু স্বর্গ হইতে তাঁহার এক স্বর বা গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই সৃষ্টি বিষয়ে Zoaroster শাস্ত্রে ও উক্ত হইয়াছে যে We delegate our powers of creation to Mittra. অর্থাৎ (আহুর মজদা) বলিতেন "আমরা মিত্রের উপরই সৃষ্টি বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়াছি" এই মিত্র আর কেহই নহে, সূর্য্যদেব। ইহা হইতে এই সৌর জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

Hebrew Bible এ আছে "Ego imii om" or the real man I am om. মানবের প্রকৃতরূপ ওঁকার মাত্র।

পরিশেষে যজ্ঞবিষয়ে Exodus 29. 30. মধ্যে লিখিত আছে the sacrifice of burnt offering and incense in the Altar of shittine wood with sweet spices, Pure frankinsense to be performed throughout generations and the Lord shall meet us and speak unto us. বেদির মধ্যে কুণ্ডে সুগন্ধি দ্রব্য ও সুগন্ধি (সিটীন), কাষ্ঠ সুমিষ্ট মস্‌লা প্রভৃতি বংশানুক্রমে অর্পণ করিবার বিধি রহিয়াছে এবং তাহার পর ভগবান্ নিজে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং আমাদের সহিত কথোপকথন ও করিবেন। যিশু যে দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিলেন তাহার অর্থ ত্রিতত্ত্বে পূর্ণ দীক্ষা লাভ করিলে, যথার্থ যজ্ঞ সাধন করা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টের পূর্ণভাব = ভগবদিচ্ছার সহিত শরণাগতি দ্বারা মানব ও ভগবানের পূর্ণভাবে একত্ব লাভ।

এই যজ্ঞবিধান হইতে এই সৌরজগৎও প্রসূত হইয়াছে ; এবং এই যজ্ঞবিধান সৃষ্টির আদি সময় হইতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বেদে এবং আবস্তায় ও এই যজ্ঞবিধি সেই জন্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিধ্বনি করিয়া Bible এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যিশু নিজেই বলিয়াছেন "Think not that I am come to destroy the Law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfil. Mathew 5-17. আমি, অর্থাৎ Old Testamentএ যাহা আছে তাহার বিরুদ্ধে এবং প্রাচীন বিধির ধ্বংসসাধন বা মহাপুরুষগণের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে আসি নাই—আমি কোন বিষয়েরই ধ্বংস সাধন করিতে আসি নাই, আমি বরং মহাপুরুষগণ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পূর্ণযজ্ঞাহুতি প্রদান করিতেই আসিয়াছি। তাহাদের কার্য্যের পূর্ণতা সাধন জন্য আমার আগমন।

স্বর্গের ইডেন উদ্যানের বিষয় যাহা মুসা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই—The Lord God had planted a garden, eastward in Eden, and he put the first Man whom He had formed, and out of the ground the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food and in that garden the Lord God had brought from the Earth all manner of trees fair to behold and pleasant to eat of; the tree of life also in the middle of the paradise and the tree of knowledge of good and evil."

আরও বাইবেলে যে সকল উক্তি আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলির বাক্যের অর্থে বিশেষ তত্ত্ব নিহিত আছে, যথা—"Precious in the sight of the Lord is the death

of his saints বা যখন St Paul বলিয়াছিলেন যে, that he was wrapped up in the third Heaven in Paradise, where he received all that secret knowledge and joy from God." or "Angels see the face of my Father." সেণ্টপলের উক্তির অর্থ এই যে তিনি স্বর্গের তৃতীয় স্তরে অবস্থিত হইলে, সেই সময় পরমেশ্বর তাঁহার সমুদয় গুহ্য জ্ঞান রহস্য তাঁহার নিকট প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন বা "স্বর্গের দেবদূতগণই আমার পিতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ"। ভগবানের অভিমুখীন হওয়া, অতীব দুর্লভ হইলে সন্তগণের মৃত্যুর পর তাঁহারা ভগবানের সম্মুখে উপনীত হন।"

এই সকল উক্তি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সূর্য্য ও সনক্ষত্র চন্দ্র অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীতে এই angels অর্থাৎ যে দেবদূতগণ আছেন, স্বর্গাদির বিভাগ অনুসারে তাঁহারাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক স্থানে তাঁহারা আবার তিন ভাগে বিভক্তহইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারাই জগৎ পরিচালনার প্রধান অনুচর (Hierarchies) এবং ত্রিবিধ জগতে, প্রত্যেক জগতের মধ্যে ত্রিবিধরূপে অবস্থান করিয়া ভগবৎ কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

আর পূর্ব্বে আমরা যে মুসার স্বর্গ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বেশ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে স্বর্গে, যেরূপ ভাগ বিভাগ আছে এবং স্বর্গে যে সে সকল angel বা দেবদূত আছেন, তাহা ঠিক পৃথিবীর ভাগ বিভাগ ও দেবদূতের অনুরূপ! ১ম Thrones, অর্থাৎ স্থূলভাব পৃথিবীতে, বৃক্ষ সকল।

২য় শক্তিভাব,প্রাণের অভিব্যঞ্জক, যেমন, Tree of life অর্থাৎ জীবন বৃক্ষ !

৩য় Psychic Nature বা জ্ঞানভাব, যেমন, Tree of knowledge অর্থাৎ জ্ঞানবৃক্ষ।

Bibleএ আরও দেখিতে পাই,Heaven অর্থাৎ স্বর্গ ও Paradise স্বর্গোগ্যান উভয়ে এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। as Luke xxii 43, Ezekiel. xxviii. V. B. Rev. xx 1. 2, qs.

Paradise যে অর্থে ব্যবহৃত হয় পারস্য ভাষায় Firdous সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, উভয়ের অর্থ সুখময় রম্যোগ্যান। স্বর্গে রম্যোগ্যানের কথা অনেক ধর্ম্মের শাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর নন্দনকানন, বৌদ্ধের দেবচান শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে।

Bibleএ,mystic fig tree,অধ্যাত্ম উডুম্বর বৃক্ষ। হিন্দুর কদম্ব বৃক্ষ,যাহার তলে শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিয়া ভক্তগণকে আহ্বান করিতেন এবং স্বর্গোগ্যান হইতে যে প্রাণপ্রদ পারিজাত বৃক্ষ আহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহে রোপণ করিয়া ছিলেন তাহাও উহাই।

বৌদ্ধ গ্রন্থে যে বোধি বৃক্ষের উল্লেখ আছে, তাহাতে তিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মা (অগ্নি) ও শুদ্ধাবাস ইন্দ্র (চন্দ্রমা জ্যোতি) দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এই সকল বর্ণনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, স্বর্গ বা স্বর্গোগ্যান ত্রিতত্ত্বে পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে—স্থূল বা caloric বা পার্থিব ভাব, Vital বা প্রাণ actinic বা শক্তিভাব এবং তৃতীয় বা Luminous চেতনাধিক্য ভাব। প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বস্থানে এই ত্রিবিধ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহাকে সত্ব রজ তম বলা হয়, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সহিত চন্দ্র এবং

পৃথিবীতে এই তিন স্থানের মধ্যে দ্রব্য, ক্রিয়া ও গুণের সমষ্টি লইয়া এই ত্রিবিধ ভাব বিরাজ করিতেছে।

পূর্ব্বে যে মুশার তৃতীয় স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে। তাহা সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম ভাগ লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। তাহাই বৈজ্ঞানিকের corona কিরণ। ছটা মুকুট! তাহাই সাবিত্রী মন্ত্রের বরণীয় ভর্গ। তথায় ভগবানের সমস্ত জ্ঞানরত্ন নিহিত রহিয়াছে। প্রজ্ঞা ও আনন্দের উৎস তথায়। Bible এর Heaven of atonement হিন্দুগণের ধী বা বুদ্ধি। ইহা লক্ষ্য করিয়াই St. Luke বলিয়াছেন "that the kingdom of Heaven is within you" তোমারই অন্তরে স্বর্গরাজ্য রহিয়াছে। সেই at-one-ment অর্থাৎ সেই বরণীয় ভর্গের সহিত একত্ব লাভ করিতে পারিলেই স্বর্গ রাজ্য তোমার অধিগত হইল। ইহাই স্বর্গ-রাজ্য লাভ।

পুরাণ মধ্যে অবতারবাদ যাহা আছে, তাহা আমরা সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে এবং তন্ত্রে পঞ্চোপাসকের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শৈবানি, গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানিচিৎ।
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ॥ তন্ত্রসার, ৩ পঃ

পার্ব্বতী বলিতেছেন—হে দেবদেব! আপনার মুখনিঃসৃত শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব এবং সৌর, এই প্রধান ভক্তগণের এবং অন্য যে সকল সাধন আছে, তাহা শ্রবণ করিয়াছি।

পঞ্চদেবতার মধ্যে সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা। সকলেই দর্শন করিতেছেন—অন্যান্য দেবতার রূপ সাধারণ গোচর নহে। সেই

জন্য অন্যান্য দেবতার ধ্যান করিতে হইলে—এই প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য্যমধ্যে তাহাদের ধ্যান করিতে হয়, পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। সূর্য্য, দেবদেব, বাসুদেব, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ স্থূল মূর্ত্তি, এই সত্য মত অনাদি কাল হইতে লোকসমাজে প্রায় সকল দেশেই চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসে ইহার বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যেও ঐতিহাসিক ভিত্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকগুলি সূর্য্য-মন্দির এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পুত্র সাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া নারদের উপদেশে শাকদ্বীপ হইতে মগগণকে আনয়ন করিয়া সূর্যা পূজা করান, তাহাতে তিনি রোগমুক্ত হন, সেই সময়ে তিনি মথুরা ও কোনার্কে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—মথুরায় যবনগণের অত্যাচারে সে সকল মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, শেষ অবশিষ্ট কেশবজীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া সেই স্থানে মস্‌জিদ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মথুরায় সেই জন্য এক সময়ে সৌরধর্ম্মের বিশেষ প্রবলতা ছিল। সমস্ত শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণই সৌর।

সূর্য্যদেবতা যে এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আরাধ্য দেবতা ছিলেন, অনেকে স্বীকার করিয়াছেন।

The tradition of the Sun is echoed in every part of the world, both in its civilized and semi-savage religions. It took rise in the whisperings about secret Initiations among the profane, and was once universally established through the formerly universal heliolatrous religion. There was a time when the four parts of the world were-

covered with the temples sacred to the Sun. Sacret Doctrine. Vol. II. 395.

জগতের মধ্যে সভ্য ও অসভ্য উভয় জাতির মধ্যে এবং যাঁহারা ধর্ম্ম জগতের রাজগুহ্য যোগে দীক্ষিত এবং যাঁহারা সাধারণ ভাবে ধর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যেই এই সূর্য্য উপাসনা প্রচলিত ছিল, এবং পৃথিবীর সকল অংশেই এই জন্য সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পূজা প্রথম ভারত হইতে মিসরদেশে Egyptএ প্রচলিত হয়, সেস্থানে তিনি Apollo এপোলো এবং মিত্র নামে অভিহিত হন। সূর্য্যের সপ্তরশ্মি, সপ্তাশ্ব নামে খ্যাত, এই সপ্তাশ্ব অনেক মন্দিরে প্রতীকাকারে নির্ম্মিত আছে।

Seven Vases in the Temples of the Sun, near the ruins of Babilon in upper Egypt. Seven fires bnrning continually for ages before the alters of Mithra.

সূর্য্যমন্দিরের মধ্যে সপ্তপাত্র রক্ষিত হইত, এবং মিত্রমন্দিরে সপ্তবিধ অগ্নি বহুদিন হইতে প্রজ্জ্বলিত থাকিত। এই মিত্রপূজা মিশ্র দেশ হইতে গ্রীক ,কাল্‌ডিয়া, এসিরীয়া,পারস্যে ও ক্রমে ইউরোপেও প্রবেশ করে। এই মিত্র পূজা (বেদে মিত্র সূর্য্যের এক প্রধান নাম) এরূপ প্রবল হয় যে, বিখ্যাত পণ্ডিত Renan বলেন, যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম ইউরোপে প্রবলভাবে প্রচার না হইত, তাহা হইলে মিত্র-পূজা সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

আর্য্যগণ যখন, যবদ্বীপ, বালী প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন—তখন হইতে সূর্য্য পূজা এই সকল দ্বীপে প্রচলিত হইয়াছে, তথায় এখনও (museum) কৌতুকাগারে এবং যবদ্বীপের রেসি-

ডেণ্ট সাহেবের গৃহে সূর্য্যদেবের সপ্তাশ্ব যোজিত কয়েকখানি রথ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থে ও মন্দিরের মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দিরের মধ্যে, পুরীর বিখ্যাত মন্দির মধ্যে, জয়পুরের গল্‌তা আশ্রমে, কনারকের বিখ্যাত মন্দিরে, সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং ভক্তগণ প্রতিদিন ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকেন।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে ও মেক্‌সিকোদেশে যে বিশেষভাবে সূর্য্য পূজা প্রচলিত ছিল তাহা Prescott সাহেবের গ্রন্থপাঠে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়; ইন্‌কারা যেরূপ ভাবে পূজা করিতেন এবং সূর্য্যের সুবর্ণ মূর্ত্তি যে ভাবে রক্ষিত হইত ও পূজিত হইত, তাহাও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পেরুর রাজধানী যখন কস্‌কো ছিল, সেই সময়ে সূর্য্যমন্দিরের চারিদিকে ভিত্তিতে ও ছাদের নিম্নে স্থূল সুবর্ণের পাত দিয়া মণ্ডিত ছিল। সেই স্থানে ইন্‌কারা বিশেষ ধ্যান সহকারে এই সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিতেন। (Isis. Unveiled. Vol. I. P. 597.)

এই ভারতবর্ষে যে সকল বৈদেশিক ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যুয়ন্ চুয়ন্ মুলতানে সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। বিখ্যাত শ্রীহর্ষদেবের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন সূর্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চোপাসকগণ যেরূপ বিধানে পূজা করেন, তাহার মধ্যে প্রথমে পূজার পূর্ব্বে সূর্য্যার্ঘ প্রদান করিতে হয়। অন্য দেব দেবীর পূজার মধ্যে সূর্য্য পূজা এবং সূর্য্যার্ঘ প্রদান পূজার একটী প্রধান অঙ্গ। এ অঙ্গ অসম্পূর্ণ রাখিলে, কোন দেব বা

দেবীর পূজা পূর্ণ হয় না। এটি নিত্য পূজার আবশ্যকীয় অঙ্গ। এখনও বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিক মাসে ; "কার্ত্তিক" "কার্ত্তিক মাস" "সূর্য্যব্রত" "ছটবরৎ" নামে উৎসব ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। "নিয়ম" পূর্ব্বক এই মাসের প্রত্যেক দিন অতিবাহিত করাই নিয়ম। বঙ্গদেশে, উৎকল ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেকে এই ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন। এই কার্ত্তিক মাসে বঙ্গদেশে সূর্য্যব্রত, প্রায় অনেকেই অজ্ঞাতসারে পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা "নিয়ম সেবা" বলিয়া ইহা সাধন করিয়া থাকেন। সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে "ইতু পূজা" নামে সূর্য্যের পূজা এখনও বেশ প্রচলিত আছে।

বৈদিক স্মৃতি মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় :—

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২০।২

এই সকল দেশে সম্ভূত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকেরা স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে এবং শিক্ষা করা উচিত। ২০।২ মনু।

সেই ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতযোঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখম্॥ ৮১।২

প্রণব পূর্ব্বিকা অব্যয়, ভূ, ভুর্বঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতিযুক্তা ত্রিপদা গায়ত্রী, ব্রহ্ম প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। ৮১।২ মনু।

চতুর্ব্বেদের মধ্যে গায়ত্রী এক রূপ। এবং গায়ত্রী চারিবেদের সার, ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো

যো নঃ প্রচোদয়াৎ। বেদ ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্য যাহা বলেন, তাহার অনুবাদ এই—সর্ব্বান্তর্যামী জগতের স্থষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের, 'ভর্গ'' অর্থাৎ স্বয়ং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মক তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। অন্য অর্থে ও সায়নাচার্য্য বলেন যে, সূর্য্যদেব আমাদের কার্য্যে প্রেরণা করিতেছেন, সেই সর্ব্বপ্রসবিতা দ্যোতমান সূর্য্যের পাপনাশক তেজোমণ্ডল ধ্যান করি। এই পরিদৃশ্যমান আদিত্য এবং অপর পরব্রহ্ম এই দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাতা এই দুই, এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সবিতৃদেব তিনিই পরব্রহ্ম! তাঁহারই বাহ্যমূর্ত্তি এই সূর্য্যনারায়ণ।

পুরাণাদিতে যে ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, নাশের তিন ভাবের প্রতীক স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও এই সূর্য্যদেব। ইনিই এই সৌরজগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা সেই জন্য সূর্য্যদেবের প্রণামে উক্ত হইয়াছে—

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে,
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি নারায়ণ শংকরাত্মনে॥

হে সবিতৃদেব! জগতের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ আপনিই জগতের জন্ম, স্থিতি ও নাশের কারণ। আপনি বেদস্বরূপ, আপনি সত্ব, রজঃ, তমো গুণ ধারণ করিয়াছেন। আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কার্য্যদায়িনে॥

এবং অন্য স্থানে বলিয়াছেন—আপনি বিষ্ণুর তেজস্বরূপ।

পরবর্ত্তী বৈদিক সন্ধ্যায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু এবং সন্ধ্যায় রুদ্ররূপে এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী ও সায়াহ্নে রুদ্রাণীরূপে আরাধনা ও ধ্যানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং তাঁহাদের শক্তি সকলেরই ধ্যান এই সূর্য্যমণ্ডলে। একমাত্র গণ দেবতাগণের অধিপতি এই সূর্য্যদেবকে জানিলে সমস্ত পঞ্চদেবতার জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই জন্য সকল দেবতার ধ্যান এই সূর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শিব, শক্তি, গণেশ, বিষ্ণু এই চারি দেবতা সূর্য্যের বিভিন্ন অবস্থার নামান্তর মাত্র। একমাত্র সূর্য্যই জগতের নিয়ামক এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই জন্য সূর্য্য পূজা সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং তাহা হইতে অন্যান্য দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখনও এই সবিতৃদেবের পূজা বিভিন্নাকারে এবং বিভিন্ন নামে হইয়া থাকে।

আরও, যাঁহারা অবতার নামে অভিহিত, তাঁহারা যাঁহার অবতার তিনি এই সূর্য্যনারায়ণ। মৎস্যাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধ খ্রীষ্ট সমস্ত অবতারগণের কার্য্য বা লীলা, অনাদি পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে অবলম্বন করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা সূর্য্যনারায়ণের বিভিন্ন অবস্থা ও তাঁহার কার্য্যাবলীর বর্ণনা মাত্র।

ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ।

কল ধর্ম্মের মধ্যে একই সত্য নিহিত আছে, এবং সেই তত্ত্ব
টন করিলে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে প্রকৃত সমন্বয় রহিয়াছে,
সমন্বয় সঙ্ঘের পুস্তকাবলীর মধ্যে দেখান হইয়াছে। এরূপ
দীন সহজ সমন্বয় বর্ত্তমানে নাই। সকলেই সমন্বয় সঙ্ঘের সদস্য
পারেন। সদস্য হইলে কোন রূপ চাঁদা দিতে হইবে না।
সঙ্ঘ হইতে নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব (ধর্ম্ম)

প্রভুপাদ প্রসাদ।	✓০
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলা।	✓০
প্রেমধর্ম্ম।	✓০
গীতা সার।	✓০
শ্রীশ্রীভাগবত সার।	।০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

৺শিব কালী। (বিনামূল্যে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও সন্ন্যাসিগণের উক্তি। ঐ

পঞ্চ সম্প্রদায় ধর্ম্ম সমন্বয়

জাতি ধর্ম্ম ও ইষ্টদেব (বিনামূল্যে)

পরমেশ্বরের উপাসনা ঐ

শঙ্কট মোচন ঐ

চাণক্য শ্লোক। (বৈদিক টিপ্পনী সমেত) ঐ

The Bholanath Printing Works,

21 Sukea Street, Calcutta.

ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ

১২। জ্ঞান কথা। ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ।

১৩। ধর্ম্ম সমন্বয় প্রথম ভাগ (বেদত্রয় হইতে সংগ্রহ।

১৪। ধর্ম্ম সমন্বয় দ্বিতীয় ভাগ (দর্শন শাস্ত্র)

১৫। ধর্ম্ম সমন্বয় তৃতীয় ভাগ (পুরাণাদি)

১৬। ধর্ম্ম সমন্বয় (চতুর্থ ভাগ যন্ত্রস্থ।)

১৭। শাস্ত্র ধর্ম্ম ও ইষ্টদেবতা।

১৮। God in the universities.

আর্য্যধর্ম্ম।

১৯। Man dukyopanishat

২০। সংক্ষিপ্ত আযাম ও প্রকাশ।

২১। বৈদিক নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি।

২২। সংক্ষিপ্ত আর্য্যধর্ম্ম (হিন্দি)।

২৩। দৈব ও পুরুষকার।

Theosophy বা ব্রহ্ম বিদ্যা

২৪। The five daily Sacrifices.

২৫। গুপ্ত বিদ্যা ও সাধন

সামবেদ সংহিতা

১ম। আগ্নেয় পর্ব্ব আধিযাজ্ঞিক ও আধ্যাত্মিক সান্বয় ব্যাখ্যা

২য়। আরণ্য পর্ব্ব ঐ

৩য়। ঐন্দ্র পর্ব্ব ঐ

৪র্থ। পবমান পর্ব্ব ঐ

৫ম। উপদেশ সাহস্রী (প্রথম ভাগ)।